ব্রজলীলা অবসান

বা

রাইউন্মাদিনী গীতাভিনয়।

শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ

প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩০৮।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
কালিকা মেসিন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

"ব্রজলীলা অবসান" বা "রাইউন্মাদিনী গীতাভিনয়" আমার অন্যান্য পুস্তকগুলির অনেক পূর্ব্বে লিখিত হইয়া কিছুদিন অভিনয়ের পরে, কোন কারণবশতঃ ইহার অভিনয় বন্ধ থাকে। অযত্নরক্ষিত পাণ্ডুলিপী গুলিও কীট-দষ্ট হইয়া পতিত ছিল, সুতরাং সেই কীট-কবলিত পাণ্ডুলিপীর ধ্বংসাবশেষ অবলম্বন করিয়া মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য সমাধা করা আমার বহু সময় সাধ্য হইত, কেবল সম্প্রদায়স্থ সুযোগ্য অভিনেতা শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির স্মৃতিশক্তির বলেই অল্প সময় মধ্যে ইহার পাণ্ডুলিপী প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রথম অভিনয় কালে ইহার "ব্রজলীলা অবসান" নাম দেওয়া হইয়াছিল, কোন সময়ে নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য-সমাজ, ভাজন ঘাটা নামক স্থানে ইহার অভিনয় হয়; তৎকালে তথাকার বৈদ্য-কুল-তিলক বিখ্যাত "বিচিত্র বিলাস" "রাই-উন্মাদিনী" "স্বপ্নবিলাস", প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্বর্গীয় সাধক, মহাত্মা কৃষ্ণকমল গোস্বামী ইহার শেষ অংশের অভিনয় শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া "রাইউন্মাদিনী" নাম প্রদান করেন; এক্ষণে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার প্রদত্ত নাম ইহার শিরোভূষণ করিয়া ধন্য হইলাম।

এস্থলে আর একটী কথা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমার উৎসাহদাতা, অকপট-হৃদয়, সুবিজ্ঞ, বহুদর্শী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহ পত্রখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিলাম! পত্রখানি আমার লিখিত "সুরথোদ্ধার গীতাভিনয়ের" সঙ্গে প্রকাশ করিব, ইচ্ছা রহিল।

বিনীত

১৩০৮।
১৪ই আশ্বিন।



শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য
কোকসীমলা, বর্দ্ধমান।

ব্রজলীলা অবসান

বা

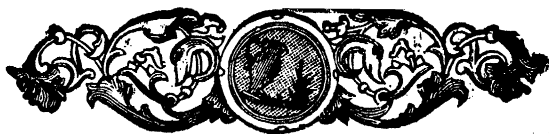


রাইউন্মাদিনী গীতাভিনয়।

প্রস্তাবনা।

গীত।

ধন্য হরির লীলা কে পায় অন্ত তার।
কখন্ কার্ ভাবে কোন্ ভাবে হন্ অবতার॥
হৃদয়-সরসে যিনি, ফুল্ল হেম-সরোজিনী,
যার কারণ, গোচারণ, শিরে বাধা ধারণ,—
ব্রজে যার সনে অবিচ্ছেদ রূপে বিহার॥
সেই রাধা রাজনন্দিনী, কৃষ্ণ-শোকে উন্মাদিনী,
অচেতন, সচেতন, ভাবান্তর ক্ষণে ক্ষণ—
ক্রমে স্থির ভাব—আবির্ভাব দশম দশার॥



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

স্থান—কুটীলার গৃহ-প্রাঙ্গন।

(দধিভাণ্ড হস্তে, দ্রুতবেগে কৃষ্ণের প্রবেশ, ও অন্যপথে প্রস্থান)

(পশ্চাতে লগুড় হস্তে কুটীলার প্রবেশ)

কুটীলা।—পাল্লেম না—দস্যিকে ধ'র্‌তে পাল্লেম না, ধ'র্‌তে পাল্লে খেংড়ে বিষ ঝেড়ে দিতেম! বাবা! এমন দস্যি ছেলেও কি মেয়ে মানুষের পেটে জন্মায়? গোয়ালা পাড়াটা তোলপাড় ক'ল্লে গো—তোলপাড় কল্লে! ঠাকুরদের নামে একটু ক্ষীর ক'রে রেখেছি, পোড়াকপালে' ছেলে এসে আগে সেই টুকুই খেয়ে ব'সে আছে! মর্, পেটে যদি এতই আগুণ লেগে থাকে, তবে যা,—ঘরে আরও ত দই, ক্ষীর, ননী, মাখন আছে, সেই গুলো পোড়া পেটে দিগে? তা' না হ'য়ে, কোথায় ঠাকুরদের নামে একটু ক্ষীর ক'রে রেখেছি, দস্যি ছেলের তা'তেই লোভ! একবারে ভাঁড়-শুদ্ধ চেটে খেয়েছে! যাই ত একবার যশোদা ভাগ্‌গিমানির কাছে, এখনি গিয়ে ব'লব, হয় ছেলে শাসন কর্, নয় ত খেংড়ে বিষ ঝেড়ে দেব।

(বেগে প্রস্থান)



দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নন্দালয়।

(নন্দ ও যশোদার প্রবেশ)

নন্দ।—যশোদে! ঐ শুন্‌তে পাচ্চ? আমি তখনি ব'লেছি, তোমার গোপাল আজ কারও না কারও সর্ব্বনাশ ক'রে আস্‌বে। তা অন্যের হ'লেও তত মনকষ্ট হ'ত না, এ কুটীলার কণ্ঠস্বর, তীক্ষ্ণশর হ'তেও যন্ত্রণাদায়ক! যে কটুভাষিণীর কটুবাক্য কর্ণে প্রবেশ ক'ল্লে, কর্ণকুহর পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়, তোমার কৃষ্ণের প্রতি যার নিয়ত বিষদৃষ্টি, তোমার কৃষ্ণও কিনা কেবল তারই অনিষ্ট ক'র্ত্তে সচেষ্ট! অন্য ব্রজবাসীগণ, তোমার কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনিষ্ট-গ্রস্ত হ'য়ে, নিতান্ত অসন্তুষ্ট ভাবে এলেও, দুটো মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পারতেম, কিন্তু এর্ কাছে তারও উপায় নাই। এ অন্য কেহ নয়, আয়ান-ভগিনী দ্বন্দ্ব-প্রিয় দুর্ম্মুখী কুটীলা। প্রবোধ-বাক্যে বা মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, অধিকন্তু মূল্যের কথা তুল্লে, এখনি তুল ক'রে তুল্‌বে। ছি ছি যশোদে! তোমার গোপালের জন্য আমার মান, সম্ভ্রম, সব গেল! যাদের ছায়া স্পর্শ ক'র্‌তেও ঘৃণা বোধ কর্‌তেম, তোমার গোপালের জন্য তাদের বাক্য-যন্ত্রণা গুলো নীরবে সহ্য ক'র্‌তে হ'চ্চে! সমক্ষে না বলুক—পরোক্ষেও ত বলে; আর পরম্পরায় তা শুন্‌তেও বাকি থাকে না; অথচ কিছু ব'ল্‌তেও পারিনে। বল দেখি যশোদে! এ বাক্য-যন্ত্রণা গুলো নীরবে আর কত সইতে পারা যায়! আমি কতদিন ব'লেছি "যশোদে! তোমার গোপালকে অতটা প্রশ্রয় দিও না" তা আমার কথা শুনা দূরে থাক্, যদি গোপালকে কিছু ব'ল্‌ব, সৎশিক্ষার জন্য তাড়না ক'র্‌ব, অম্নি এ'সে গোপালকে কোলে ল'য়ে, ষাঠ্, ষষ্ঠি, মার্কণ্ড— কত কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে গৃহান্তরে প্রবেশ ক'রে মান-সাগরে মগ্ন

হবে ! সন্তানকে সৎশিক্ষা দেবার জন্য দুটো তাড়না ক'র্‌ব, দুটো সদুপদেশ দেব, তা দূরে থাক্, অধিকন্তু তোমার মান ভাঙ্গাবার জন্য ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন ক'র্‌তে হয়। সাধে কি সন্তানের স্বভাব মন্দ হ'য়ে উঠে ? গোপাল ত অবোধ বালক, তার দোষ কি—কেবল তোমার জন্যইত ওর স্বভাব এতদূর বিকৃত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আর কারও কথা শুন্‌ব না, আজ একবার তাকে দেখ্‌তে পেলে হয় ! পরের অনিষ্ট করা রোগ সারে কি না দেখ্‌ব ! এতে তুমি রুষ্টই হও, আর তুষ্টই হও,——ঐ শুন, রণোন্মত্তা ভৈরবীর ন্যায় ঘোর হুহুঙ্কার-শব্দে কুটীলা মহাদেবীর আগমন হ'চ্চে, যাও—জবা বিল্বদল দিয়ে, পূজা ক'রে শান্ত করগে !

যশোদা।—আমি জবা বিল্বদল দিয়ে পূজা কর্‌লে কি শান্ত হ'বে, তুমি বরং বুক পেতে দিয়ে সম্মুখে পড়গে, যদি শান্ত ক'র্‌তে পার।

নন্দ।—হুঁ ! ওর সম্মুখে গিয়ে আর বুক পেতে দিতে হবেনা ! সম্মুখে দাঁড়ালেই পদাঘাতে পাতিত ক'রে নেবেন। সে আমার কর্ম্ম নয়—তুমি যা হয় ক'রে বিদায় করগে।

(নন্দের প্রস্থান ও কুটীলার প্রবেশ)

কুটীলা।—বলি হাঁগা যশোদা ভাগ্যিমানী ! এমন ছেলেও পেটে ধরেছিলে ! আঁতুরে কি নুন পাও নাই ? সাত জন্ম বাঁজা হ'য়ে থাকি—সেও ভাল, তবু যেন এমন ছেলে পেটে ধ'র্‌তে না হয়? ঐ ত ছেলে, এক দুধ-তোলার ভরসা নাই ! ঐ ছেলের এত বিত্তেব—এত বাড় ! মুলুকটা তোলপাড় ক'রে তুল্লে ! ওর জ্বালায় খেয়ে সুখ নাই—শুয়ে সুখ নাই—ঘরে কোন জিনিস রেখে সোয়াস্তি নাই ! ঠাকুরদের নামে কোন জিনিস রাখ্‌লে, তাতে আবার বেশী লোভ ! কা'ল শ্যামলী গাইটে নতুন দোয়া হ'ল ব'লে,

সেই দুদে ঠাকুরদের নামে একটু ক্ষীর ক'রে রেখেছিলেম, পোড়ার-মুখীর বেটা ঘরে ঢুকে সেই টুকু আগে খেয়েছে! ঘরে আরও ত জিনিস ছিল, পেটে যদি এতই আগুণ লেগে থাকে,সেই গুলো নিয়েই পেটে ভর! এত উপদ্রব কি মানুষে সইতে পারে! পাড়ায় আরও ত ছেলে পিলে আছে। এমন নয় যে, তুমিই সাত রাজার ধন পেটে ধ'রেছ! বুড় বয়েসে একটা পোড়া কাঠ বিইয়ে নিজেও অহঙ্কারে ফেটে মর্‌ছেন, ছেলেও তেমনি দত্যিকুলের পেহ্লাদ হ'য়ে আহ্লাদে আট্‌খানা! অহঙ্কারে সোজা হ'য়ে চ'লতে পারেন না। মা বাপের শাসন থাক্‌লে কি ছেলে এমন দস্যি হয়? ছেলের ত রূপ কত! তের যায়গায় বাঁকা! সোজা হ'লে না জানি আরও কি ক'র্‌ত। মনে করি কিছু ব'ল্‌ব না। যশোদার বুড় বয়সে কানা খোঁড়া যা হ'য়েছে, বেঁচে থাক্‌—গালমন্দ দেব না! তা এত উৎপাত কে সইতে পারে গো? এখনও ভাল মুখে ব'ল্‌ছি, ছেলে শাসন কর্‌বি ত কর্, নৈলে হাড় ভেঙ্গে গা'ল দেব।—

যশোদা।—না বোন্, আর গা'লমন্দ দিস্‌নে. আমার পাঁচটা নয়—দশটা নয়—মা ষষ্ঠীর প্রসাদে সবে ধন ঐ একটী! কালো হ'ক্ কুশ্রী হ'ক্, মার চখে কি মন্দ লাগে? তবে কি ক'র্‌ব বোন্, দুরন্ত ছেলে, মেরে ধ'রে আর কত শাসন ক'র্‌ব? ওর যদি সেই জ্ঞানই থাক্‌বে, এইটী আপন—এইটী পর, এই যদি বুঝ্‌বে, তা হ'লে কি আর ঘরে এত সামিগ্রি থাক্‌তে, পরের কাছে অপমান হ'তে যায়! আমি মেরে দেখেছি—ধ'রে দেখেছি, আর তোরাই কোন্ শাসন ক'র্‌তে না পারিস্! আমি পেটে ধরেছি ব'লেই কি গোপাল আমার? তোদের কি কেউ নয়? আমার কাছে আব্দার সাজে, তোদের কাছে কি সাজে না? ওত পরের ঘরে খায় নাই, ঘরের ছেলে—ঘরের খেয়েছে! তোদের খাবেনা ত খাবে কার! মা আর মাসী কি পৃথক্? অন্যের হ'লে ব'ল্‌তেম, দ্বিগুণ দাম

ধ'রে নে। তোকে ত বোন্ তা ব'লতে পারব না। যে ছুদের ছেলে দেবদ্বিজের মর্ম্ম বুঝে না, সে অবোধ ছেলেকে, কত শাসন ক'রে রাখ্‌ব! যা বোন্! আর কিছু মনে করিস্‌নে, যা তা ব'লে গা'লমন্দ দিস্‌নে। আমার সবে ধন ঐ একটী, ওকে অভিশাপ দিলে প্রাণে বড় ব্যাথা লাগে। গোপাল তোদের অনিষ্ট ক'রেছে—তা আমার কাছে বল্‌তে আস্‌তে হ'বে কেন!

কুটীলা।—(স্বগত) যশোদার কথাগুলি বড় মিষ্টি। মনে ক'রেছিলেম, একটা ঝড়বৃষ্টি না ক'রে আর ফির্‌ব না, তা হ'লো না। সমানে সমানে না হ'লে কি গণ্ডগোলে সুখ হয়! জ্বলন্ত আগুণে জল ঢাল্‌লে বাতাসে আর কত জম্‌কে দেবে? যাক্—দৌড়াদৌড়িই সার হল।

যশোদা।—কেন বো'ন্! চুপ ক'রে রইলি যে? এখনও কি তোর্ রাগ যায় নাই? ভাগ্যে মাঝে মাঝে গোপাল তোকে রাগায়, তাই ত এক এক বার দে'খ্‌তে পাই। এখন আয়, আমার ঘরে আয়—আমি গোপালকে ধরে এনে তোর হাতে দিচ্ছি—যাতে পারিস্, শাসন করিস্।

(কুটীলার হস্ত ধরিয়া যশোদার প্রস্থান)

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ।—কৈ! কোথা গেল? দেখ্‌তে ত পেলেম না। হয়ত ভয়ে কোন্ খানে লুকিয়েছে! ভাল আর একবার ডাকি দেখি; গোপাল! ও গোপাল!—

(বাধা মস্তকে কৃষ্ণের প্রবেশ।)

নন্দ।—ঐ যে—আস্‌ছেন। আহা! ছেলে যেন আমার কত শান্ত—কত ভালমানুষ! যেন কিছুই জানেন না। হাঁরে গোপাল! ওকি, আবার থম্‌কে দাড়ালি যে? বাধা ফে'লে এদিকে আয় দেখি!

কৃষ্ণ।—বাধা ফেল্‌ব কেন বাবা? এ বাধা মাথা হ'তে নাবিয়ে কোথায় রাখ্‌ব?

নন্দ।—ঐ মাটীতে রাখ্।

কৃষ্ণ।—কেন? বাধা মাটীতে রেখে, আমি বুঝি সুধু-মাথায় থাক্‌ব!

নন্দ।—কেন, বাধা কি একটা মস্তকের ভূষণ নাকি? ঐ একটা বুকে পায়ের দাগ—এটা ত তোর্ জন্মাবধিই দেখ্‌ছি! আবার বাধা ব'য়ে ব'য়ে মাথায় বেদনা কর্! চুল গুলো উঠে যাক্! তা হ'লেই বেশ মানাবে।

কৃষ্ণ।—আমার বুকের দাগ্‌টীতে যেমন মানায়—তোমার বাধা মাথায় থা'ক্‌লেও তেম্‌নি মানায়! তোমার বাধা মাথায় না থা'ক্‌লে মাথাটা যেন কেমন ফাঁক ফাঁক দেখায়! তুমি আমাকে বাধা বইতে বারণ কর কেন বাবা? আমি ত তোমার বাধা ভেঙ্গে ফেলি নাই; হারিয়েও ফেল্‌ব না।

নন্দ।—আমি বুঝি সেই জন্য তোমাকে বাধা বইতে নিষেধ করি?

কৃষ্ণ।—তবে কি আমার শক্ত মাথায়, তোমার বাধাকে বড় লাগে? তাইতে বারণ কর?

নন্দ।—(স্বগত) আহা! এই অবোধ শিশু! কাষ্ঠ-পাদুকার সুখ দুঃখ অনুভব শক্তি আছে—এই যার জ্ঞান, যার সজীব নির্জ্জীব বোধ নাই, সে অবোধ শিশুকে মেরেই বা কি ক'রব,—তাড়না ক'রেই বা কি ফল হ'বে! (প্রকাশ্যে) হাঁরে গোপাল! তুই কা'ল সকালে সকলের সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়ে, আবার নগর মধ্যে এসেছিলি? আবার কুটীলার ঘরে গিয়ে তার দেবতার নামে রক্ষিত দ্রব্যগুলি নষ্ট ক'রেছিস্! কেন বল্ দেখি?

।—নষ্ট ক'র্‌ব কেন বাবা, সবটুকু খেয়ে ফেলেছি।—

নন্দ।—বেশ ক'রেছ! কেন তার দেবতার নামে রক্ষিত দ্রব্য তুই খেয়ে এলি?

কৃষ্ণ।—সে যে আমার জন্যই রেখেছিল। যেদিন তাদের সেই শ্যামলী গাইটে দোয়া হয়, সেইদিন সেই দুদ টুকু নিয়ে ঠাকুরদের নামে ক্ষীর ক'রে রেখেছিল; আমি সেই টুকু খেয়ে এসেছি,—এক টুকুও ফেলি নাই।—

নন্দ।—কেন? সে রাখ্‌লে ঠাকুরদের নামে, তুই তা খেয়ে এলি কেন?

কৃষ্ণ।—কেন বাবা! আমি কি ঠাকুর নই? তবে গোষ্ঠে থেকে আস্‌বার সময়, মা আদর ক'রে বলেন কেন—ঐ আমার বাপের ঠাকুর আস্‌ছে?

নন্দ।—এরূপ ত গর্ভধারিণী-মাত্রেই সন্তানকে আদর ক'রে ব'লে থাকে। রোহিণী কি বলরামকে বলে না?

কৃষ্ণ।—কেন, বলাই দাদাও ঠাকুর।

নন্দ।—শ্রীদামের গর্ভধারিণীও ত শ্রীদামকে আদর ক'রে ঐ কথা বলে।

কৃষ্ণ।—শ্রীদাম সখাও ঠাকুর; সুদাম, বসুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল সবাই ঠাকুর।

নন্দ।—তবে ঠাকুরের উদ্দেশে কোন দ্রব্য রাখলে, তারা ত চুরি করে খেয়ে আসে না। তোরই বা দেব-দ্রব্যে এত লোভ কেন রে বাপু?

কৃষ্ণ।—আমি খাই, তাতেই তাদের খাওয়া হয়, আমি খেলেই তারা তুষ্ট! নইলে একটী মিষ্ট ফল পেলে আঁচলে বেঁধে রাখে কেন? আমি খেলে তাদের পেট ভরে বলেই ত?

নন্দ।—আহা, ছেলে আমাকে ন্যাকা বুঝাতে এলেন! ভাল! তুমি খেলেই যদি তাদের পেট ভরে, তবে তারা খেলেও ত

তোমার পেট ভর্‌বে। আজ হ'তে আর তোমাকে কিছু খেতে দেব না—কোথাও যে'তে দেব না। তারা খাবে—তারা গোষ্ঠে যাবে—তাতেই তোমার খাওয়া—খেলা করা—গোষ্ঠে যাওয়া- সব হবে? কেমন হবে ত?

কৃষ্ণ।—তা কেন হবে? গাছের গোড়ায় জল দিলে ডাল পালাতে পায়, আর গোড়াটী কেটে ফেলে ডালে জল ঢাল্‌লে বুঝি গাছ বাঁচে? সব শুকিয়ে যায়! তারা যে সব ডাল পালা—

নন্দ।—তারা ডাল পালা—আর তুমি বুঝি মূল! তা অন্য মূল হও আর না হও, এ সব অনর্থের মূল যে তুমি, তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি!

কৃষ্ণ।—(স্বগত) অনর্থের মূলও আমি, সদর্থের মূলও আমি! পিতা একদিন গর্গমুনির নিকট এর আমূল বৃত্তান্ত সব শুনেছেন! তবে স্মৃতির বিলোপ ভিন্ন আমার ব্রজলীলার মধুর রসাস্বাদন পূর্ণরূপে পূর্ণ হবেনা ব'লেই, মায়া কর্ত্তৃক সে স্মৃতি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছি। যা'হ'ক, এখন পিতার ক্রোধ শান্তির উপায় ক'র্‌তে হল।

নন্দ।—গোপাল! চুপ্ ক'রে থাক্‌লি যে? চল, বেঁধে ঘরে রাখিগে।

কৃষ্ণ।—কেন বাবা! আমাকে বেঁধে রাখ্‌বে?

নন্দ।—বেঁধে না রাখ্‌লে তোমার চৈতন্য হবেনা- পরের অনিষ্ট করা রোগও সার্‌বে না।

কৃষ্ণ।—আমি কখনও কা'রও অনিষ্ট করি নাই, কখন ক'র্‌বও না।

নন্দ।—কা'রও দ্রব্য নষ্ট বা উচ্ছিষ্ট ক'র্‌বি নে?

কৃষ্ণ।—যা আমার জন্য রাখ্‌বে, তাই খাব—অন্য দ্রব্য খাব না।

নন্দ।—কুটীলেদের বাড়ী যাবি নে?

কৃষ্ণ।—তাদের বাড়ীর কেউ না ডাক্‌লে যাব না।

নন্দ।—তাদের বাড়ীর কে তোকে ডাকে? জটীলে ডাকে—না কুটীলে ডাকে?

কৃষ্ণ।—তারা ডাক্‌বে কেন?

নন্দ।—তবে কি আয়ান তোকে ডাকে?

কৃষ্ণ।—সে ডাক্‌বে কেন?

নন্দ।—তবে কে তোকে ডাকে? বল্‌না চুপ্ ক'রে থাক্‌লি যে?

কৃষ্ণ।—সেই যে—সেই—আমাকে দেখ্‌তে পেলেও ডাকে, না দেখ্‌তে পেলেও ডাকে, না ডাক্‌লে বুঝি আমি যাই?—

নন্দ।—বল্, তারা ডাক্‌লেও যাব না।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) ডাক্‌লে যাব না, এ প্রতিজ্ঞা যদি পালন ক'র্‌তে পারতেম, তা'হ'লে সাধের গোলকধাম ত্যজে—ভুলোক-মাঝে, গোপ-বালক সেজে, রাখালের সঙ্গে গোচারণ ক'র্‌তেম—না তোমার পদের বাধা মাথায় ক'রে বহন ক'র্‌তেম। আমি সকল প্রতিজ্ঞাই রক্ষা ক'র্‌তে পারি, কিন্তু ডাক্‌লে যাবনা, এ প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে পারি না; আর ক'র্‌লেও তা রক্ষা ক'র্‌তে পারি না।

নন্দ।—নীরব হ'য়ে থাক্‌লি যে? যা ব'ল্‌তে বল্লেম বল্!

কৃষ্ণ।—কৈ বাবা, কি ব'ল্‌তে বল্‌ছিলে, ভুলে গিয়েছি।

নন্দ।—তা ভুল্‌বে বৈকি! সব তোর নষ্টামি! বল্ জটীলে, কুটীলে, কি তাদের বাড়ীর কেউ ডাক্‌লে যাব না।

কৃষ্ণ।—তারা ডাক্‌লে যদি না যাই, তবে আর যে আমাকে কেউ ডাক্‌বে না।

নন্দ।—তোমাকে ত লোকে সকল কাজেই ডাকে!

কৃষ্ণ।—ডাকে না? তবে গোষ্ঠে যাবার সময় বলাই দাদা ডাকে

কেন ? শ্রীদাম ডাকে কেন, মধুমঙ্গল ডাকে কেন ? খাবার সময় মা ডাকে কেন ? তুমি ডাক কেন ?

নন্দ।—ওরে ক্ষেপা ছেলে ! যারা তোকে ভালবাসে, তারাই তোকে ডাকে। যারা ভাল না বাসে, তাদের ডাকে তুই যাস্ কেন ?

কৃষ্ণ।—যারা ভাল বাসেনা, তাদের ডাকে বুঝি আমি যাই ?

নন্দ।—তবে বল্, যারা ভালবাসেনা, তাদের ডাকে যাব না।

কৃষ্ণ।—না—যাব না।

নন্দ।—কেমন সত্য বল্‌ছিস্ ত—যাবিনে ?

কৃষ্ণ।—না—যাবনা—যাবনা—যাবনা।

(যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা।—এই বুঝি তোমার ছেলে শাসন করা হ'চ্ছে ? যত রাগ আমারই কাছে ! দাদ্ তুল্‌তে বুঝি আর যায়গা পাওনা।

নন্দ।—দেখ—তুমি স্ত্রীজাতি, কিছুই বোঝ না, ছেলে পিলেকে কি মেরে ধ'রে শাসন ক'র্‌তে আছে ? কৌশলে শাসন ক'র্‌তে হয়।

যশোদা।—কৈ—কি শাসন কর্‌লে বল দেখি ! কা'ল আবার কুটীলের কুকথা গুল শুন্‌তে হ'বেনা ত ?

নন্দ।—না, আর ও কারও বাড়ী যাবে না—কারও অনিষ্ট ক'র্‌বে না। কেমন গোপাল ! আর ওদের বাড়ী যাওয়া—কি—অনিষ্ট করা, এ সব হবে না ত ?

কৃষ্ণ।—না, আমি আর কারও অনিষ্ট ক'র্‌ব না ; যে আমাকে ভাল না বাসে, সে ডাক্‌লেও তার কাছে যাব না।

নন্দ।—ঐ শুন্‌লে ত, এখন আর ওকে কিছু ব'ল না ; তোমাকে দেখেই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে ! এখন কিছু খেতে দাও, আমি বহির্ব্বাটীতে চল্লেম।

(নন্দের প্রস্থান)

যশোদা।—হাঁরে গোপাল! তোর্ জন্য লোকের এত কথা কেন সইতে হয় বল্ দেখি? আমার ঘরে কি খেতে পাওনা? তাই আদেখ্‌লির ছেলের মত—এর ঘরে ছানা টুকু—ওর ঘরে ননী টুকু—চুরি ক'রে খেয়ে, পরের কোঁদল ঘরে আনা কেন রে বাপু? তোকে মেলে লজ্জা নাই, ব'কৃলে লজ্জা নাই, এমন বেহায়া ছেলেও তুই জন্মেছিলি! তুই কর্‌বি পরের মন্দ, আর সেই একজন শাসন কর্‌তে আস্‌বেন আমাকে!

কৃষ্ণ।—মা! আজ আমিও শাসন হ'য়েছি।

যশোদা।—হাঁ, তুমি শাসন হবারই ছেলে কিনা? তোকে মেরে পার্‌লাম না—ধ'রে পার্‌লাম না, আজ তুমি দুট কথায় শাসন হবে।

কৃষ্ণ।—সত্যি মা, বাবা যে আজ আমাকে শাসন হ'তে বল্লেন! আমি বাবার কাছে দিব্যি ক'রেছি।

যশোদা।—কৈ—কি দিব্যি ক'রেছিস্ বল দেখি? কা'রও অনিষ্ট ক'র্‌বি নে?

কৃষ্ণ।—আমিত মা, কাওর অনিষ্ট করিনে—কর্‌বও না।

যশোদা।—ওদের বাড়ী যাবি না?

কৃষ্ণ।—কাদের?

যশোদা।—যারা একটু ছুত নতা পেলে দুবেলা ঝগড়া ক'র্‌তে আসে।

কৃষ্ণ।—সে কুটীলে মাসি ত? ও যেমন তোর্ সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে, আজ আবার ওর সব ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে আসূক। আর ওদের বৌ যখন জল আন্‌তে যাবে, অমনি কলসীটী ভেঙ্গে দেব।

যশোদা।—তবে রে পোড়া-কপালীর বেটা! এই বুঝি তোমার শাসন হওয়া? বেহায়া ছেলে আমায় হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়ে মেলে!

লোকের ননী চুরি ক'রে খেয়ে খেদ মিট্‌ল না—আবার কল্‌সী ভাঙ্গার খেয়াল উঠ্‌ল? রও, তোমার কলসী ভাঙ্গাচ্ছি।

(যশোদার প্রস্থান)

কৃষ্ণ।—(স্বগত) আজ যশোদা মা কর্ত্তৃক বন্ধনগ্রস্ত হ'য়ে, আমাকে একটী মহৎ কার্য্য সাধন ক'র্‌তে হবে। প্রথমতঃ আমার প্রিয়ভক্ত, যক্ষ-রাজকুমার—নল কুবেরের উদ্ধার, তার পর—আনুসঙ্গিক আরও কয়েকটী কার্য্য সমাধা ক'র্‌তে হবে! ঐ যে মা রজ্জু সংগ্রহ ক'রে আস্‌ছেন! বন্ধন-ইচ্ছা বড়ই বলবতী দেখ্‌ছি।

(রজ্জু হস্তে যশোদার প্রবেশ)

যশোদা।—গোপাল! হাতে কি দেখেছিস্ ত? এখনও বল্, কলসী-ভাঙ্গার কথা মুখে আন্‌ব না।

কৃষ্ণ।—কলসী-ভাঙ্গার কথা ত? তাই বুঝি তার কাছে বল্‌ব—না সেই কথা মুখে আন্‌ব? তা' হ'লে সে যে আগে থাকতেই সাবধান হ'বে! চুপি চুপি গিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে আস্‌ব।

যশোদা।—বটে রে পোড়ামুখীর ছেলে! দাঁড়াও, তোমার নষ্টামি ভাল ক'রে দিচ্ছি (কৃষ্ণের হস্তে রজ্জু বেষ্টন)। আ মর্! এ যে কম হ'য়ে গেল। দাঁড়া—আর এক গাছা আনি (পুনঃ প্রস্থান)।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) আমি যদি বন্ধন গ্রহণ না করি, তা' হ'লে তুমি সহস্রযুগ রজ্জু সংগ্রহ ক'রেও আমার হস্তের কণামাত্র বেষ্টন ক'র্‌তে পার্‌বে না; কিন্তু মার বন্ধনইচ্ছা যখন এতই বলবতী, তখন বন্ধন গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ঐ যে মা আবার রজ্জু সংগ্রহ ক'রে আস্‌ছেন! একটু লুকিয়ে থাকি, দেখি মা কি করেন। (যশোদার পুনঃ প্রবেশ ও কৃষ্ণ লুক্কায়িত হওন)।

যশোদা।—কৈ পালিয়েছে বুঝি! হা ভগবান্! একটা ছেলেকে

বাঁধ্‌তে পার্‌লেম না! পোড়া কপালে মেয়ে-মানুষকে এম্‌নি অকর্ম্মা ক'রে সৃষ্টি ক'রে পাঠিয়েছ।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) না, আর লুকিয়ে থাকা ভাল দেখায় না—ভগবানের কাছেও আমার বন্ধন-কামনা! মার এ ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে হ'লো। (প্রকাশ্যে) কেমন! লুকিয়েছিলেম! দেখ্‌তে পাও নাই ত? যদি পালাতেম।

যশোদা।—পালাতে? পালিয়ে কোথায় যাবে? পোড়ার-মুখীর বেটার বুকে একটু ভয় নাই? আমি বাঁধব ব'লে দড়ি নিয়ে এলেম, অন্য ছেলে হ'লে ভয়ে শুখ্‌য়ে যেত, ওঁর কিনা আমোদ বাড়্‌ল, আবার মুখ টিপে টিপে হাসি হ'চ্ছে! এস, তোমার রোগের মত ওষুদ দিই। (বন্ধন) এই "যত হাসি তত কান্না, ব'লে গেল রাম শর্‌ণা।" থাক এই উদু খলের সঙ্গে বাঁধা থাক।

(উদুখল আকর্ষণ করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রস্থান ও কৃষ্ণের বদ্ধ-হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলরামের প্রবেশ)

বলরাম।—যশোদা মা! তুমি না বল, কৃষ্ণ আমার বড় আদরের ধন, একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল হ'লে জগৎ অন্ধকার হয়? এই বুঝি তোমার ভালবাসা, এই বুঝি তোমার স্নেহের পরিচয়? দেখ দেখি, ভাই কানায়ের হাতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি। নীলাকাশে ইন্দ্রধনুর মত প্রাণাধিকের কোমল করে বন্ধনের দাগ, যেন শোণিত ফুটে প'ড়্‌ছে। মা হ'য়ে তোমার দয়া হচ্ছে না? আমরা কৃষ্ণকে গোষ্ঠে নিয়ে যেতে চাইলে, তুমি কাতর হ'য়ে বল কিনা—গোষ্ঠে গেলে বাছা আমার বড় কষ্ট পাবে। আমরা কানাইকে গোষ্ঠে নিয়ে যাই, পথে কুশ কণ্টক দেখ্‌লে পাছে প্রাণাধিকের কোমল পদে বিঁধ্‌বে, ভেবে তাড়াতাড়ি এসে কাঁধে করি। রবির তাপে মুখখানি মলিন হ'লে তরুতলে বস্‌য়ে নবীন পল্লব এনে বাতাস করি। কানায়ের ক্ষুধা হ'য়েছে, জান্‌তে পার্‌লে, বনে বনে

বেড়িয়ে পাকা পাকা ফল এনে আগে আমরা খেয়ে দেখি, যেগুলি কটু কষায়, সেগুলি ফেলে দিই, নয় আপনারা খাই, আর যেগুলি মিষ্ট লাগে, সেগুলি ভাই কানাই খাবে ব'লে ধড়ার আঁচলে বেঁধে রাখি। আমরা বনের রাখাল, বনে গোরু চরান আমাদের কাজ— তবু আমাদের অর্দ্ধেক কাজ গোচারণ, আর অর্দ্ধেক কাজ ভাই কানায়ের সেবা। একটু দূর বনে যেতে হ'লে ফেরৎ গোষ্ঠের সময় হয় শ্রীদাম—নয় সুবোল, যে হয় একজন কানাইকে কাঁধে করি। আমরা বনেব রাখাল হ'য়ে যার মলিন মুখ দেখ্‌লে কেঁদে আকুল হই, তুমি মা হ'য়ে সেই ধনকে—সেই ব্রজবাসীর সর্ব্বস্ব ধনকে বেঁধেছ। তোমার মত এমন পাষাণী মা—এমন রাক্ষসী মা ব্রজে আর ক'জন আছে ? শোন, যশোদা মা ! আমরা সব সইতে পারি, কিন্তু যে কানাইয়ের চক্ষের একবিন্দু জল বলরামের বক্ষের শোণিত, তুমি যখন সেই ধনকে কাঁদিয়েছ, তখন তোমার মত পাষাণী মার কাছে আর থাকৃব না—আজ পিতা নন্দ, কি উপানন্দ, কি বৃন্দাবন-বাসী গোপবৃন্দ, এমন কি যদি স্বর্গের ইন্দ্র চন্দ্র এসেও প্রাণ গোবিন্দকে বৃন্দাবনে রাখ্‌তে বাসনা করে, তাও পারবে না। আজ জগৎসংসার একদিকে, আর রাখাল বলরাম একদিকে। আয় ভাই কানাই! আয় আমার কোলে আয়। ওরে তোকে বক্ষে ক'রে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'র্‌ব, তথাপি এমন ডাকিনী মার কাছে আর থাকৃব না। আয় ভাই, আমার কোলে আয়।

(বন্ধন মোচনান্তে কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ)

গীত।

একবার আয়রে ভাই জীবন কানাই আমার কোলে আয়।
কি বিষাদে রে, ভাসিছ চক্ষের ধারে
বৃক্ষের নিধিরে এ কি চক্ষে দেখা যায়॥

বন্ধন ব্যথায় নীলমণিরে,　　ভাসিছ ভাই আঁখিনীরে,
ধিক্ ধিক্ তোর জননীরে, ধিক্ তার কঠিন হিয়ায়॥
হৃদে ল'য়ে তোমা ধনে,　　ভ্রমিব ভাই বনে বনে,
রবনা আর বৃন্দাবনে, ভুলে যশোদার মায়ায়॥

যশোদা।—বলরাম! আর আমাকে কিছু বলিস্‌নে, সত্যই আমি রাক্ষসীর মত কাজ করেছি। ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপছে! যদি অত বড় গাছটা ভেঙ্গে আমার ননীর পুতুলের গায় পড়্‌ত তা'হ'লে কপালে কি হ'ত বল্ দেখি! বাছার যে আমার জন্মাবধিই বিপদ, গোপাল আমার যখন ষেটের সতের দিনের, তখন হ'তেই পদে পদে অমঙ্গল! কপালে যে কি আছে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে দে বাপ বলরাম! গোপালকে আমার কোলে দে! আর বাঁধ্‌ব না—আর কাঁদাব না! তোরা যা বল্‌বি তাই ক'র্‌ব।

বলরাম।—(স্বগত) সপ্তদশ দিন বয়ক্রম কালে গোপালের কি বিপদ হয়েছিল? ওঃ স্মরণ হলো বটে "পুতুনা নিধন" সে কথা একদিন কানায়ের কাছেও শুনিছি! দানব-রাজ বলি কল্পতরু হ'লে ভায়া আমার, যখন বামন রূপে তার দ্বারে গমন করেন, সেই সময় বলির কন্যা রত্নমালা ব্রহ্ম-বামনের মনোমোহন রূপ দর্শনে মনে মনে স্তন পান করাতে বাসনা করেছিল, অন্তর্যামি হরি দানব-কন্যার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, তার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তথাস্তু বলেছিলেন। তারপর, বলি যখন ত্রিপাদ ভূমি দানে অক্ষম হ'য়ে বন্ধনগ্রস্ত হয়, তখন পিতার দুর্দ্দশা দর্শনে রত্নমালা, কামরূপী ভগবানের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'রে মনে মনে বলেছিল "আমি এই সর্ব্বনাশের মূল কুসন্তানকে স্তন পান করাতে ইচ্ছা করেছিলেম! এমন ছেলেকে বিষপান করাতে হয়" সর্ব্বজ্ঞ হরি সে বাক্যেও তথাস্তু বলেছিলেন! পরে সেই রত্নমালা কংশ-সহচরী পুতুনা রূপে জন্ম-

গ্রহণ করে, পরে কৃষ্ণ কর্তৃক স্তন শোষণে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধাম লাভ ক'রেছে! এ বৃক্ষ ভঙ্গেরও বোধ হয় কোন হেতু আছে (ক্ষণকাল চিন্তার পরে) হাঁ আছেই ত, এ যে কুবের পুত্রের শাপ-মুক্তি! আমি কর্‌লেম কি! আমি কার অমঙ্গল আশঙ্কা ক'র্‌ছিলাম! চক্রীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে স্নেহময়ী মাতা যশোদাকে কতই দুর্ব্বাক্য বল্লেম! গোপালগত-প্রাণা যশোদা মা মনে মনে না জানি কতই দুঃখ কর্‌বেন, (প্রকাশ্যে) যশোদা মা! আমি তোমার সন্তান, কৃষ্ণ কনিষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ! একে আমি নিতান্ত মায়া মুগ্ধ, তাতে রাখাল, তাই পূর্ব্বাপর না ভেবে, তোমাকে কতই দুর্ব্বাক্য বলেছি! মা! সন্তানের শত অপরাধ মার কাছে ক্ষমার যোগ্য, আমাকে ক্ষমা করিস্ মা! এই নে তোর গোপাল ধনকে কোলে নে। (যশোদার কোলে কৃষ্ণকে অর্পণ)

যশোদা।—বলরাম! গোপালের আমার নিত্য নিত্য নূতন বিপদ! কেন যে এমন হ'চ্ছে! কি পাপে যে কি ঘট্‌বে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। মহারাজকে বল গ্রহশান্তির জন্য গোপালের নামে সংকল্প ক'রে স্বস্ত্যয়ন করুন।

বলরাম।—(স্বগত) মা যশোদার কি ভ্রান্তি! যিনি জগতের শান্তির ধাম, তাঁর গ্রহশান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন! এ হ'তে আর মহা-ভ্রান্তি কি আছে?

(জনৈক ব্রজবাসিনীর প্রবেশ)

ব্রজবাসিনী।—যশোদে! তোমার গোপালের দুর্দ্দৈবের কথা শুনে মহারাজ আগেই গ্রহশান্তির জন্য স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করেছেন, এখন এই বিগ্রহের চরণামৃতটুকু পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই-টুকু গোপালের চো'খে মুখে দিয়ে দাও, আর একটু খাইয়ে দাও!

যশোদা।—কৈ মা দে দেখি (চরণামৃত গ্রহণ) হরি! আমার গোপালের মঙ্গল কর। গোপাল! চরণামৃতটুকু খাও, আর বল—

কৃষ্ণ।—না আমি খাবনা ও ফেলে দে! (চরণামৃত দূরে নিক্ষেপ)।

যশোদা।—হারে গোপাল! কর্‌লি কি? বলরাম রে! সর্ব্ব-নাশ হয়েছে!

বলরাম।—মা! তোমার ভয় নাই, গোপাল তোমার অজ্ঞান ছেলে, চরণামৃত যে কি পদার্থ তা কি করে জানবে! দাঁড়াও আমি চরণামৃত এনে দিচ্ছি তা'হ'লেই খাবে।

(বলরামের প্রস্থান)

কৃষ্ণ।—(স্বগত) অনন্তদেব বলরাম আমার অন্তরের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, কাত্যায়নীর মন্দিরে, শিব-চরণামৃত আন্‌তে গিয়েছেন (প্রকাশ্যে) মা! বলাই দাদা কোথা গেল? আমার জন্য আবার চরণামৃত আন্‌তে গিয়েছে নয় মা?

যশোদা।—তুই চরণামৃত ফেলে দিলি কেন?

কৃষ্ণ।—ও বুঝি খে'তে আছে? ও তো একটা ওষুধ, মায়ে হাতে তুলে দিলে বুঝি ওষুধে গুণ করে! তুইত কত দিন বলেছিস্, আজ আবার ভুলে যাচ্ছিস্—নয়?

(বলরামের পুনঃ প্রবেশ)

বলরাম।—(স্বগত) মাকে প্রবোধ দেওয়া হ'চ্ছে (প্রকাশ্যে) যশোদা মা! এই চরণামৃত এনেছি গোপালকে খাইয়ে দাও!

কৃষ্ণ।—না, আমাকে খাইয়ে দিতে হবে না, আমি আপনি নিয়ে খাচ্ছি (চরণামৃত পান)।

বলরাম।—(স্বগত) এই এক বিচিত্র খেলা! শিব বলেন আমি হরিদাস, হরি বলেন আমি শিবদাস! শিব শ্মশানে যোগাসনে যাঁর পদধ্যানে রত, সেই হরি আজ শিব চরণামৃত পান ক'রে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান কচ্ছেন! বোধহয় ভক্তের গৌরব বৃদ্ধির জন্যই হরির এত খেলা! যদি তাই হয়, তবে শিব ধন্য, শিবের

সাধনকে ধন্য ! কেবল শিবের সাধনকেই বা ধন্য বলি কেন ? ভক্ত মাত্রেরই সাধনকে ধন্য ! আর কৃষ্ণ—ভাই তুমি ধন্য ! তোমার বিচিত্র খেলাকে ধন্য !

গীত।

ধন্য খেলা তোমার কৃষ্ণ ধনরে।
জীবে কি বুঝিবে মর্ম্ম কার হেন সাধন রে॥
ধন্য পুণ্যময় নন্দ ভূপতি, ধন্যরে ব্রজবাসীগণ ধন্যা মা যশোমতী,
ধন্য ভক্তের গুঢ় সাধন, ভাবুক বৈ সে রসাস্বাদন,
(সে ভাব ভাবুক বৈ কে বুঝ্‌তে পারে) (হৃদয় মাঝে প্রেমের উদয় বিনে)
পায় কিরে অন্য পরে ভিন্ন আরাধন রে॥
সদানন্দ যার পদ ভাবেন সদা, নাভিতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ব্রহ্মাণ্ড পদে বাঁধা,
সে বয় শিরে নন্দের বাধা, ননীর তরে সেই ধন বাঁধা, মুক্তি পথের
বিষয় বাধা যার নামে নিধন রে॥

(বলরামের প্রস্থান)

কৃষ্ণ।—মা ! ঘুম পেয়েছে।

যশোদা।—ঘুম পেয়েছে—ঘুমও ! আয়্ কোলে ক'রে নিয়ে শুই ! (কৃষ্ণকে কোলে করিয়া শয়ন)

কৃষ্ণ।—না ঘুম পায় নাই !

যশোদা।—পেয়েছে বৈকি, চো'খ্ বোজ তাহলেই ঘুম আস্‌বে আয়্ আমি ঘুম পাড়াই।

কৃষ্ণ।—তুই চো'খ্ বোজ না ?

যশোদা।—তুই ঘুম, তোকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি ঘুমাব !

(কৃষ্ণের ক্ষণিক নিদ্রা)

কৃষ্ণ।—মা ! চাঁদ উঠছে ?

যশোদা।—পোড়ার মুখীর বেটা ! এই বুঝি তোমার ঘুম ? চুপ্ করে ঘুম।

কৃষ্ণ।—(ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) মা! রা'তের বেলা সূয্যি উঠেনা কেন?

যশোদা।—রা'তের বেলা বুঝি সূয্যি ওঠে?

কৃষ্ণ।—কেন ওঠেনা মা?

যশোদা।—জানিনে—কেন উঠেনা! তোর্ সঙ্গে আমি বকৃতে পারিনা, ঘুমবিত ঘুম—নইলে মার্‌ব।

কৃষ্ণ।—হাঁ মারবি? তা আর মার্‌তে হয় না।

যশোদা।—মে'লে তুই কি কর্‌বি?

কৃষ্ণ।—কেন কাঁদ্‌ব।

যশোদা।—আর মেরেও কাজ নাই, কেঁদেও কাজ নাই, ঘুম! রা'ত হয়েছে।

(যশোদার কোলে কৃষ্ণের নিদ্রা ও প্রভাতে গান করিতে করিতে রাখালগণের প্রবেশ)

গীত।

ভুবন-মোহন বেণু বাজিয়ে প্রাণ কানাই,
নেচে নেচে সবে মিলে আয়্‌রে গোচারণে যাই।
বনে তুই না গেলে, বাঁশী না বাজালে, কে রাখ্‌বে ভাই রাখালের দলে,—
তোরে সাজিয়ে রাজা, হয়ে প্রজা, কর্‌বরে পূজা সবাই।

শ্রীদাম।—কানাই বুঝি এখনো ওঠেনি! আমরা ভোরে উঠ্‌ব, আর কর্ত্তা পড়ে পড়ে ঘুমবেন! নিত্তি নিত্তি এসে ডাকৃতে হবে, আমাদের বড় দায়টা পড়েছে—নয়?

মধুমঙ্গল।—এখন তা বল্‌বি বৈকি? যখন ইন্দ্রের কোপে গোকুলে সাত দিন সাত রাত ধ'রে ঝড় বৃষ্টি হয়ে ছিল—যে দিন কালীদহের বিষ-জল খে'য়ে মর্‌তে ব'সে ছিলে, সেদিনত দায় পড়ে

ছিল ! গলায় কাঁটা বাধ্‌লেই বিড়ালের পায় ধর্‌তে হয়, কাঁটা নেবে গেলে আর মনে থাকে না—নয় ? তুইত বড় নিমক্‌হারাম্‌ রে।

সুবোল।—ওকথা ভাই তুমি অন্যায় বল্‌ছ, গোকুলে যদি ইন্দ্র পূজার ব্যাঘাত না হ'তো, তা হ'লে কি তেমনি ধারা ঝড় বৃষ্টি হ'তো ! কানাইত ইন্দ্র পূজা রহিত কল্লে ! আবার নিজেই গোবর্দ্ধন ধ'রে সবাইকে রক্ষা কল্লে ! যে ঘুমন্ত বাঘ চিইয়ে দে'য়, আর সেই বাঘে যদি পাঁচ জনার ঘাড় ভাঙ্গে, তা হ'লে দোষ কার ? যে চিইয়ে দেয় তার নয় ? কানাই জানে বাঘ চিইয়েও দেব—আবার পাঁচজনাকে রক্ষাও করব ; সব্‌ই আপন আপন বল বুঝে কাজ করে, কানাই যদি তা না পার্‌ত তাহ'লে আমরাই কি কানাই কানাই করে মর্‌তেম, না যেখানে সেখানে কাঁদে করে বৈতে হ'তো ! আমাদের কাজ কাঁদে করা, আর কানায়ের কাজ কাঁদে চড়া, যার যে কাজ সে তা করে, এতে আর গলায় কাঁটা বাধাই বা কি—পায় ধরা ধরিই বা কি ?

বসুদাম।—নয়ই বা কেন ? শ্রীদাম দাদা স্বচ্ছন্দে ব'ল্লে "নিত্তি নিত্তি কানাইকে ডাক্‌বো আমার দায়টা পড়েছে আর কি" যাকে নৈলে একদণ্ড চল্‌বে না, উঠ্‌তে কানাই—বস্‌তে কানাই—খে'তে, শুতে, গোষ্ঠে যেতে, যখন কানাই ছাড়া চল্‌বে না, তখন এত চোট্‌পাটের কথা কেন ? আমি ভাই উচিত কথা বল্‌ব ! এতে রাগই কর আর গোষাই কর ;—

বলরাম।—যাক্‌ মিছে কথায় গোল ক'রনা ; ভাই শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম ! সুবোল, মধুমঙ্গল ! তোমরা কানাইকে রেখে গোষ্ঠে যাবে কি ? তা হ'লে আর ওকে কাঁচাঘুমে উঠ্‌য়ে কাজ নাই ! আর যশোদা মাও ওকে গোষ্ঠে পাঠাতে কাতর হন্‌, তোমাদেরও কাঁধে ক'র্‌তে কষ্ট হয়, চল—আজ আর ওকে ডেকে কাজ নাই ; আর কানাই না গেলে গোষ্ঠে যেতে মন সরে না—কানাই না গেলে ধেনু

চরে না, এ অভ্যাস গুলোওত ভাল নয়, কোন দিন যদি ওর অসুখ বিসুখই হ'ল, তাহ'লে ত আর আমাদের গোষ্ঠে যাওয়া হবে না।

বসুদাম।—ওগো বলাই দাদা—ওর যত অসুখ হয় তা আমি জানি! আর ভোগায় ভুলাতে হবেনা, তুমিওত একখানি কম-ঘানি নও; দুটী ভাই-ই কুচক্রের গোড়া, ভা'য়ের দাদা কিনা!

বলরাম।—বসুদাম! আমিত ভাই অন্যায় কথা কিছুই বলি নাই! কানাইকে একদিন রেখে গেলেই বা দোষ কি? কেমন মধুমঙ্গল! তুমি যাবে ত?

মধুমঙ্গল।—আমার ত আজ যাওয়াই হবে না, ঐ—সেই কাদের বাড়ী ফলারের নিমনতন্ন আছে; কত দিনের পর একটা ফলার জুঠেছে—ওটাকি ছাড়্তে পারা যায়? এমনিতেই ত ওটা এক রকম ভুলে যাওয়ার সামিল্ হ'য়েছে! বামুনের ছেলে, ফলার ভুল্লে যে লোকে মূরুখ্যু ব'ল্বে।

বলরাম।—কাদের বাড়ী ফলার—মধুমঙ্গল?

মধুমঙ্গল।—ঐ যে—কে বল্লে, কবে—কে—একদিন কাদের বাড়ী দৈয়ের বায়্না দিতে এসেছিল! ও ফলার ত হাতে দাগা!

বলরাম।—সে কবে—কাদের বাড়ী—কি বৃত্তান্ত—তার স্থির নাই, তুমি ফলার ঠিক্ ক'রে বস্লে!

মধুমঙ্গল।—তবে যাব না ব'ল্লেই বুঝি ভাল হয়?

বলরাম।—তবে তাই বল—যে কানাই ছাড়া হ'য়ে গোষ্ঠে যাবনা; কেমন সুদাম! তুমি যাবেত?

সুদাম।—হ্যেঁ! আমার যে অসুখ! মা ব'ল্লে, সারা রাত তোর পেট কাম্ড়েছিল! হয়—না—হয় মাকে সুধিয়ে এস।

বলরাম।—সুবল! তুমি কি বল? কানাইকে রেখে গোষ্ঠে যাবেত?

সুবল।—আমারত আজ জ্বরের পালা, যে শীত কর্‌ছে! হয়ত জ্বর এল! হয়—না—হয় হাত দেখ।

বলরাম।—বুঝেছি তোমারও যাবার ইচ্ছা নাই! এইবার বসুদামের পালা, কি বসুদাম! তোমার মত কি?

বসুদাম।—আমার ভাই কানাই ফানাই নাই। কানাই যা যা কর্‌ত, সেই গুলি যে স্বীকার ক'রে নেবে, আমি তারই সঙ্গে যাব! মাটীর বেড়াল হলেই বা, ইঁন্দুর ধরা নিয়ে কথা! শ্রীদাম দাদা সেগুলি পারে, বলুক—সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি!

শ্রীদাম।—কি কর্‌তে হবে বল? তাই নয় করা যাবে!

বসুদাম।—কর্‌তে আর হবে কি, কাঁদে কর্‌তে হবে, কাঁদে চড়্‌তে হবে! গোষ্ঠে বিপদ হ'লে রক্ষা কর্‌তে হবে—বাঁশী বাজিয়ে ধেনু ফিরাতে হবে—যমুনার জল উজান বহাতে হবে! কানাই যা যা কর্‌ত সেইগুলি পার—বল যাচ্ছি! কানাই নাই গেল, আজ হ'তে তুমিই নয় আমাদের কানাই হলে!

শ্রীদাম।—এই কথাত? তা আর পার্‌বনা কেন? কানায়ের মত চূড়া-বাঁশী দিয়ে সাজায়ে দাও দেখি? দেখ পারি কি না!

যশোদা।—বসুদাম বেশ বলেছে! আজ আর গোপালকে গোষ্ঠে নিয়ে যেওনা! দুদের ছেলে—ওকে কোল ছাড়া ক'রে, ঘরে কি মন টেকে? আমি গোপালের চূড়া—গোপালের বাঁশী দিয়ে শ্রীদামকে সাজিয়ে দিচ্ছি। আয় বাপ শ্রীদাম! আয় তোকে সাজিয়ে দিই (শ্রীদামের মস্তকে কৃষ্ণের চূড়া প্রদান)

মধুমঙ্গল।—বলাই দাদা—দেখ দেখ! কানায়ের চূড়াটী, শ্রীদামের মাথায় কেমন মানিয়েছে! আর হয়ত আমাদের কানাই কানাই ক'রে মর্‌তে হবেনা, আজ হ'তে শ্রীদামই আমাদের কানাই হ'লো!

বসুদাম।—(ব্যঙ্গস্বরে) হাঁ তা আর হলোনা! ঠিক কানাই

হ'ল ! শালগ্রামের পৈতে খুলে নিয়ে, নোড়ার গলায় দিলে, সে যদি শালগ্রাম হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা থাকৃত না ।

বলরাম ।—ভাই শ্রীদাম ! তুমি ওদের কথায় রাগ ক'রনা । কৈ যশোদা মা ! কানায়ের বাঁশীটি শ্রীদামের হাতে দাও দেখি ।

যশোদা ।—এই নে শ্রীদাম ! গোপালের বাঁশী নে (শ্রীদামের হস্তে বংশীদান পূর্ব্বক) এই ত বেশ মানিয়েছে ! আমার গোপাল আর শ্রীদামের রূপ ত একই ! বলরাম বেশ যুক্তি বা'র ক'রেছে ।

মধুমঙ্গল ।—ভাই শ্রীদাম ! একবার কানায়ের মত পায়ে পা দিয়ে—চূড়াটী বামে হেলায়ে—বাঁশীটী অধরে ধ'রে, তেম্নি ক'রে—ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াও দেখি । (শ্রীদামের তদ্রূপ করণ)

বসুদাম ।—ঐ বুঝি তোমার ত্রিভঙ্গ হ'ল, ও যে দুভঙ্গ হ'ল ! কানাই বুঝি অম্নি ছিলে দেওয়া ধনুকের মত দাঁড়ায় ? কানায়ের মত কোমলাঙ্গ হ'লে, তবে ত্রিভঙ্গ হ'তে পার্‌ত! অত মোটা হাড় ভাঙ্‌বে কেন ?

মধুমঙ্গল ।—এখন না ভাঙ্গুক, গোষ্ঠে গেলেই ভাঙ্গ্‌বে ! আজ যদি দুই একটা কংশচর দেখা দেয়, তা'হ'লে শ্রীদাম দাদাকে আমার ত্রিভঙ্গ ছেড়ে শতভঙ্গ হ'য়ে ঝোড়ায় ক'রে বাড়ী আস্‌তে হ'বে ।

সুবল ।—আহা ! বলাই দাদা ! কানায়ের বুকে যে একটী পদ-চিহ্ন আছে, তার উপর বন-ফুলের মালা-গাছটী কেমন মানায় বল দেখি !

বসুদাম ।—শ্রীদাম দাদার বুকে পদচিহ্ন নাই, তা আর কি হবে ! একবার হ'লে, দেখ কানাই হ'তেও বেশী মানায় কি না ?

সুদাম ।—শ্রীদাম দাদার বুকে আবার পদচিহ্ন নূতন ক'রে হবে নাকি ?

বসুদাম ।—হবে—হবে—আজ হবে ! কানায়ের ধড়াচূড়া প'ড়ে, বাঁশী হাতে ক'রে, কদম তলায় দাঁড়াতে যে দেরী, অম্নি কুটীলে মাসী

এসে বুকে এম্‌নি পদচিহ্ন ক'রে দেবে, শ্রীদাম দাদাকে কদম্বতলা হ'তে তুলে আনা ভার হবে। যাক্ শ্রীদামদাদা! সুদু সেজেগুজে বাঁশীটী হাতে ক'র্‌লেই যে কাঁধে ক'র্‌ব তা'হবেনা; আগে বাঁশী বাজাও, তারপর—

শ্রীদাম।—কানাই বুঝি বাড়ী হ'তেই বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করে? আগে কাঁধে কর, দরকার হ'লেই বাজাব।

বসুদাম।—আহা! কি সুখের কথা আর কি! এখন ওকে কাঁধে ক'রে ব'য়ে মরি, তারপর যদি বাঁশী বাজিয়ে ধেনু ফিরাতে—যমুনা উজান বহাতে না পার, তখন আমার কাঁধে করা ফিরে দেবে বুঝি? আগে বাজাও—আমি কাঁধ পেতেই আছি।

শ্রীদাম।—আচ্ছা, একবার বাজালেই হবে ত?

বসুদাম।—একবার বই কি আর সারাদিন; তোমাকে প'র্‌কে নেওয়া বইত নয়! (শ্রীদামের বংশীবাদনের চেষ্টা ও অপারক হওন) দূর হ, কালা হ'ল নাকি!

রাখালগণ।—(করতালি দান পূর্ব্বক) আহা! বেশ বেজেছে! বেশ বেজেছে! বেশ বেজেছে!

বসুদাম।—শ্রীদাম দাদা আমাদের মানুষ নয়! এ মাটিফোঁড়া বিদ্যে কোথায় শিখ্‌লে দাদা? আহা! বেশ বাজিয়েছ! বাঁশী শুনে কান জুড়িয়ে গেল।

শ্রীদাম।—দেখ্ বসুদাম! অত ঠাট্টা করিস্‌নে। কানাই বুঝি একবারে গা'ছ হ'তে প'ড়ে শিখেছিল? দুদিন অভ্যাস ক'র্‌লে কি না হয়?

বলরাম।—(স্বগত) শ্রীদামের কি মহাভ্রম! এখনও বিশ্বাস আছে যে, দুদিন অভ্যাস ক'র্‌লেই কানাইয়ের মত বংশী-রবে জগৎকে মুগ্ধ ক'র্‌তে সমর্থ হবে? কানাই কবে কার কাছে শিক্ষা ক'রেছে? সপ্তদশ-দিন-বয়ক্রম কালে স্তন-শোষণে পুতনা-নিধন,

মাতৃ-বক্ষ পরিত্যাগ ক'রে শূন্য পথে উঠে তৃণাবর্ত্ত-নিধন, এ সব কে শিখিয়ে দিয়েছিল ? পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রম কালে বাম করের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গুরুভার-গোবর্দ্ধন-গিরি-ধারণ, মৃত্তিকা-ভক্ষণ-চ্ছলে জননীকে বদন-মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-প্রদর্শন, এ সবই বা কার কাছে শিক্ষা ক'রেছিল ? (প্রকাশ্যে) যশোদা মা ! গোষ্ঠে যাবার সময় গত হ'চ্ছে ! ঐ দেখ ধেনু-বৎস সব কানায়ের মুখের দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়া'য়ে আছে, কানাই না গেলে কেউ গোষ্ঠে যাবেনা ! দেখ্‌লে ত মা ? তোমার সাক্ষাতেই সকলকে জিজ্ঞাসা ক'রলেম, কোন রাখালই কানাইছাড়া হ'য়ে গোষ্ঠে যেতে চায় না। তাই বলি মা ! আর বিলম্ব ক'রোনা ; শীঘ্র ভাই কানাইকে সাজা'য়ে দাও।

গীত।

ওমা যশোদে, সাজায়ে দে, প্রাণ কানাই ধনে।
ধরি চরণ—
ঐ দেখ্ গগনে উঠিল ভানু, সাজায়ে দে তোর নীলতনু,
গোষ্ঠে ধেনু যায়না কানুর বেণু-রব বিনে। (ওমা) ॥
যদি সুধাই গোষ্ঠে ও রাখালরা যাবিনে,
ওরা বলে আর যাবনা ও রাখাল-রাজা বিনে,
মা তোর গোপাল যদি না যায় গোঠে, কে রাখ্‌বে মা ঘোর সঙ্কটে,
(গোষ্ঠের বিপদ কি তোর নাই মা মনে) (কালীদহের কথা দেখ্‌মা ভেবে)
রাখালের প্রাণসখা একা রাখাল-রাজ বিনে। (ওমা) ॥

বসুদাম।—ওগো বলাই দাদা ! আজ আর ওর গোষ্ঠে যাবার মন নাই, অন্য দিন তোমার শিঙ্গার শব্দ শুন্‌লেই ঘুম ভাঙ্গ্‌ত, আজ যেন কত্তার চেতনই নাই ! আয়রে মধুমঙ্গল ! আমরা আপন আপন মা'র কাছে যাই (রাখালগণের কিয়দ্দূর গমন)

কৃষ্ণ।—(শয্যা হইতে উঠিয়া) মা ! আমাকে সাজিয়ে দে ! ঐ দেখ্, ওরা রাগ ক'রে যাচ্ছে।

যশোদা।—যাক্, তাতে তোর্ কি ?

কৃষ্ণ।—ওরা রাগ ক'র্‌লে আমি খেলা ক'র্‌ব কার্ সঙ্গে ?

যশোদা।—ওরা ফিরে আসুক,—এলে তারপর খেলা করিস্।

কৃষ্ণ।—এখন না গেলে বুঝি ওরা আর আমাকে ডাক্‌বে ?

যশোদা।—না ডাকে, তুই পুতুল নিয়ে খেলা করিস্।

কৃষ্ণ।—হাঁ, পুতুল নিয়ে বুঝি খেলা হয় ? পুতুলে বুঝি কথা কইতে পারে ?

বলরাম।—(স্বগত) তোমার ইচ্ছা হ'লে, পঙ্গুতে পর্ব্বত লঙ্ঘন কর্‌তে পারে, পুতুলে কথা কবে সে কোন্ বিচিত্র কথা !

যশোদা।—গোপাল ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লি নাকি ? তোকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে আমি যে কি হ'য়ে থাকি, তা যদি জান্‌তে পার্‌তিস, তা'হ'লে কি গোষ্ঠে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হ'তিস ?

বলরাম।—যশোদা মা ! তুমি গোপালের জন্য এত ব্যাকুল হ'চ্ছ কেন ? গোপালের যদি অমঙ্গল-আশঙ্কাই থাক্‌বে, তা'হ'লে কি আমরা জেনে শুনে গোপালকে গোষ্ঠে নিয়ে যাবার জন্য তোমার কাছে এত ব্যগ্রতা প্রকাশ করি ? আমার কথা রাখ—গোপালকে সাজা'য়ে দাও ! আমি সঙ্গে আছি—ভয় কি মা ?

যশোদা।—বলরাম ! বুঝ্‌লেম, গোপালকে রেখে গোষ্ঠে যাওয়া তোদের ইচ্ছা নয়, আর গোপালকেও যে বুঝিয়ে ঘরে রাখ্‌তে পার্‌ব, তাও বোধ হ'চ্ছে না। হয় ত সারাদিন কেঁদে কেঁদে সারা হবে—একে আর ক'র্‌বে ! আর কাঁদিয়ে কি ক'রব ! কপালে যা আছে তাই হবে। এইনে হলধর ! আমার গিরিধরকে তোর হাতে হাতে সঁপে দিলেম ! দেখিস্, যেন গোষ্ঠে আমার বাছার কষ্ট না হয়, যেন রবির তাপে আমার ননীর পুতুল গ'লে না যায় !

গীত ।

ধররে জীবন হলধর ।
আমার ধরাধর-ধর ধনে এই নেরে ধর ॥
ক্ষুধাতে হয়ে অধীর, কাঁদে যদি বংশীধর, শুকাইলে বাছার চন্দ্রাধর ;
বনফল দিস্ হলধররে—
জানি কংশচর কত বেশে, ভ্রমে গোপালের উদ্দেশে,
যেন পড়েনা সে রাহুগ্রাসে, আমার নীল শশধর ॥

(সকলের প্রস্থান)





দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বৃন্দাবনস্থ গোষ্ঠ-প্রান্তর।

কংশানুচর-দ্বয়।

প্রথমচর।—ঐরে—ঐ—শালারা কল্ বল্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আস্‌ছে! ঠিক হ'য়ে থাক্! আজ এক এক শালাকে ধ'র্‌ব, আর মুড়ি মোচ্‌ড়াব।

দ্বিতীয় চর।—তবে চল্‌না কেন, কর্ত্তাকে খপর দিই গে?

প্রঃ চর।—এখন গিয়ে, কি খপর দিবিরে বোকা! আগে তুই এক শালাকে অক্কা পাওয়া, তারপর গিয়ে খপর দিস্!

দ্বিঃ চর।—আগে অক্কা পাইয়ে দিয়ে—তার পর গিয়ে খপর দিতে হবে? তবে, যে খপর দিতে যাবে, তাকে ব'লে দিস্, যেন আমাদের দুজনার খপরটাও দিয়ে আসে; যেন বলে—তাঁরা শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীযমুনা-তীরে শ্রীশ্রীঈশ্বর-স্মরণ পূর্ব্বক—একজন শ্রীহাঁসা কুমীরের পেটে—আর একজন শ্রীকা'ল কুমীরের পেটে শরণ-গ্রহণ ক'রেছেন।

প্রঃ চর।—ভয় কিরে? বুক তাজা ক'রে ক'সে কোমর বাঁধ্! আজ হয় এস্-পার—নয় ওস্-পার! একটা না ক'রে আর ফির্‌ছিনে।

দ্বিঃ চর।—ওস্-পার আর ক'র্‌তে হবে না, হ'তে এস্-পার-ই হবে!

প্রঃ চর।—তুই, ওস্-পার বল্'ছিস্ কোন্‌টাকে?

দ্বিঃ চর।—আমি যা বল্'ছি, তা আগে পাঁজি দেখে ঠিক্ ক'রে বল্'ছি! ঐ অক্কা পাওয়ানটা ওস্-পার, আর অক্কা পাওয়া-টাই এস্-পার। সেই হাঁসা শালা আস্‌তে যা দেরী, আস্‌বে আর লাঙ্গল চালাবে।

প্রঃ চর।—আঃ লাঙ্গল চালাবে! মুখের কথা আর কি? টেনে কাছা দে—ক'সে কোমর বাঁধ্। পুরুষের সাহসই লক্ষ্মী।

দ্বিঃ চর।—আরে বোকারাম! টেনে কাছা দিলে কি বাবা ওলাউঠার হাত এড়াবার যো আছে? ও যতই লাফাও আর ঝাঁপাও, সব বিকারের বাতব্বল! চিত্রগুপ্ত খাতার পাতা উল্‌টে ঠিক্ হ'য়ে ব'সে আছে; সেই হাঁসা শালা এ'সে চালানটা দিতে যা দেরী!

প্রঃ চর।—তেমন তেমন দেখি ত দে পিট্‌টান!—টেনে দৌড়—(নেপথ্যে—কানাই! আজ ভাই এই বনে।)

প্রঃ চর।—ঐ রে শালারা আস্‌ছে!

দ্বিঃ চর।—তবে আয়, একটু লুকিয়ে থেকে, এক্ একটা ক'রে ধরি, আজ কাজ সারি। (উভয়ের লুক্কায়িত হওন)—

(রাখালগণের প্রবেশ)

শ্রীদাম।—আজ কিন্তু ভাই! আমি কানায়ের ভাগে।

সুদাম।—আমিও কানায়ের ভাগে।

বসুদাম।—কেন নিত্য নিত্য তোমরা কানায়ের ভাগে হবে! কানাই প্রত্যহ খেলায় জে'তে কি না—তাই মজা পেয়েছ! তোমরা ভাই বড় জয়-কেতে—

মধুমঙ্গল।—দেখ্ ভাই শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম! তোদের ঐ দামের মধ্যেই যত গোল। কৈ, সুবোলের মুখে কি একটী

বোল শুন্‌তে পেয়েছিস্, না আমিই কোন কথা ব'লেছি? যার তার ভাগে হলেই হ'লো। খেলা করা নিয়ে কথা, এতে আর কা'ত্ টানাটানিই বা কি, আর জয়-কেতোমিই বা কি?

বসুদাম।—তুমি ত দিব্বি তেল-পানা কথাটী ব'ল্লে! বলাই দাদার ভাগে হ'লে কেবল হার্‌তে হয়,—আর কাঁদে ক'রে ক'রে ম'র্‌তে হয়! তোমার কি?—হার'—আর জেত',—কাঁদে ক'র্‌তে ত হয় না! তুমি হার্‌লে, বামুনের ছেলে ব'লে কানাই গিয়ে, তোমার হ'য়ে কাঁদ পেতে দেয়। আমাদের হ'য়ে ত আর কেউ তা ক'র্‌বে না।

কৃষ্ণ।—তোমাদের ভাই কাঁদে-করা নিয়ে এত গোল কেন? আজ আর কাঁদে করা-করিতে কাজ নাই, আজ একটা নূতন খেলা খেলা যাক্। নিত্য নিত্য এক খেলা কি ভাল লাগে?

বলরাম।—(স্বগত) তোমার খেলা ত ভাই নিত্যই নূতন! পুরাতন খেলা ত কিছুই দেখিনে। আজ এক খেলা খেলূছ; আবার কা'ল্ এক খেলা খেলবে। বালকের পুতুল-খেলার মত একটী ভাঙ্গ্‌ছ—একটী গড়্‌ছ; একটীকে রাজা সাজাচ্ছ—এক-টীকে ভিখারী সাজাচ্ছ! আজ যেখানে আনন্দ-সাগরে উল্লাসের তরঙ্গ উঠ্‌ছে, কা'ল সেই সুখের সিন্ধু, দুঃখের মরু-ভূমিতে পরিণত হবে, উল্লাস-তরঙ্গের পরিবর্ত্তে, বিষাদের মরীচিকা দেখা দেবে! সুখাশা-শান্তি-বায়ুর পরিবর্ত্তে—নৈরাশ্যের শুষ্ক বায়ু হু হু ক'র্‌তে থাক্‌বে! আজ যে মুখে উল্লাসের মোহন-মূর্ত্তি মধুর ভাবে ক্রীড়া ক'র্‌ছে, কা'ল সেই মুখে বিষাদের কালিমা দেখা দেবে—দুর্ভাগ্যের বিকট মূর্ত্তি ললাট-পটে নৃত্য ক'র্‌তে থাক্‌বে! আজ যে চক্ষুতে যৌবন-হিল্লোলের সঙ্গে আশার মোহিনী মূর্ত্তি খেলা ক'র্‌ছে, কা'ল্ সেই চক্ষু হ'তে বার্দ্ধক্যের স্তিমিত জ্যোতির সঙ্গে দুঃখের শতধারা পতিত হবে! এ নিত্য নূতন খেলা ত ভাই

নিয়তই খেল্‌ছ! অনন্তব্রহ্মাণ্ড যার খেলার বস্তু, অনন্ত ব্রহ্মাদি যার খেলার পুতুল, তার খেলার আদি অন্ত কি বুঝ্‌ব ভাই! তোমার খেলার পুতুল হ'য়ে এসেছি,—যা খেলাচ্চ তাই খেল্‌ছি,—যা বলাচ্চ তাই বল্‌ছি! আবার যে নূতন খেলা কি খেল্‌বে, তা ত ভাই কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে!

গীত।

কানাই আবার কি ভাই নূতন খেলা খেল্‌বি বল।
তোর খেলা ব্রহ্মাণ্ডে অতুল, ব্রহ্মাদি তোর খেলার পুতুল,
কি অপ্রতুল আছেরে ভাই কানাই তোর খেলার সম্বল॥
ব্রহ্মাণ্ড তোর খেলায় খেলে, যেমন চালাও তেম্‌নি চলে,
যেমন বলাও তেমনি বলে, তোর্ মায়া বলে কেবল,—
ত্রিজগত যে তোর খেলনা, যা খেলিবে তাই খেলনা,
কি খেলা খেলতে বলনা বাসনা হ'লো প্রবল॥

কৃষ্ণ।—বলাই দাদা! বেশ খেলা মনে পড়েছে, এসনা কেন আজ লুকাচুরি খেলা যাক্‌।

বলরাম।—লুকাচুরি? কানাই—আবার লুকাচুরি! সে খেলার, সাধ কি এখনও মেটে নাই! সে খেলাত সুধু আমাদের সঙ্গে নয়, পিতা নন্দের সঙ্গে—মা যশোদার সঙ্গে—আরও কত শত জনের সঙ্গে লুকাচুরি খেল্‌ছ, এর চেয়ে লুকাচুরি আর কি আছে ভাই!

কৃষ্ণ।—আছে বৈকি! শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, এই চার জন আমার ভাগে, আর সুবোল, সুপার্শ, মধুমঙ্গল, স্তোককৃষ্ণ এই চার জন তোমার ভাগে, আমরা লুকাব, তোমরা খুঁজে বা'র্‌ কর্‌বে, আবার তোমরা লুকাবে, আমরা খুঁজে বা'র্‌ কর্‌ব।

মধুমঙ্গল।—বা'র্‌ কর্‌তে না পার্‌লে কি হবে?

কৃষ্ণ।—হবে আর কি? হা'র হবে।

মধুমঙ্গল।—হা'র হ'লে কাঁদে করা—করি হবেনা বুঝি?

বসুদাম।—বেশত! তার আবার কি ডব্‌ডবানি দেখাচ্চ! যারা হা'র্‌বে তারাই কাঁদে কর্‌বে, তুমি হার তোমাকেও কাঁদে কর্‌তে হবে! তখন কিন্তু ভাই বামুন ব'লে খাতির কর্‌ব না।

কৃষ্ণ।—সে কথায় তোমার কাজ কি? খেলায় জেত, কাঁদে চড়্‌তে পেলেই ত হলো? মধুমঙ্গল হারে—ওর হ'য়ে আমি কাঁদে ক'র্‌ব!

বসুদাম।—তা বেশ! আমাদের কাঁদে চড়্‌তে পেলেই হলো! কিন্তু ভাই—আমরা আগে লুকাব!

কৃষ্ণ।—তোমরা লুকালে ওরা এখনই বা'র্‌ কর্‌বে; ওরা লুকালে তোমরা বা'র্‌ কর্‌তে পার্‌বে ত?

বসুদাম।—পার্‌ব না কেন? কিন্তু ভাই মাঝে মাঝে "কু" দিতে হবে। শ্রীদাম দাদা, এস আমরা লুকিয়ে যাই, কানাই তুমি বলাই দাদার চ'ক্‌ টীপে ধর, বসুদাম, মধুমঙ্গলের চ'কে কাপড় বেঁধে দাও (তদ্রূপ করণ ও শ্রীদাম দিগের লুক্কায়িত হওন)

বলাইপক্ষীয়।—কেমন লুকান হয়েছে, এখন খুজে বার করি— (অনুসন্ধান করণ)

মধুমঙ্গল।—কু দাওনা ভাই—

কৃষ্ণপক্ষীয়।—কু—উ—উ—

বলাইপক্ষীয়।—পেয়েছি—পেয়েছি—

শ্রীদাম।—মধুমঙ্গল কিন্তু কাউকে বা'র কর্‌তে পারে নাই, এস—কাঁদে কর্‌তে হবে ভাই!

কৃষ্ণ।—মধুমঙ্গলের হা'র হ'য়ে থাকে, আমি কাঁদে করি এস, (শ্রীদামকে স্কন্ধে ধারণ)

শ্রীদাম।—মধুমঙ্গল বামুনের ছেলে ব'লে, ওর হ'য়ে তাড়াতাড়ি এসে কাঁদ পেতে দিলেন, কৈ আমাদের হয়ে ত এতটুকু হয় না— আমিও নাবছিনে, দেখ মজা! কেমন ভারি!

কৃষ্ণ।—(স্বগত) তোমার ভার ত অতি তুচ্ছ! ব্রাহ্মণের জন্য যদি শত শত সুমেরুকে শীরে ধারণ কর্‌তে হয় তাতেও কাতর নৈ!

বসুদাম।—ও শ্রীদাম দাদা! নাব—নাব! তোমাকে কানাই স্বচ্ছন্দে কাঁদে কর্‌লে, কিন্তু তুমি হার্‌লে ও যখন কাঁদে উঠ্‌বে তখন দেখ্‌বে মজা! ও এক এক দিন যে ভারি হয় যেন বিশ্বম্ভর!

মধুমঙ্গল।—এইবার আমরা লুকাব, আয় না ভাই লুকিয়ে যাই।

কৃষ্ণ।—হাঁ লুকাও এইবার—(বলাইপক্ষের লুক্কায়িত হওন)

কৃষ্ণ পক্ষ।—কু দেনা—ভাই—

বলরাম পক্ষ।—কু—কু উ—উ—

কৃষ্ণ পক্ষ।—এই দিকে—এই দিকে—

[সকলের প্রস্থান।

(কংশানুচর দ্বয়ের প্রবেশ)

প্রঃ চর।—এক শালাকে ঘা'ল করেছি? পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিল; আস্তে আস্তে গিয়ে আচ্ছা এক পাথর চাপা দিয়ে রেখে এসেছি, শালা উম্‌রি গুম্‌রি লেগেই অক্কা পাবে।

দ্বিঃ চর।—কোন্‌টাকে রে?

প্রঃ চর।—সেই যে রে! সেই শালা—কি দাম! ছিদাম—না স্যাদাম—ঐ দামের মধ্যেই একটা।

দ্বিঃ চর।—দুর শালা! ও হে'লে ঢোঁড়া ধর্‌তে সবাই পারে, যা না সেই খ'য়ে গোখ্‌রো কটা শালার কাছে। কি সেই কালিন্দী নাগের বাচ্ছা, কেলো শালার কাছে! এক ছোঁ মেরে ওকম্ম ক'রে দেবে।

প্রঃ চর।—তুইত ভারি বর্ব্বর রে! একে একে কম্ম সার না, তাড়াতাড়ি কর্‌লে হবে কেন? সেই চাপা দেওয়া শালা ঐ কোলা শালার ভাগের খেলু, আমি এইবার ঐ চাপা দেওয়া শালার মত

হয়ে খেলতে আরম্ভ করি। যে বারে লুকাবার পালা পড়বে, সেই বারে কেলো শালাকে বল্‌ব, ঐ গর্ত্তের ভিতর নুকোও, যেমন গর্ত্তে সেঁদোবে; অম্নি—দে পাথর চাপা! সাতগুষ্টি এক গাড়ে গাড়্‌তে না পাল্লে আর বাহাদুরী কি? তুইও ততক্ষণ দুই একটা অক্কা পাওয়াতে আরম্ভ কর্ না।

দ্বিঃ চর।—তুই আগে ঐ কাল শালাকে মেরে দে ত, তারপর ও কটা শালার ভার—সে ভার আমার থাকল,(স্বগতঃ) একবার সে কাল শালার সঙ্গে দেখা হ'তে যে দেরী,সে তেমন শালাই নয়, ধর্‌বে আর ও কম্ম কর্‌বে! এই বনে আমাদের মত কত শালার গোহাড় ছড়াছড়ি কল্লে; একবার এ শালার সঙ্গে চকোচোকী হ'লে হয়! সম্মা অম্নি পিট্‌টান দিচ্চেন।

প্রঃ চর।—আয়না রে দাঁড়্‌য়ে দাঁড়্‌য়ে কি বিড় বিড় ক'রে বক্‌ছিস।

দ্বিঃ চর।—ওরে শালা দাঁড়া না, ছুট আগু সারা মন্তর ব'লে নিচ্চি, আয় তোরও আগু সারা করে দিই (মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ধুলি লেপন) চল্ এখন—খবরদার, পেছন দিকে চাস্‌নে চল্ চল্! আমি এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি, যেই এদিকে আসবে——

(নেপথ্যে) কু দেনা ভাই—

দ্বিঃ চর।—ঐ রে ঐ শালারা আস্‌ছে—ঐ কাট খান আঁকড়ে ধ'রে লুকিয়ে থাকি (লুকান)

মধুমঙ্গল।—পেয়েছি, পেয়েছি, সুদাম, বসুদামকে পেয়েছি, ওহো! শ্রীদাম দাদা লুকাতে পারে নাই, আর লুকালে হবে কেন ভাই! কাঁদে কর!

ছদ্ম শ্রীদাম।—(প্রঃ চর)—তা বেশ ত! এস কাঁদে করি, আমি কিন্তু—ঐ—দাদাকে কাঁদে কর্‌ব, (স্বগত) ওর নামটা কি

ভূলে গেলেম ! হাঁ—বলাই, আমি কি ? কি—দাম—হাঁ ছিদাম, তা আমাকে নামই বা কে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, (প্রকাশ্যে) এস বলাই দাদা ! কাঁদেকরি, (স্বগত) শালাকে কাঁদে করে নিয়ে পাহাড়ের উপর এমন আছাড় মার্‌ব; এক আছাড়েই ও কম্ম—বা—বা কি হির্‌ফুতিই বা'র করেছি।

বলরাম।—এস ভাই শ্রীদাম ! কাঁদে কর, ভাই কানাই ! তবে শ্রীদামের কাঁদে উঠি।

কৃষ্ণ।—(জনান্তিকে বলরামের প্রতি) দাদা একটু অন্তরালে গিয়ে ! নৈলে এরা ভয় পাবে, খেলা ভাঙ্গা হবে না !

ছদ্ম শ্রীদাম।—বলাই দাদা,তুমি যে ভারি ! তুল্‌তে পার্‌ব ত ?

বলরাম।—পার্‌বে বৈকি ভাই ! আমি তোমার কাঁদে উঠে খুব করে উপর দিকে টান্‌ব; তুমি কাঁদে করত ? আমি তোমাকে টেনেই তুলে ফেল্‌ব, (স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক কেশাকর্ষণ)

ছদ্ম শ্রীদাম।—ও বলাই দাদা ! চুল ধ'রে টান কেন ? ওঃ চুল ছিঁড়ে যাবে যে !

বলরাম।—উপর দিকে না টান্‌লে তুল্‌তে পার্‌বে কেন ? তোল—তোল—

ছদ্ম শ্রীদাম।—ওঃ বাবা ! এ যে চাগাতেই পাল্লেম না, একটু হাল্‌কা হওনা ভাই !

বলরাম।—তুমি তোলনা—একটু জোর করে তোল ? (ঊর্দ্ধ-দিকে কেশাকর্ষণ) (বলরামকে স্কন্ধে লইয়া শ্রীদামরূপী দৈত্যের পলায়ন উদ্যত হওন, বলরাম লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্কন্ধ হইতে অবতরণ ও কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক) কেমন দুরাত্মা ! শ্রীদামের রূপধ'রে কাঁধে ক'রে নিয়ে পালাবি ? বল্‌ পাপিষ্ঠ কে তুই ?

ছদ্ম শ্রীদাম।—ওগো ! আমি—তোমার সখা—ঐ-গো—ঐ কি দাম ? ঐ যে গো—আমার নামটা—আঃ কি—ভুলে গেলেম।

বলরাম।—ওঃ দুরাত্মা! এখনও—প্রতারণা? নাম ভুলে গিয়েছ! আপনার নাম বুঝি কেউ ভুলে যায়!

ছদ্ম শ্রীদাম।—বাবা—বলাই দাদা! তুমি যে করে চুলের মুঠী ধরেছ; এতে বাবার নাম পর্য্যন্ত ভুলে যেতে হয়, মাইরিগো! আমি তোমার সখা, কোন্ শালা ভাঁড়াচ্চে? ছেড়েদে ভাই বলাই দাদা! লক্ষ্মী বাবা আমার!

বলরাম।—ছাড়্‌বরে পাপিষ্ঠ! তোর্ প্রাণ নিয়ে তবে ছাড়্‌ব বল্ দুরাত্মা আমাদের শ্রীদাম সখাকে কোথায় রেখে এসেছিস্?

কৃষ্ণ।—দাদা! ও পাপিষ্ঠকে চিন্‌তে পার নাই? ও সেই দুরাত্মা কংশ কর্ত্তৃক প্রেরিত বৃন্দাবন-প্রান্তরস্থ তাল বনের গর্দ্দভ রূপী ধেনুক দৈত্যের সহচর! আমাদের বিনাশের বাসনায় আমাদের লুকাচুরী খেলার সময় সখা শ্রীদামকে পর্ব্বত গুহার পাথর চাপা দিয়ে রেখে, শ্রীদামের বেশে আমাদের কাছে মায়া জাল বিস্তার করতে এসেছে! আর এক পাপাত্মা ওর সঙ্গে আছে, তুমি ওকে অন্তরালে লয়ে গিয়ে বিনাশ কর। আমি সে পাপিষ্ঠের কার্য্যমত প্রতিফল দিচ্চি—

বলরাম।—বটে এতদুর শঠতা! হা মূর্খ দৈত্যাধম! প্রতারণা করতে আর স্থান পাও নাই? এস, তোমার চতুরতার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করি (স্কন্ধে লাঙ্গল দিয়া আকর্ষণ)

ছদ্ম শ্রীদাম।—এই রে শালা লাঙ্গল লাগিয়েছে! যা ভেবে ছিলেম তাই হলো রে! ওরে শালা গেলি কোথা—

কৃষ্ণ।—ঐ যে, ওর সহচর দ্বিতীয় পাপিষ্ঠ কাষ্ঠরূপে বৃক্ষের সঙ্গে মিশিয়ে আছে, মনে করেছে জান্‌তে পার্‌বেনা! দাঁড়াও দুরাত্মা (কেশাকর্ষণ)—

দ্বিঃ চর।—এই রে শালা পাক্‌ড়েছে ও কাল বাবা! মাইরি আমি সাধ ক'রে কাঠ হই নাই, তোমার এই কাণ্ড কারখানার

গুঁতো দেখে। ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছি! মাইরি কাল বাবা! তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, আমার বুকের ভেতর প্রাণটা যেন তুল রাম খেলা রাম করছে!

বলরাম।—আমার কাছেও এই তুলো-ধোনা যন্ত্র আছে! একটু অপেক্ষা কর!

দ্বিঃ চর। তুমি কথা কও কেন বাবা! তুমি যাকে পেয়েছ তাকেই নিয়ে যেহয় কর, দেদার লাঙ্গল চালাও। আমি কাল বাবাকে দুট বুঝিয়ে বলি। কাল বাবা! ও কাল বাবা! কাল বাবা গো! তুমি বেশ লোক! কাল বাবা আমার! তুমি বড় ননী ভাল বাস নয় বাপ? আমাকে ছেড়েদাও—আমি তোমাকে কা'ল খুব লম্বা লম্বা দেখে এক জোড়া ননী এনে দেব; আঃ-টান কেন ছ্যাঃ—আমি তোমার তামাসা দার নাকি? ছাড়না দাদা আমার!

প্রঃ চর।—হাঁসা বাবা! তুমি খুব ছানা ভাল বাস নয় বাবা! কেমন ভাই সাদা বাবা!

কৃষ্ণ।—পাপিষ্ঠদের বিনাশ কালেও দুষ্ট বুদ্ধির পরিবর্ত্তন নাই। এখনি কেশাকর্ষণে সংঙ্কর্ষণের হস্তে যম দর্শনে যাবেন, উভয় পাপাত্মাকে এক পথের পথিক হ'তে হবে, তবু মরণ কালে আমোদ দেখ!

প্রঃ চর।—আমোদ করবনা—কেন বাবা?

কৃষ্ণ!—দুরাত্মা কখন বল্‌ছে বাবা—কখন বল্‌ছে ভাই! সম্বন্ধ বিচার দেখ?

প্রঃ চর।—তোমার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি বাবা? তুমিত কারু বাপও নও—ভাইও নও! তোমাকে যে যা ব'লে ডাকে, তুমি তারই তাই!

কৃষ্ণ।—হা পাপিষ্ঠ! একটা সম্বন্ধ ধ'রে না ডাকলে কি কেউ উত্তর দেয়?

প্রঃ চর ।—দেয় বাবা—তা দেয় ! বাগিয়ে ডাক্‌তে পার্‌লে শালা বল্লেও উত্তর দেয়, আর ভোগাও কেন বাবা !

কৃষ্ণ ।—বেটাদের যত সময় নিকট হচ্ছে, ততই যেন আমোদ বাড়্‌ছে ।

প্রঃ চর ।—আমোদ বাড়েনা—বাবা ? বলি, কোন দূর দূরন্তর স্থানে যেতে হ'লে, পথের মধ্যে যদি বেলা যায়, আর খেয়া ঘাটে গিয়ে পার না পেয়ে মাঝীকে ডাকাডাকি কর্‌তে হয় ; তাহ'লে প্রাণের ভিতর কত আকুলি ব্যাকুলি কর্‌তে থাকে বল দেখি ! তার পর ডাকাডাকি কর্‌তে—কর্‌তে, মাঝি যখন ডাক শুনে নৌকা খুলে পারের দিকে আসে, তখন নৌকা যত নিকট হয় ততই কি মনের মধ্যে আহ্লাদ বাড়েনা ? বাবা ! অনেক দুঃখ দিয়ে তবে নৌকা নিয়ে এসেছ, যমের বাড়ী যেতে হবে বল্‌ছ ! তার জন্যে ভয় নাই, যমকে ঠিক কলা দেখিয়েছি—তা বড় গলা করে ব'ল্‌তে পারি ! এখন এ পাঁচ ভূতের বোঝা টেনে ফেলে দিয়ে, হেলে এ'সে বস দেখি ! আমরা মনের সুখে হরি নামের সারি গাইতে গাইতে, হেলে দুলে পার হয়ে চ'লে যাই ।

গীত ।

সে দুর্দ্দিনের দিনে হরি রেখ মনেতে ।
ভুলনা হে ভবের নাবিক চরণ তরণীতে নিতে ॥
মায়া চক্রে পড়ে তোমার আসিলাম আশী লক্ষ বার,
হ'য়ও না বিশ্বরূপ হে আর, বিরূপ এ দুর্গতের নীতে ॥

কৃষ্ণ বলরাম ও রাখালগণের পুনঃ প্রবেশ ।

বলরাম ।—ভাই কৃষ্ণ ! আমিত এক পাপিষ্ঠকে বিনাশ কল্লেম তুমি ও দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যটাকে পরিত্যাগ করলে কেন ?

কৃষ্ণ ।—কিছু বিলম্ব আছে; ওর জীবনের পরিণাম, ক্ষণকাল পরেই প্রত্যক্ষ ক'র্‌বেন ।

বসুদাম।—দুটীতে ত বেশ ফুস্ ফুস্ ক'রে যুক্তি পরামর্শ হ'চ্ছে। শ্রীদাম দাদাকে খুজে নিয়ে এস, না এ জন্মের মত সে লুকিয়েই থাকৃবে ?

কৃষ্ণ।—তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তাকে খুঁজে নি'য়ে আস্‌ছি।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

(জনৈক অনুচর-সহ ধেনুক দৈত্যের প্রবেশ)

ধেনুক দৈত্য।—কৈরে পিঙ্গলাক্ষ! সে রাখাল দুটো কোথায় ?

অনুচর।—আজ্ঞে কর্ত্তা! ঐ গো—ঐ সেই হাঁসা শালা। ও বেটার কাছে যাবেন না, ও লাঙ্গল লাগালে আর খসাতে পার্‌বেন না। সে কালো শালা বরং একটু ভাল, যেই একটু আল্‌গা দিয়েছে, আর মার দৌড় টেনে।—আর ঐ যে দেখ্‌ছেন হাঁসা বাবাজী, উনি একখানি আদত শালা, বেটা যেন যমের বৈমাত্তর ভাই! উঃ আবার কট্ মট্ ক'রে চাইছে দেখ, শালা বেড়াল-চোখো! ধর কর্ত্তা—ধর শালাকে। (বলরামের প্রতি) এবার কুঁদের মুখে প'ড়েছ বাবা! এখনি তেল-পানা হয়ে আস্‌বে! তোমার লাঙ্গল তোমার কাঁদে লাগিয়ে বৃন্দাবন থেকে মথুরা পর্য্যন্ত চ'ষে নিয়ে তবে ছাড়্‌বে।

বলরাম।—এ পর্য্যন্ত তা'ত কেউ পারে নাই; আজ যদি তোদের প্রভুর দ্বারায় সেটা সম্পন্ন হয়! ভাল, এখনই পরীক্ষা হবে ?

ধেনুক দৈত্য।—কিন্তু, এ পরীক্ষা তোমার রাখাল-জীবনের শেষ পরীক্ষা, তা' নিশ্চয়!

বলরাম।—এ সংসারই যে জীবনের পরীক্ষা-ক্ষেত্র রে— পাপাত্মা! পরীক্ষা দিতে আর পরীক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তেই যে আমাদের আসা।

ধেনুক দৈত্য।—পরীক্ষা দিতে এসেছ বটে, কিন্তু পরীক্ষা

গ্রহণ করা তোমাদের সাধ্য নয়। গোপালক—বনের রাখালে আবার বীরের পরীক্ষা কি গ্রহণ ক'র্‌বে! তুমি যেমন বিদ্যানিধি, সেই গোপোচ্ছিষ্ট-ভোজী পাপিষ্ঠ কৃষ্ণটাও ততোধিক। যেমন অস্ত্র-বিদ্যায়, তেমনি শাস্ত্র-বিদ্যায়, সকল বিদ্যাতেই মূর্ত্তিমন্ত!

বলরাম।—ও পাপিষ্ঠ দৈত্যাধম! আমরা অস্ত্র-বিদ্যায় মূর্ত্তিমন্ত কি না, তা এখনই পরীক্ষা পাবি। ভাই কানাইকে লেখা পড়া জানে না বল্‌ছিস্? ও বর্ব্বর! অন্যের লেখা ত ভুল হ'তে পারে; কিন্তু কানাই যা লেখে, তার যে একটী বর্ণের ব্যত্যয় হবার নয়।

ধেনুক দৈত্য।—বটে! নন্দঘোষ বুঝি আজ কা'ল বাথানে টোল্ চতুষ্পাঠী খুলেছে? ভাল ভাল! মনে ক'রেছিলেম, বৃথা ছুট' দুর্ব্বল গোপ-বালক বিনাশ ক'র্‌বনা, কোনরূপ ভয় দেখিয়ে দূরীভূত ক'র্‌ব, তা পতঙ্গ কি কখনও অনল-দর্শনে ভীত হয়?

বলরাম।—ও নির্ব্বোধ দৈত্যাধম! তোর ভ্রূকুটী—তোর দর্প দেখে আমরা ভীত হব? দুরাত্মা জানিসনে, স্বয়ং দর্পহারী আমাদের সখা! অন্যের কথা দূরে থাক্, আমাদের কাছে যমের যমত্ব পর্য্যন্ত লোপাপত্য হ'তে পারে—তুইত কোন্ ছার দৈত্যাধম! এই বৃন্দাবন-গোষ্ঠ-প্রান্তরে, তোর্ মত কত শত পাপাত্মাকে যমালয়ে পাঠিয়েছি! সেদিন কেশী, বকাসুর, প্রলম্বাদির কি দুর্গতি হ'য়েছে, দেখেছিস্‌ত? তৃণাবর্ত্ত, বৃষাসুরের কথা বুঝি বিস্মৃত হ'য়েছ?

ধেনুক দৈত্য।—অাঃ বড়ই বীরত্ব প্রকাশ ক'রেছ! একটা বক্, একটা বৃষ বিনাশ ক'রে, বড়ই বীর-কীর্ত্তি রেখেছ!

বলরাম।—বৃষাসুর হ'লো বৃষ! বকাসুর হ'লো বক্! আর তুই কোন্ দেব-কুমার রে গাধা! আপন মূর্ত্তি—আপন রূপের প্রতি চেয়ে কথা বলিস্। কেশী, প্রলম্বাদিকে গদাঘাতে বিনাশ ক'রেছি, আজ পদাঘাতে গাধা মার্‌তে পারি কি না দেখ্!

ধেনুক।—যদি নিতান্তই মৃত্যুসাধ হ'য়ে থাকে, তবে এস।

(উভয়ের যুদ্ধ)

অনুচর।—লেগে যাও, খুব লেগে যাও! কর্ত্তা নাও—কেড়ে! চালাও লাঙ্গল! ওর লাঙ্গল ওর গলায় লাগিয়ে এই যমুনার চড়ার চল্লিশ বিঘে জমী একদম চষে নাও—খুব লেগে যাও!

(নেপথ্যে কৃষ্ণ।—দাদা আমি এসেছি।)

অনুচর।—এই ম'রেছে গো! কালো শালাও এসে জুট্‌ল! এদিকে কালোপাহাড়, ওদিকে সাদা পাহাড়, দু পাহাড়ের মাঝে প'ড়ে কর্ত্তার বুঝি মুরি চেপ্‌টা হয়!

কৃষ্ণ ও শ্রীদামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—ও দুরাত্মা দৈত্যাধম! কার সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হ'য়েছিস্। (বলরামের প্রতি) দাদা! একটা দুর্ব্বল দৈত্য বিনাশের জন্য হলায়ুধ ধারণ কেন? আপনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, আমি এক পদাঘাতে ওর রাসভ-জীবনের শেষ করি।

(পদাঘাত জন্য পদোত্তোলন ও ধেনুক কর্ত্তৃক পদ ধারণ)

ধেনুক দৈঃ।—(কৃষ্ণের পদতল স্থির-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে) একি? এ পদ যে আমার পূর্ব্বসম্পদ সেই হরি-পদ ব'লে বোধ হ'চ্চে! এই যে সেই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন। এ চিহ্ন ত সেই জাহ্নবী-জন্মদ যুগল পদ ভিন্ন অন্য পদে নাই? এত আমার সেই সর্ব্বাপদ-শান্তি-প্রদ পূর্ব্ব-সম্পদ হরিপদ যুগলই বটে! পদস্পর্শ-মাত্রই কি-যেন অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঙ্গে, পূর্ব্বস্মৃতি সব পর্য্যায় ক্রমে জেগে উঠ্‌ল! কে বলে আমি জঘন্য বন্যপশুরূপী ধেনুক দৈত্য? অহো!! কি পাপের শাস্তি! ইন্দ্রিয়-পরতার কি ভয়ঙ্কর পরিণাম! পরম কৃষ্ণ-ভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ যার বংশের প্রপিতামহ! এই ধন—এই গোলোকের নিত্যধন

হরি, যার পিতার দ্বারে অষ্ট-প্রহরই প্রহরী হ'য়ে কাল-যাপন ক'র্‌ছেন সে কি না আজ পাপাসবে মত্ত হ'য়ে, পাশববৃত্তি অবলম্বন ক'রে পাপের পরিণাম স্বরূপ এই বৃন্দাবন-প্রান্তরে জঘন্য বন্য পশুরূপে পূর্ব্বকৃত পাপের ভীষণ দণ্ড ভোগ ক'র্‌ছে! দীননাথ! হ'য়েছে—এতদিনে পেয়েছি! এতদিনে আমার প্রাণের সম্পদ অন্তরের অন্তস্তল-নিহিত হারান-রত্ন পেয়েছি। এ রত্নটী আমি হারিয়েছিলেম! পাপ রিপুগণই আমার যথার্থ রিপুর কার্য্য ক'রেছে! তারাই আমাকে ইন্দ্রিয়-দাসত্বরূপ পাপাসবে মত্ত ক'রে সুপ্ত অবস্থায় আমার গুপ্তধন হরণ ক'রেছিল। আমি এ রত্ন বড় যত্ন ক'রে হৃদয়ের অতি নিভৃত দেশে লুক্কায়িত রেখেছিলেম, অন্যে সন্ধান জান্‌ত না। কেবল আমার গৃহ-ভেদীতেই এ মর্ম্মভেদী কার্য্য ক'রেছে। আমি যাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ক'রেছিলেম, ষড়রিপু জেনেও যা দি'কে ষড় মিত্র জ্ঞানে মর্ম্মের মর্ম্মস্তল পর্য্যন্ত খুলে দেখিয়েছিলেম, সেই সব মিত্র-রূপী বিশ্বাস-ঘাতকের চক্রে আজ আমাকে এই মহাপাতকে নিমগ্ন হ'তে হ'য়েছে। পাতকীর বন্ধু! দীনের সখা হরি! আর না, আর ছাড়্‌বনা। আমি এ ধন তোমার কাছে মিনতি ক'রে জোড়-করে ভিক্ষা ক'র্‌তে আসি নাই—জোর ক'রে অধিকার ক'র্‌তে এসেছি। লোকে কোন বস্তু সামান্য কাল মাত্র অধিকার ক'রেই তা'তে স্বত্ববান্ হ'তে পারে; আর আমি কেন পুরুষানুক্রমের স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হ'ব? এই পদ-দানে আমার প্রপিতামহ প্রহ্লাদকে পবিত্র ক'রেছ, জননী বৃন্দাবলীর সহিত আমার পিতা বলিরাজও ঐ পদ-লাভে বঞ্চিত হন নাই! তবে আমি কেন বঞ্চিত হ'ব হরি! দাও, আমার বাঞ্ছিত ধন আমাকে দাও! আর হারাব না—আর অযত্ন ক'র্‌ব না—যত্নের সহিত তরণীখানি হৃদ্-রত্নাকরের কূলে বেঁধে রাখ্‌বে, আর পারে যাবার সময় হ'লে, ভব-

সিন্ধু-জলে ভাসিয়ে দিয়ে, সবন্ধু-বান্ধবে একবারে ভব-পারাবারে পার হ'য়ে চ'লে যাব।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) আহা, ধন্য বলি-রাজপুত্র! আমার পরম ভক্ত প্রহ্লাদের বংশে যদি এমন মহাত্মার জন্ম না হ'বে, তা'হ'লে আর হ'বে কোথায়?—আর বংশের গুণই বা যাবে কোথায়? পিতার গুণ পুত্রে, পুত্রের গুণ পৌত্রে, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে সকলেই প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। আমি কালীয় সর্পের মস্তকে পদ দিয়েছিলেম! কিন্তু সে পদ-চিহ্ন শুদ্ধ কালীয় একা প্রাপ্ত হয় নাই,তার বংশানুক্রমে সকলের মস্তকেই সে পদ-চিহ্ন লক্ষিত হ'তে থাক্‌বে! তবে যে এমন সাধক-কুল-শ্রেষ্ঠ ইষ্ট-পরায়ণ মহাত্মাকে গর্দ্দভ-দেহ ধারণ কর্‌তে হ'য়েছে, এইটীই আশ্চর্য্যের বিষয়! তা আশ্চর্য্যই বা বলি কেন? কালের কুটীলপন্থায় ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কদাচিৎ মহাজ্ঞানী সাধু-দিগেরও পদ স্খলিত হ'য়ে থাকে! অথচ মহতের সামান্য দোষও সময়ে সময়ে বহুত্বে পরিণত হয়। সর্ব্বজনপ্রিয় দুগ্ধ সামান্য মাত্র গোমূত্র-পতনেই বিকৃত ও অপেয় হ'য়ে থাকে; ঋষি-কুল-রত্ন মাণ্ডব্য পঞ্চবর্ষ বয়ক্রমে একটী পতঙ্গের গুহ্যদেশে ঈষিকা বিদ্ধ ক'রেছিলেন, সেই জন্য তাঁ'কে লৌহ-শলাকাতে রাজদণ্ড ভোগ ক'র্‌তে হ'য়েছিল; বলিরাজ-পুত্রের গর্দ্দভ-দেহ ধারণের কারণও তদনুরূপ। বলিপুত্র সাহস কোন সময়ে স্বর্গ-নর্ত্তকী তিলোত্তমার সহিত ক্রীড়ায় নিমগ্ন হ'য়ে বল্মীকাবৃত দুর্ব্বাসা ঋষিকে লক্ষ্য না করায় ক্রোধান্ধ তাপস এই ব'লে অভিসম্পাত প্রদান করেন "তুই যেমন কামোন্মত্ত হ'য়ে আমার সম্মুখে নির্লজ্জের ন্যায় কার্য্য ক'র্‌লি; সেই জন্য তোকে পশুকুলাধম খর-যোনিতে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে।" তিলোত্তমার প্রতিও অভিশাপ দেন "তুইও দৈত্যকুলে বাণরাজার কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ ক'র্‌বি।" তার মুক্তির এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু বলিরাজ-পুত্রের মুক্তির দিন উপস্থিত! আমার হস্তে দেহ-

ত্যাগ ক'রে মুক্তি লাভ ক'র্‌বে,। এক্ষণে আমার সেই ঋষিবাক্য-পালনের কাল উপস্থিত! আরও একটু দেখি, বলিপুত্রের ভক্তির কোনরূপ ভাবান্তর ঘ'টেছে কি না ?

ধেনুক।—কি'হে মধুসূদন! অধোবদন হ'য়ে থাক্‌লে যে! কৃপা কর! আর কৃপণতা ক'র্‌লে চল্‌বেনা! দত্ত ধনে এত মমতা কেন ? ভক্তাধীন হরি! সত্যই কি দত্তাপহারী হ'বে ? হাঁহে! তুমিই না সর্ব্বজন-সাক্ষী ? তুমিই না চরাচরের বিচারকর্ত্তা ? তবে বল দেখি, দত্তাপহারীকে কি পাপের ভাগী হ'তে হয় না ? যদি বল ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য সকলই আমি! আমাতে আবার পাপস্পর্শ কি ? হাঁহে দীননাথ! তোমাতে কি কখনও পাপস্পর্শ করে নাই ? তবে পাপ-গ্রহ শনি তোমাকে আশ্রয় ক'রেছিল কেন ? পাপগ্রহ শনির নিগ্রহে পতিত হ'য়ে গণ্ডকী শৈলের মধ্যে কীটরূপে প্রবেশ ক'রে শিলাকর্ত্তন ক'রেছিলে কেন ? দীনবন্ধু! স্বয়ং সর্ব্ববিধানকর্ত্তা হ'য়ে, অবিধান ক'রোনা। এই আমি দৃঢ়বদ্ধ-মুষ্টিতে পদ-ধারণ কল্লেম—দেখি, কার সাধ্য আমাকে পাদ-পদ্মলাভে বঞ্চিত করে! (পুনঃ পদ ধারণ)

কৃষ্ণ।—বলিপুত্র! তুমি পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য গর্দ্দভ-দেহ প্রাপ্ত হ'য়েছিলে, আমাকে দেখ্‌বামাত্রই স্বদেহ প্রাপ্ত হ'য়েছ। এক্ষণে আমার পদ পরিত্যাগ করে স্বস্থানে গমন কর!

ধেনুক।—আবার ব'ল্‌ছ "আমার পদ ?" এ ত আমার বস্তু! ছেড়ে দেই—ধরে রাখি, সে আমার ইচ্ছা! পিতৃসম্পত্তি সহজে কে কবে পরিত্যাগ ক'রে থাকে!

কৃষ্ণ।—(কৃত্রিম ক্রোধে) আঃ, পিতৃসম্পত্তি—পিতৃসম্পত্তি ক'রে যে আমারে উচ্ছেদ কর্‌বার উদ্‌যোগ করুছ দে'খ্‌ছি ? চক্ষু-লজ্জায় কিছু বল্‌তে পার্‌ছিনে বলে, বুঝি আমার পদ তোমার পিতৃসম্পদ হ'লো ?

ধেনুক।—নয় বা কিসে? যজ্ঞেশ্বর! ব্রহ্ম বামনরূপে আমার পিতৃযজ্ঞে গমন ক'রে তাঁর মস্তকে কি পদ প্রদান কর নাই? এখন দিতে হ'বে ব'লে বুঝি বিস্মরণ হচ্চে?

কৃষ্ণ।—সে পদ-প্রাপ্তির ফল জান ত? তোমার পিতাকে গরুড় কর্ত্তৃক নাগ-পাশে বন্ধনগ্রস্ত হ'তে হ'য়েছিল।

ধেনুক।—কে বলে—আমার পিতা বন্ধনগ্রস্ত হ'য়েছিলেন? আমার পিতা যখন সামান্য নাগ-পাশে বন্ধন-গ্রস্ত হন, সে সময় স্বর্গধামে সুরবৃন্দ আনন্দময় দুন্দুভি ধ্বনি ক'রেছেন, আর মুক্তকণ্ঠে ব'লেছেন যে, আজ বিরোচন-নন্দনের ভববন্ধন মোচন জন্যই পদ্ম-পলাশলোচন হরি এ খেলা খে'ল্‌লেন। সে বন্ধনের ফল ত প্রভু বেশ জানি! তুমি সামান্য বন্ধনে বন্ধন ক'রে পিতাকে তাঁহার ভব-বন্ধন হ'তে মুক্ত ক'রেছ, আর তাঁর ভক্তি-বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে, অষ্ট প্রহরই প্রহরী রূপে তাঁর দ্বারে দ্বারস্থ আছ! এখন দাও, আমার পিতৃ-সম্পত্তি আমাকে দাও!—আর কেন দাসকে বঞ্চনা কর! যদি বল,—তুই পাপিষ্ঠ অসুর, এ সুর-বাঞ্ছিত পদে তোর অধিকার কি! প্রভু! ও পদে ত অসুরের অধিকারই অধিক। গয়াসুর ঐ পদ মস্তকে ধারণ ক'রে জগতের নিস্তার-পথ বিস্তার করেছে—আর নিজেও বাঞ্ছিত-ধন-লাভে কৃতার্থ হ'য়েছে। তবে আমি কেন বঞ্চিত হব? যদি বল, "গয়াসুর নিজের নিস্তারের জন্য আমার পদ প্রার্থনা করেন নাই, কেবল জগজ্জনের নিস্তারের হেতু সে দুস্তর ভবার্ণবের সেতুস্বরূপ হ'য়ে আমার পদ মস্তকে ধারণ ক'রে আছে"—তা প্রভু! যে তোমার পদলাভে অধিকারী হয়, সে কি কেবল আপনিই পবিত্র হ'য়ে থাকে? জানি, বৈষ্ণব ভিন্ন আর কেউ ও পদলাভে অধিকারী নয়? আবার যে কুলে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করে, তার ঊর্দ্ধাধস্তন কোটী পুরুষ পর্য্যন্ত হরিদাস্য লাভ ক'রে থাকে! লোক যে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে,

সে কি কেবল নিজের পিপাসা নিবারণের জন্য তা' করে ? না সে বারি দ্বারা কেবল তারই তৃষ্ণা নিবারিত হ'য়ে থাকে ? আমি মুক্তি-সাগর প্রতিষ্ঠা ক'র্‌ব, আর ভব-তৃষ্ণা-বারীর কৃপাবারি-পানে সংসার-পিপাসা শান্তি ক'রে, একবার সপরিবারে শান্তিধামে চ'লে যাব ! এ ভ্রান্তিময় মরুভূমিতে এসে আর এ মায়ামরীচিকায় ভ্রান্ত হব না।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) বুঝ্‌লেম ! আমার চক্রান্তরূপ ঘূর্ণিত বায়ুতে বলি-পুত্রের এ দৃঢ়ভিত্তি-ভক্তি-স্তম্ভের কণামাত্রও স্খলিত হবে না। না—আর না, আর আমার প্রাণের ভক্ত প্রহ্লাদের বংশধরের সঙ্গে প্রতারণা ক'র্‌ব না ! তা'হ'লে প্রহ্লাদ আমার কি মনে ক'র্‌বে ? এক্ষণে যথাকালে ভক্তপ্রবর বলিরাজ-কুমারকে মুক্তিদান করাই যুক্তিসঙ্গত ! আমার সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে সম্মিলন দ্বারা সদাত্মা ভক্তের পবিত্রাত্মা যাতে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, তাই করাই কর্ত্তব্য ! একবার অঙ্কে আরোহণ-ছলে আলিঙ্গন করি। (প্রকাশ্যে) দানব-রাজপুত্র ! তোমাদের বাঞ্ছাপূর্ণ ক'র্‌বার জন্যই আমার এতদূর কষ্ট স্বীকার করা ! তুমি আমার হৃদয়রত্ন প্রহ্লাদের বংশধর, ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিরাজের পুত্র, তোমার প্রার্থনা যদি অসম্পূর্ণ থাক্‌বে, তা'হ'লে আর কার বাসনা পূর্ণ ক'রে পূর্ণানন্দনীরে নিমগ্ন হব ? এখনই তোমায় অভিমত স্থানে প্রেরণ ক'র্‌ব। এক্ষণে অগ্রে আমাকে অঙ্কে ল'য়ে গোকুলে রেখে এস,। আমরা গোচরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে অনেক দূর এসেছি,পাছে অপরিচিত পথে গিয়ে পথভ্রমে পতিত হই, চল আমাদের গোকুলে রেখে এস।

ধেনুক।—ব্রজের ধন ! পদব্রজে ব্রজে যেতে হবে কেন ? এস দাসের কোলে এস। আমি ভবপারের ভাবনা হ'তে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। কিন্তু হরি ! এখনও চাতুরী ত্যাগ ক'চ্ছনা কেন ? হাহে ! তুমি যদি এই ব্রজধামের সামান্য পথ-ভ্রমণে পথভ্রমে পতিত হও,

তা' হ'লে আর ভবভ্রান্তি-জালে-পতিত পতিত জীবের পথ-দর্শক হ'বে কে? তাই বলি—ছলনা ত্যাগ কর, এস কোলে এস! আমি তোমাকে কোলে ক'রে গোকুলে তুলে দেই—তুমি যেন এ সাধন-হীনে সেই দুর্দ্দিনের দিনে অকুলের কূলে তুলে দিতে ভুলে থেক'না।

গীত।

এস কোলে এস ওহে গোকুলের নিধি।
ল'য়ে তোমায় হৃদয় মাঝে,　　চল রেখে যাইহে ব্রজে,
পদব্রজে যেতে পদে পাও বেদনা যদি॥
আজ তোমারে লয়ে কোলে,　　চল রেখে যাই গোকুলে,
ডাক্‌লে পরে ভবের কূলে, দেখহে থেকনা ভুলে,
পার ক'রো গোকুলের ধন হে অকূল ভব-নদী॥
পবিত্র ও পদে ধরা,　　তাইতে যুগল পদে ধরা,
ধন্য কর দেহ-ধরা, নিবার হে পীত-ধড়া,
বারে বারে এমন ধারা ভবে গতি বিধি॥

(কৃষ্ণকে কোলে করিতে গমন ও পতন)

অনুচর।—ও বাবা ও আগুনের মত কি বের হ'লো? মেঘে মেঘে ঘসাঘসি হ'য়ে বিদ্যুৎ ঝল্‌কে উঠ্‌লো নাকি? ওকি! ওখানে অমন ধারা হ'য়ে প'ড়্‌ল কেন? হ'য়েছে, ঐ কালো ছোঁড়াটা মেরে ফেলেছে! ও বাবা! মার্‌লেনা, ধর্‌লেনা, ছুঁয়েছে আর হ'য়ে গিয়েছে! ছেলেটা হয়ত কি জানে গো—কি জানে! শুনেছি, পুতনা রাক্ষসীর মাই চুষে তাকে মেরেছিল, কর্ত্তার আবার কিছু চুষ্‌লে নাকি? ও কি? ঐ যে রথ! আগুনের রথ? ওঃ! চ'খ্ ঝল্‌সে গেল? ঐ যে কর্ত্তাও রথে! ফুলের মালা গলায়! কর্ত্তা! দাঁড়াও, আমি যাব! নিয়ে যাও—দোহাই কর্ত্তা নিয়ে যাও! যেওনা—অনেক দিনের ভৃত্য! একবার ফিরে চাও! ধর্‌ব—ধর্‌ব, ঐ রথ ধর্‌ব (লম্ফপ্রদান)। হ'লো

না ! দেখা হ'লো না, বা—বা ! নীচে কারা নাচ্‌চে—বিদ্যাধরী ! ওকি ! কর্ত্তা কৈ ? দু'হাত ছিল—এ যে চা'র হাত কালো মেঘের মত—নূতন জলভরা-মেঘের মত কালো বর্ণ ! আহা ! কি রূপ মরি মরি ! যাব—যাব—ঐখানে যাব ! এখনই যাব ! ধর—ধর !

[বেগে প্রস্থান।

(কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।)

শ্রীদাম।—ভাই কানাই ! তোর কাজ কর্ম্ম দেখ্‌লে বোধ হয় না যে, তুই সত্য সত্যই আমাদের সখা ; বোধ হয় আমাদের ছলনা কর্‌বার জন্যই সখা-ভাবে এসে দেখা দিয়েছিস্‌।

কৃষ্ণ।—যাক্, সে সব কথায় কাজ নেই, খেলা ভাঙ্গা হবেনা !

শ্রীদাম।—আমিত ভাই আর লুকাবনা। বাবা ! যে পাথর চাপা দিয়েছিল ! প্রাণ আই ঢাই ক'রে পেট ফুলে উঠেছিল ! ভাগ্যে কানাই ছিল ! নৈলে ঐ লুকানতেই একবারে জন্মের মত লুকাতাম বাবা ! আজ যেন একটা পুনর্জ্জন্ম হ'য়ে গেল !

বসুদাম।—কি শ্রীদাম দাদা ! গোষ্ঠে আস্‌বার সময় নিজেই কানাই সাজ্‌ছিলে নয় ? ভাগ্যে তোমার কথায় বুক বেঁধে কানাইকে রেখে আসি নাই ; ভাগ্যে সে সময় তোমাকে প'ড়্‌কে নিয়েছিলাম ! নইলে আজ কি হ'ত বল দেখি ? আজ আর ভাই গোচারণে কাজ নাই, চল আস্তে আস্তে ঘরে যাই। কানাই বুঝি আগেই পালিয়েছে, ঠিক সন্ধ্যাবেলা হ'য়েছে কি না ? এখনই গিয়ে হয় ত কুটীলে মাসীর ভাঁড় ভাঙ্গ্‌বে।

মধুমঙ্গল।—কানাই কি আমাদের ফেলে যেতে পারে ? হয় ত কোন খানে লুকিয়ে আছে ! চল খুজে নিয়ে ঘরে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) দিবা ত অবসান হ'ল। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চল্লেন ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে চন্দ্রদেবও পূর্ণকলায় প্রকাশ হ'চ্ছেন।

শশধরের সমাগমের সঙ্গে, স্বামী-সম্মিলন-সুখ-সম্ভোগ-লোলুপা নীলাম্বর-পরিহিতা নিশাসতী তারকা-রূপ রত্নমালায় বিভূষিতা হ'য়ে, মন্থর-গমনে আগমন ক'র্ছেন। ওদিকে কুমুদিনীসতী পতি-সমাগমে প্রফুল্লিতা হ'য়ে ক্রমে বিকশিতা হ'চ্ছেন!—সমস্ত দিন পতিবিরহে হৃদয় কত ব্যথিত হ'য়েছে,তাই দেখাবার জন্য যেন হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত উন্মোচন ক'রে দেখাচ্ছেন! আর মলয়-সমীরের মৃদু হিল্লোলে অল্প অল্প আন্দোলিত হ'য়ে, যেন মর্ম্মের কথা বল্‌বার জন্যই ঈষৎ ইঙ্গিতে চন্দ্রদেবকে আহ্বান ক'র্ছেন! পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ বিকাশে সুধা-লোলুপ চকোরগণ প্রফুল্লিত হ'য়ে, ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হ'চ্ছে, দেখে বোধ হ'চ্ছে—যেন সপত্নী-সুলভ ঈর্ষা-পরতন্ত্র হ'য়েই যামিনী-সতী, মধুকরের সঙ্গে কুমুদিনীর গুপ্ত বিহারের কথা স্বামী শশধরকে জানাবার জন্যই চকোরগণকে প্রেরণ ক'র্ছেন। সপত্নী-দ্বয়ের পরস্পর বিদ্বেষ-ভাব দেখেই চাঁদের আর হাসি ধ'র্ছেনা! শশীর সেই হাসিমাখা মুখ-ছবি-খানি সরসী-জলে পতিত হ'য়ে, সেও হাস্‌ছে;—বোধ হ'চ্ছে—যেন সপত্নী-দ্বয়ের সাধ এককালে পূর্ণ ক'র্‌বার জন্যই পূর্ণ চাঁদ আজ সমভাবে দুটী মূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'য়েছেন,—যামিনীর জন্য নীলাম্বরে—আর কুমুদিনীর জন্য সরোবরে। আজ চাঁদের যে দশা—আমারও যেন সেই দশা! আমাকেও আজ দুজনের সাধ পূর্ণ ক'র্তে হবে,—একদিকে যামিনী-রূপিনী চন্দ্রাবলী আমার জন্য আশাপথ চেয়ে ব'সে আছে,—অপর দিকে নিকুঞ্জ সরোবরে রাই-হেম-কুমুদিনী ভাস্‌ছে! না গেলে হয়ত এখনই মান-সলিলে নিমগ্ন হবে! যা'ই হ'ক, একটী দিনের জন্য চন্দ্রাবলীর সাধ পূর্ণ না ক'র্‌লে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক হ'তে হ'বে। এক্ষণে চন্দ্রাবলীর গৃহে গমনই কর্ত্তব্য।　　প্রস্থান)



তৃতীয় অঙ্ক।

স্থান—রাধিকার কেলিকুঞ্জ।

(রাধিকা)

রাধিকা।—চাঁদ উঠল, জগৎ আলো হ'ল, কিন্তু আমার হৃদয়ের চাঁদ ত উদিত হ'লোনা? হৃদয়ের আঁধার ত গেলনা, আঁধার-হৃদয় আঁধারই থাকৃল! আমি কত আশা ক'রে মালা গাঁথ্‌লেম, যে মালা গলায় পরাব ব'লে জপমালার মত হাতে ক'রে আশা-পথ চেয়ে ব'সে থাকৃলেম, সে হাতের মালা হাতেই রইল, পরা'তে পেলেম না। মনে ক'র্‌লেম, আজ মনের সাধে আমার বনমালীকে বনের ফুলে সাজাব; তাই বনে বনে বেড়িয়ে ফুল তুল্‌লেম—মালা গাঁথ্‌লেম—বাসর সাজালেম। আকাশে যেমন চাঁদ হাস্‌ছে—সরোবরে যেমন চাঁদ হাস্‌ছে, আমার হৃদয়াকাশেও তেমনি চাঁদ হাস্‌বে—আজ চাঁদের হাট, চাঁদের মেলা হ'বে! তা'হ'ল, আকাশের চাঁদ উদয় হ'ল, আবার অস্ত হ'তে চল্লো! আমার হৃদয়ের আশার ন্যায়, দীপশিখা-গুলিও ক্রমে প্রভাহীন পাণ্ডুবর্ণ হ'য়ে আ'স্‌ছে! হা নির্দ্দয় কৃষ্ণ! লোকে যে তোমাকে রাধা-নাথ বলে, আজ রাধার কাছে কি এই রূপে তার পরিচয় দিলে? তুমি যে একা রাধার নও, তা' জানি; তুমি ভুবনমোহন—জগৎ-বল্লভ, রাধার মত এমন কতজন কতস্থানে তোমায় ডাকৃছে! এসব জেনে শুনেও

যখন তোমার আসার আশায় আশাপথ চেয়ে ব'সে আছি,—লোক-নিন্দা, গুরু-গঞ্জনা, কুলমান, সব ছেড়ে অভিসারিণীর মত বনে এসেছি, তখন তোমারই দোষ দিই কেন! ভাল দেখি, আমি যেমন কেঁদে যামিনী শেষ ক'র্‌লেম, এমনি ধারা তোমাকে কাঁদাতে পারি কি না?

(ধরা-শয্যায় শয়ন)

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্রলেখা।—ওমা একি! স্বর্ণলতা যে ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! কুসুমশয্যা যেমন সাজায়ে রেখে গিয়েছি, তেমনই আছে। বোধ হ'চ্ছে, আজ আর কিশোর আসেন নাই। সখি আমার বাসর সাজিয়ে সারারাত আশা-পথ চেয়ে, শেষে নিরাশ-প্রাণে অভিমানে মান-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন! আহা! এত আশা ভঙ্গ হ'লে মান-তরঙ্গ যে উথ্‌লে উঠবে, তার কি আর কথা আছে? ভাল একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। সখি! ও চন্দ্রমুখি! এমন ধারা অধোমুখী হ'য়ে ধরাসনে কেন?—ওমা! কোন উত্তরই যে নাই!

(বৃন্দা ও অপরাপর সখীগণের প্রবেশ।)

বৃন্দা।—ও চিত্রলেখা! আর রাই তোদের সঙ্গে কথা ক'বে না। এখন ত আর সে চিত্রপট দেখার দিন নাই! একদিন বিধির লেখা অমান্য হ'য়েছে,—তবু চিত্রলেখার কথা অমান্য হয় নাই। আর কি সে দিন আছে, তখন ছিল সুদু রাই, এখন নাম হ'য়েছে রাইধনী। এ সব আহীরিণীদের সঙ্গে কথা কইলে যে ধনীর মানের হানি হ'বে! কাঙ্গালের ছেলে ধনী হ'লে, আর সেই ধনীর নামের ধ্বনি জেঁকে উঠ্‌লে, সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি যদি ধনীর কানে প্রবেশ করে, তা'হ'লে কি তিনি সকলকথা শুনতে পান,—না সকল কথায়

উত্তর দেন ? এ সুধু আমাদের রাইকে বল্‌ছিনা, সে পক্ষে সব রাই সমান। তা তোমরাই হও, আর আমরাই হই।

রাধিকা।—কেন বৃন্দে! আজ আমাকে জ্বালাতে এলি! আর তোরা আমার কাছে আসিস্‌নে—আর কখনও সখী ব'লে ডাকিস্‌নে। আমার সব অনর্থের মূলই চিত্রলেখা। তুই চিত্রপট দেখিয়েছিস্‌—তুই আমাকে হাতে তুলে বিষ খেতে দিয়েছিস্‌—তুই আমাকে শঠের ছলনায় ফেলে কুল-ত্যাগিনী করিয়েছিস্‌। আমি যেমন বিশ্বাস ক'রে তোদের কাছে প্রাণ খুলে দিয়েছিলেম, তোরাও তেমনই প্রাণভরে গরল ঢেলে দিয়েছিস্‌। এখন আর একবার সখীর কাজ কর্‌, আর একবার আমাকে গরল এনে দে! আমি এ বিষের জ্বালা নিবারণ করি!

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ।—বৃন্দে! আজ কুঞ্জের দ্বার রুদ্ধ কেন ? আমার শ্রীমতী ভাল আছেন ত ?

বিশাখা।—চাতকিনী যদি ফটিক জল, ফটিক জল ক'রে গলা ভেঙ্গে ফেলে, তা'হ'লে কি জলধর উদিত না হ'য়ে থাক্‌তে পারে ? ঐ তোমার সাধের জলধরের উদয় হ'য়েছে। এখন প্রাণভরে প্রেমের পিপাসা নিবারণ কর।

রাধিকা।—বিশাখা! আমি তোদের কাছে এমন কি অপরাধ ক'রেছি যে, আমার সঙ্গে এত বাদ সাধ্‌ছিস্‌ ? একদিন চিত্রলেখা আমাকে সুধাময় ব'লে যে গরল-ময় চিত্রের চিত্রপট দেখিয়েছিল, তুই আজ আবার হাতে তুলে সেই বিষ দিতে এলি!

বৃন্দা।—সে বিষ তোমাকে হাতে তুলে কে দিয়েছিল ধনি! জল-আনার ছল ক'রে যমুনার ঘাটে যেতে কে শিখিয়ে দিয়েছিল ? সুবলের বেশে বাছুর কোলে ক'রে গোষ্ঠে যাওয়া—বাঁশী কেড়ে নিয়ে জলে ফেলে দেওয়া, আরও দুই একটা মনে ক'রে দেব

না কি? বলি, কাত্যায়নীর ব্রত করার পরামর্শ কি আমরা দিয়েছিলাম, না তুমিই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলে? সাধ ক'রে মতির মালা ছিঁড়ে ফেলে কুড়াবার ছল ক'রে কদমতলায় কালা দেখার কথা কি মনে পড়ে?

রাধা।—সখি! ও ত কথা মনে ক'রে দেওয়া নয়, নিবান আগুন জ্বেলে দেওয়া! এখন তোদের করে ধ'রে বিনয় ক'রে বল্‌ছি, আর সে প্রতারককে, সে কপট শঠ-শিরোমণিকে কুঞ্জে আস্‌তে দিস্‌নে, তা'হ'লে সত্য সত্যই তোদের কাছে আত্মঘাতিনী হ'ব।

কৃষ্ণ।—বৃন্দে! তোমাদের যে নিত্য নূতন ভাব! অন্যান্য দিন কত আদর কর, কত হেসে কথা কও, আজ আবার একি ভাব! বলি আমার শ্রীমতী ভাল আছেন ত?

বৃন্দা।—হাঁ, শ্রী এখনও কতকটা ভাল আছে, তবে মতি ভাল নাই। আর তাঁর ভালমন্দতে তোমার কি আসে যায় ভাই?

কৃষ্ণ।—সে কি বৃন্দে! রাধিকার ভালমন্দের সঙ্গে যদি আমার ভালমন্দের সম্বন্ধ না থাকে, তা'হ'লে ত জগতে কা'রও সঙ্গে কা'রও সম্বন্ধ নাই! রাধা আমার চির-সঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী। তোমরাও আমার সেই অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনীর সঙ্গিনী, সুতরাং তোমরাও আমার প্রাণাধিকা!

বৃন্দা।—হাঁ, একদিন তা' ছিল বটে। কথাতেই বলে—ফুলের সোহাগে ছোটা গলায়! যখন রাই-কমলে মধু ছিল, তখন আমাদেরও আদর ছিল, এখন ত আর সেদিন নাই! এখন যে রাই-কমল বাসি হ'য়েছে! টাট্‌কা ফেলে এ বাসি ফুলে মন মজ্‌বে কেন ভাই! সরলা কুলবালা যেমন কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার প্রেমে মন-প্রাণ সঁপেছিল, তুমি তার উপযুক্ত কাজই ক'রেছ! তা বেশ ক'রেছ! একটার প্রেমে ম'জে থাকলে লোকে রসরাজ ব'ল্‌বে কেন! পাঁচ ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায় বলেই ত ভ্রমরকে লোকে

মধুকর বলে। এখন যাও, যে ফুলে মধু পাও, সেই ফুলে যাও! বলি, সে চন্দ্রাবলী-রূপ টাট্‌কা কলি ফেলে এ বাসি ফুলে আট্‌কা থাক্‌তে কি আমরা বল্‌তে পারি?

গীত।

যাও যাও নূতনে তুষিতে ভালবাসিতে।
বল টাট্‌কা ত্যজে কেন বঁধু আট্‌কা রবে বাসিতে॥
কোথায় শ্যাম ছিলে নিশিতে, এখন এলে সম্ভাষিতে,
কাজ নাই ভালবাসাবাসিতে;—
আর ভুলবনা কপট হাসিতে, ভুলবনা আর বাঁশীতে॥
মধু নাই ব্রজবাসীতে, চায় কি মন ভালবাসিতে,
তখন বঁধু ভালবাসিতে;—
যখন কুঞ্জে বাঁধা ছিলে বঁধু বসন্তে কিবা শীতে॥

কৃষ্ণ।—সখি বৃন্দে! আমি যদি সে সুখে সুখী হ'তেম, আমার চির-কণ্ঠহার রাই-কনক-পদ্মিনীকে পরিত্যাগ ক'রে যদি অন্যত্র শান্তি পেতেম, তা হলে কি রাধা নামে পাগল হ'য়ে—বাধা মাথায় ক'রে গোচারণ কর্‌তেম, না আজ কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'র্‌তেম? তোমাদের এ ব্যঙ্গ উক্তির কারণ আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। তবে গত যামিনীতে কুঞ্জে আস্‌তে পাই নাই ব'লে, কি প্রাণাধিকা রাধিকা আমার প্রতি অভিমান ক'রেছেন? সখি! আমি আস্‌ছিলেম, কিন্তু কা'ল গোষ্ঠে থেকে আসবার সময় বড় মাথা ধ'রে ছিল তাই—

বৃন্দা।—সেটা ভাই ভাগ্যের কথা! কেউ মাথা ধ'রে পায়, আমরা পায়ে ধ'রে পাইনে। এখন ও সব শঠতার কথা রেখে মানে মানে প্রস্থান কর!

কৃষ্ণ।—বৃন্দে! সত্যই কি আমার অনাগমনে হেম-কমলিনী মান-সাগরে নিমগ্ন হ'য়েছেন! আমাকে কুঞ্জে প্রবেশ কর্‌তে দাও।

যদি কোন অপরাধ না ক'রেও অপরাধী হ'য়ে থাকি, তা'হ'লে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

বৃন্দা।—কুঞ্জের দ্বার পর্য্যন্ত আস্‌তেই নিষেধ! তা আবার প্রবেশের কথা! এখন বরং দুদিন এদিক ওদিক ক'রে চালাও, রাগটা একটু প'ড়ে আসুক, তার পর দেখা যাবে!

কৃষ্ণ।—সখি! তুমি আমাকে দুদিন অন্যত্র ধৈর্য্য ধ'রে থাকৃতে বল্‌ছ!—হাঁ সখি! জল-ছাড়া হ'য়ে মীনের জীবন কতক্ষণ থাকে বল দেখি? দুগ্ধের—ধবলতা, জলের—শীতলতা,—অনলের সঙ্গে তেজের যেরূপ অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, রাধার সঙ্গেও যে সখি আমার সেই সম্বন্ধ! আমি রাধার জীবনে জীবিত! রাধা-শক্তিতে বলবান্, রাধা-বিদ্যায় শিক্ষিত, রাধা-মন্ত্রে দীক্ষিত; আমার জগৎ-সংসারই যে রাধাময়! তা'কি তোমাদের অজ্ঞাত আছে?

বৃন্দা।—যাই বল ভাই! কুঞ্জে প্রবেশ ক'র্‌তে দেওয়া একবারে নিষেধ। বিশেষ এ বেশে ত হ'বেই না। আমি যা' বলি, তা' যদি ক'র্‌তে পার, তা'হ'লে—

কৃষ্ণ।—বল বল বৃন্দে! তুমি যা' বল্‌বে, আমি তাই ক'র্‌ব।

বৃন্দা।—তবে এস কানে কানে ব'লে দিই—দে'খ যেন, ছুঁইও না, তোমার আকাচা কাপড়। (কানে কানে কথা)—

কৃষ্ণ।—(জনান্তিকে বৃন্দার প্রতি) দাও বৃন্দে! আমাকে সাজিয়ে দাও!

(বৃন্দার সহিত গমন ও যোগীবেশে প্রবেশ।)

গীত।

বৃন্দাবনানন্দময়ী রাধে চন্দ্রবদনী।
মুক্তি-মকরন্দ-অন্ধ-ভক্ত-বৃন্দ-বন্দিনী॥
চিন্ময়ী চিদানন্দ দাত্রী,　　ত্রিগুণাত্মনী ত্রিগুণধা[ত্রী]
ত্বং হি স্বাহা, স্বধা, সাবিত্রী, জগৎকর্ত্রী-রূপিণী॥

বিশাখা।—সখি চিত্রলেখা! দেখ দেখ, কেমন একটী নবীন যোগী এদিকে আস্‌ছে! আহা! কেমন নবীন নধর শ্যাম-সুন্দর মূর্ত্তিখানি। যেন চিত্রকরের লেখা, তুলি দিয়া আঁকা, নিখুঁত রূপের অপূর্ব্ব ছবি!

চিত্রলেখা।—বিধাতা সব গ'ড়ে বুঝি মাঝা খানি গ'ড়্‌তে ভুলে গিয়েছিল, তাই শেষে যেমন তেমন ক'রে সোজা ক'রে রেখেছে। নইলে অমন ধারা ভেঙ্গে ভেঙ্গে প'ড়্‌বে কেন? ভাল, দুটো কথা জিজ্ঞাসা কর দেখি—মর্ ছুঁড়ি, হাস্‌ছিস্ কেন? থাক্, তুই পার্‌বিনে। (যোগী-বেশ-ধারী কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক) প্রভু! আপনার কোথা হ'তে আগমন—কোথায় গমন হবে? আপনার কি নাম, কোথায় ধাম, দয়া ক'রে পরিচয় দেবেন কি?

যোগী।—ব্রজ-সুন্দরি! অতিথিকে যে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে নাই, একথা কি তোমরা জাননা? আমি ভিক্ষার জন্য এসেছি, ভিক্ষা পেলেই যথা ইচ্ছা চ'লে যা'ব।

বিশাখা।—ও চিত্রলেখা! কথার স্বরটা যেন চেনা চেনা ব'লে বোধ হ'চ্চে নয়? দেখি দেখি, ঠাকুর! একবার ভাল ক'রে মুখ তুলে চাও দেখি। ওমা, এ যে আমাদের সেই বাঁকা চো'কো কাল' মাণিক লো! হা আজল চ'কের কাজল টুকুও মুচে আস্‌তে নেই! ওলো এ যে আবার চূড়া ছেড়ে জটা বাঁধা হ'য়েছে!

চিত্রলেখা।—ও বিশাখা! আবার এদিকে দেখ্, বাগছালের ভিতর পীত-ধড়া। এ বহুরূপী কোথা ধরা পড়্‌লো বৃন্দে?

বিশাখা।—প্রেমের তরে রাধার দ্বারে, ভেসে দুটী নয়ন ধারে,
এখনি যে দাঁড়িয়ে ছিলে দণ্ডবৎ হ'য়ে।
এরি মধ্যে একি কাণ্ড, প্রেমের দ্বারে ক'রে দণ্ড
আরও না হয় দুই এক দণ্ড, থাক্‌তে হয় স'য়ে।

চিত্রলেখা।—

ওলো কাজ কি এতো অনুমানে, বুক্‌টা খুলে দেখ্‌না কেনে,
কেউ না পারিস্ বুকের কাপড় আমি খুল্‌ছি দাঁড়া।

(বক্ষের বস্ত্র উন্মোচন)

সখিগণ।—(হাততালি দিয়া)

রাধারাণীর দাগা ষাঁড় ঐ প'ড়েছে ধরা!—ধিক্ ধিক্ ধিক্।

গীত।

ধিক্‌হে ত্রিভঙ্গ তোমার রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে।
পিরীতের বলিহারি হে, ও চাঁদ এক দিনেতেই ফকির হ'লে?
ত্যজে রাই পদ্মের মধু, কার প্রেমে ম'জে বঁধু,
দম্‌কা পিরীতে যাদুরে, শেষে কপ্নি-সার হ'লো কপালে!

বৃন্দা।—হ'লোনা ভাই; ছুঁড়ি গুলো বড় চতুর, দেখেছে আর ধ'রে ফেলেছে।

যোগী।—তাই ত বৃন্দে! যোগী সাজা কেবল সাজা মাত্রই হ'লো।—কুঞ্জে প্রবেশ করা দূরে থাক্, লাভ মাত্র সখিদের কাছে অপ্রস্তুত হ'লেম!

বৃন্দা।—তাই ত ভাই—ভাল, আর একটী কথা—চল কানে কানে বলিগে।—

[উভয়ের প্রস্থান।

বিশাখা।—হাঁ লা চিত্রলেখা! রাই-প্রেমের নবীন যোগী অভিমানে অন্তর্দ্ধান হ'লো না কি? (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ও মা উনি কেগা? আমাদের, শ্যামা সখি নয়? না, না, সে এত রূপ পা'বে কোথা? আহা! যেন, ভুবন-আলো-করা নিখুঁত রূপের ছবি খানি!

চিত্রলেখা।—ভাল বেশকারীর হাতে প'ড়েছে কিনা।

(নরসুন্দরীর বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

বৃন্দা।—ভাল বিশাখা! একে কি জাতের মেয়ে ব'লে তোদের বোধ হ'চ্চে, বল্ দেখি!

বিশাখা।—আমার ত বোধ হ'চ্চে গোয়ালার মেয়ে। নইলে ঐ বয়সে কি অমন চলন, অত ঠাট, অত ঠমক হয়? না অন্য জাত হ'লে অমন ধারা ঘরের বা'র হ'তে দেয়?

ললিতা।—তোরা যাই বল ভাই! আমার ত বোধ হ'চ্চে সেক্‌-বার মেয়ে; নইলে অন্য জেতের মেয়ে কি অত কাল' হয়?

বিশাখা।—কেন অন্য জেতের মেয়ে বুঝি কাল' হয় না?

ললিতা।—হয়,কিন্তু অমন চুক্‌চুকে কষ্টি পাতরের মত হয় না।

বৃন্দা।—আমার বোধ হ'চ্চে—জেলের মেয়ে।

ললিতা।—কিসে বুঝ্‌লি ভাই!

বৃন্দা।—ঐ দেখ্ না, পা দু'টা যেন একটু রসা রসা বোধ হ'চ্চে। দিনরাত জলে জলে মাছ ধ'রে পা দুটীতে রস নেবেছে।

চিত্রলেখা।—সকলের অনুমানই ভুল; কিন্তু বৃন্দার অনুমানই ঠিক হ'য়েছে, জেলের মেয়েই বটে, মাছ ধরা ব্যবসাও ঠিক বটে। ও যে জালে মাছ ধরে, সে জালের নাম জগৎ-বেড় জাল। সে জালে চাঁদা পুটী কিছুই এড়ায় না! আর পা দুটী যে রসা রসা হ'য়েছে বল্‌ছ, তাও মিছে নয় বৃন্দে! ও পা নূতন রসে নাই, ও রস বাতটা ওর অনেক দিন হ'তেই আছে। শুনেছি, এক-জন বৈদ্য একবার চিকিৎসাও ক'রেছিল। সে; যে-সে বৈদ্য নয়;—ত্রিলোক শুদ্ধ লোক যাঁকে বৈদ্যনাথ ব'লে থাকে, সেই বৈদ্যনাথ একবার ঐ পা হ'তে রস বার ক'রে মাথায় রেখে-ছিলেন। ও রসের রস যে একবার পেয়েছে,—ও রসের যে কত রস, তা সেই বুঝেছে। ও রসের গুণ অন্যে কি বুঝিবে?

বিশাখা।—ওমা তাইত, ও ত আমাদেরই সেই কাল'

মাণিকই বটে! এমন ক'রে সাজ'য়েছে যে, কিছু চিন্‌বার যো নাই। এসব আমাদের বৃন্দা দূতীর খেলা। নইলে এমন ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে, ঠিক করা, কি, অন্যের কাজ? যাক্ ভাই, কেউ কিছু ব'লে কাজ নাই। যেন চি'ন্‌তে পারি নাই, সেই ভাল। এখন এসে কি বলে—ঘটক ঠাকুরুণ মহাশয় কি রকম শিক্ষা পড়া দিয়ে এনেছেন, শোনা যাক্। চিত্রে! তুই না হয় ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা কর্। আঃ মর, হাস্‌ছিস্ কেন?

চিত্রলেখা।—কি ব'লে ডাক্‌বো? আমার যে ভাই সত্যই হাসি পাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বলি হ্যাগা কষ্টিপাথরে খোদাই করা মেয়ে মানুষটী! কোন্ কারিকরের কারখানা থেকে নেবে এলে গা?

বিশাখা।—(জনান্তিকে) মর্ ছুড়ি, এখন থেকে ঠাট্টা ক'র্‌লে যে বুঝ্‌তে পার্‌বে! থাক্, তোর কর্ম্ম নয়। আমি জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) বলি হ্যাগা মেয়ে মানুষটী! তোমাকে ত বৃন্দাবনে কখনও দেখি নাই। তোমার বাড়ী কোথা গা?

নরসুন্দরী।—ওগো আমার বাড়ী এই—জগৎ নগরে।

চিত্র।—হঁ্যাগা, তুমি কি জাতের মেয়ে?

নরসুন্দরী।—ওগো আমি নাপিতের মেয়ে।

বিশাখা।—নরসুন্দরী? হঁ্যাগা, তোমার কর্ত্তাটীর নাম কি?

চিত্র।—আ, মরণ তোমার! সোয়ামির নাম বুঝি ব'ল্‌তে আছে?

বিশাখা।—তা ঠারে ঠোরে বল্‌লেও ত বুঝ্‌তে পারি, তাই কেন বলনা।

নরসুন্দরী।—এই—যার তেল হয়, আগে তাই; তার পর—পা-কে ভাল কথায় যা বলে।

বিশাখা।—পা'কে ত ভাল কথায় চরণ বলে। আর তেল হয়

ত তিলের, সরষের, তিসির, শোরগোঁজার, এর মধ্যে কোন্ চরণ ? মস্‌নে চরণ, না সর্‌ষে চরণ ?

নরসুন্দরী।—না, তা' নয়। ঐ সরষের মতই—একটু বড়।

চিত্র।—সরষের চেয়েও বড়? ওলো! হ'য়েছে রেড়ী, ভেরেণ্ডা! তোমার কর্ত্তার নাম কি রেড়ী চরণ, না, ভেরেণ্ডা চরণ ?

বিশাখা।—ওলো, রেড়িও নয়, ভ্যারেণ্ডাও নয়; সরষের চেয়ে একটু বড়—রাই। ওঁর কর্ত্তাটীর নাম রাইচরণ! কেমন গা? পরিচয় দেওয়াটীর ত বেশ যুত আছে! এসব ঘটকের শিক্ষার গুণ! বলি হ্যাঁগা? সে রাইচরণ ছাড়া হ'য়ে এমন ধারা পথে পথে বেড়াচ্চ কেন?

নরসুন্দরী।—ওগো তিনি আমাকে ত্যাগ ক'রেছেন, আমার আর দাঁড়াবার স্থান নাই।

বিশাখা।—তা এখনও ত তোমার কাঁচা বয়স, তবে কেন আর একটী—

নরসুন্দরী।—ও কথা ব'লোনা দিদি! আমার সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই আমার সর্ব্বস্ব।

চিত্র।—নাপিত দিদি বোধ হয় পোয়াতি। বলি নাপিত দিদি! মুখ দিয়ে কি প্যাচ্ প্যাচ্ ক'রে জল ওঠে, আঁচল পেতে শুতে, সোঁদা জিনিষ খেতে মন হয় কি? দেখি দেখি মাইয়ের বোঁট কাল হ'য়েছে, কি না? (স্তনে হস্ত প্রদান) ও মা! এ যে কাটের মেয়ে মানুষ গা! দেখি দেখি,—ওলো দেখ্ বিশাখা, দেখ্ দেখ্। বলি হাঁহে বৃন্দা দূতীর পোষা বহুরূপী! এ পিরীত তোমার কোন্ গুরুর কাছে শিখেছিলে? প্রেমের জন্য দণ্ডধারী, প্রেমের দায়ে নারী সাজা, এত সাজা কি তোমার কপালে ছিল! ছি, ছি, তোমার ভাব দেখে যে লজ্জায় ম'লেম।

গীত।

ভাব দেখে যে মরি লাজে, এ সাজে শ্যাম কে সাজালে।
তোমায় নারী সাজায়ে সাজা বঁধু, বল বল আজ কেবা দিলে॥

কি শোভা ব্রজ কিশোর, নাসিকায় বেসর দোলে,
যেন মকরন্দ-আশে অলি, বসে কুন্দ-কলি-মূলে॥

সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু, আধ ঢাকা অলকা জালে,
যেন দিনান্তে রক্তিম রবি, লুকায় কাল মেঘের কোলে॥

কৃত্রিম কুচ-কলিকা, ঢেকেছ কাঁচলি জালে,
তবু যে দেখা যায় হে সখা, পদের রেখা হৃদ্‌-কমলে॥

নারী বেশ ধরে নীলকায়, গোপিকায় ভাল ভুলালে।
তোমার বাঁকেবাঁকে যে চেনা হে, তাকি ঢাকে শ্যাম ঢাকা দিলে॥

তুমি যে শ্যাম বহুরূপী, কেনা জানে ভুমণ্ডলে।
এসব ছল চাতুরী লুকাচুরি, সাজ্‌বেনা গোপীমণ্ডলে॥

সবার ভাগ্যে তোমার লেখা, জানি হে শ্যাম এ নিখিলে,
মরি তোমার ভাগ্যে এ দুর্গতি, বল বঁধু আজ কে লিখিলে॥

কৃষ্ণ।—আর কেন কষ্ট দাও সখি! যথেষ্ট হ'য়েছে! তুমি আমাকে বৃন্দাদূতীর পোষা বহুরূপী ব'লে উপহাস ক'রৃছ! হাঁ সখি! আমি একা বৃন্দা সখীর কেন,—রাধার জন্য ভালবাসার ফাঁদে প'ড়ে তোমাদের সকলের কাছেই পোষা বহুরূপী হ'য়েছি। যা' বলাচ্চ—তাই বল্‌ছি, যা' করাচ্ছ—তাই করৃছি, যা' সাজাচ্চ—তাই সাজ্‌ছি, এত সাজা কেন দিচ্চ সখি?

বৃন্দা।—আহা! আর যে দুঃখ দেখা যায় না বিশাখা! এখন যাতে কমলিনীর মানের অবসান হয়, অনাবৃষ্টির পরে বৃষ্টিধারা প'ড়ে, যাতে সৃষ্টি রক্ষা হয়, তার উপায় কর্। একবার শ্রীমতীর কাছে যা দেখি। বল্‌গে, একটি নাপিতের মেয়ে এসেছে; তোমার

রাঙ্গা পা দুটীতে আল্‌তা পরাতে তার বড় সাধ, আমাদেরও সাধ হ'চ্চে। যদি কামাও ত, ডেকে আনি! যা, একটু বুঝিয়ে বল্‌গে, আমিও যাচ্চি।

(সকলে রাধিকার নিকট গমন)

বিশাখা।—বলি, হাঁগা? মান ক'র্‌তে হ'লে কি এম্‌নি ধারা মান নিয়েই থাক্‌তে হয়? ভাল, যার উপর অভিমান, মান ক'রে, নয় তার সঙ্গেই কথা না কৈলে, আমরা কি অপরাধ ক'রেছি যে, আমাদের সঙ্গেও কথা কইবে না?

রাধিকা।—কবে তোমাদের সঙ্গে কথা কই নাই?—কবে তোমাদের কথা শুনি নাই?

বিশাখা।—দেখ, একটী নাপিতের মেয়ে কামাতে এসেছে, তোমার রাঙ্গা পা-দুখানিতে আল্‌তা পরাতে তার বড় সাধ! অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছে। বল ত ডেকে আনি।

রাধিকা।—বেশ উপহাস কর্‌বার সময় পেয়েছিস্! আল্‌তা প'র্‌তে হয়, বেশবিন্যাস ক'র্‌তে হয়, তোরা কর্‌গে। আমার আবার কার জন্য বেশ-বিন্যাস।

বৃন্দা।—আল্‌তা পরা কি কেবল বেশ-বিন্যাসের জন্য? এয়ো স্ত্রী মানুষ,—তাতে নাপিতের মেয়ে যেচে কামাতে এসেছে, না কামালে যে অকল্যাণ হ'বে। পয়-অপয়ের দিকে ত চাইতে হয়! মান ক'রেছ ব'লে অমঙ্গলকে ডেকে আন্‌তে হবে নাকি? আমাদের কথা শোন, নাপিতের মেয়েকে ফিরিয়ে দিওনা, ডেকে কামাও—

রাধিকা।—তবে ডাক!

বিশাখা।—এস গো নাপিতের মেয়ে, ভিতরে এস। ভাল ক'রে কামিয়ে দাও।

নরসুন্দরী।—(স্বগত) দুঃখের পরিণামে যে সুখ, সে সুখ কি অপার্থিব, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝ্‌বে? আজ শ্রীমতী

আমার উপর অভিমানিনী হ'য়ে অধোবদনে ব'সে আছেন, এই ক্ষণ-বিচ্ছেদে আমাকে যতদূর অসুখী ক'রেছে, আবার মানের অবসানে, পুনর্ম্মিলনে যে সে অসুখ কতদূর সুখে পরিণত হ'বে, তা অনুমান কর্‌তে গেলেও শরীর আহ্লাদে পুলকিত হ'য়ে উঠে। সখী বৃন্দা কর্ত্তৃক আমার যোগীসজ্জা,—সখীগণের এই সকল প্রেম-পূর্ণ বক্রোক্তি,—এই নরসুন্দরী-বেশে রাধা পদে অলক্তক প্রদান, এক মান-ভাঙ্গার উপলক্ষে এই সকল আনন্দময় অনুষ্ঠান যে কত সুখের, তার মর্ম্ম আমি ভিন্ন আর কে বুঝ্‌বে? এই জন্যই ব্রজের মায়ায় আমাকে এত দূর মুগ্ধ ক'রেছে।

বিশাখা।—কি গো নাপিত দিদি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ? কামাতে বসো।

নরসুন্দরী।—হাঁ, বসি!

(রাধার পদে অলক্তক দান ও পদতলে কৃষ্ণনাম লিখন)—

নরসুন্দরী।—(স্বগত) আজ আমি রাধা-পদে কৃষ্ণ নাম লিখে ধন্য হ'লেম! আমি যার কাছে অনন্তঋণে ঋণী, এজন্মের কথা দূরে থাক্, জন্মান্তর-পরিগ্রহ ভিন্ন আমার প্রেমের ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না, আজ আমি সেই জগদারাধ্য রাধা-পাদ-পদ্ম-যুগল বক্ষে ধারণ ক'রে ধন্য হ'লেম। মনের সাধে রাধাপদে কৃষ্ণনাম লিখে অভীষ্ট পূর্ণ কর্‌লেম! আমি যার জন্য ব্রজে এসে, রাখাল সেজেছি,—যার নামে বাঁশী সেধেছি, যার নাম চূড়ায় লিখে মাথায় বেঁধেছি, তার পদে আশ্রয় না পেলে আমার কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য আর কিসে বৃদ্ধি হবে? স্থান-মাহাত্ম্যে অধম বস্তুও উত্তমে পরিণত হয়। খঞ্জন পক্ষী দর্শনে শুভযাত্রা হয় বটে, কিন্তু যেই খঞ্জন পক্ষীকে পদ্মদলের উপর নৃত্য ক'র্‌তে দেখ্‌লে, রাজ্য লাভ হ'য়ে থাকে। আমার কৃষ্ণ নামে জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আজ সেই কৃষ্ণ নাম রাধা-পাদপদ্মে

স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে নামের মাহাত্ম্য যে সহস্র গুণে বৃদ্ধি হ'বে, তার আর সন্দেহ নাই। ধন্যা রাধে! আজ তোমার পদস্পর্শে আমিও ধন্য হ'লেম।

গীত।

গত অপরাধে রাধে, এত দিনে মুক্ত হ'লেম।
পূরিল মনের অভীষ্ট, শ্রীপদে লিখে কৃষ্ণ নাম॥
ক্ষমা দাও হে অপরাধে, সাধনের ধন তুমি রাধে,
যে পদ ব্রহ্মাদি আরাধে, সেই পদে আজ শরণ নিলেম।
জগৎব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিকে, যে তোমায় ভাবে গোপিকে,
তার সম ত্রিজগতে আছে পাপী কে—
কে জানে রাই তব তত্ত্ব, যে তত্ত্বে জগৎ উন্মত্ত,
তুমি জীবের পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম॥

বৃন্দা।—দেখ দেখি শ্রীমতি! তোমার রাঙ্গা পা দুটীতে আলৃতার কেমন শোভা হ'য়েছে! দুটী রক্তচন্দন মাখা স্থলপদ্ম দিয়ে কে যেন পাদপদ্ম দুটী পূজা ক'রে গিয়েছে! ও পায়ের এত শোভা না হ'লে কি ভুবন-ভুলানর মন ভুলাতে পারতে?

বিশাখা।—দিব্য আলৃতা পরান হ'য়েছে! ওকি? পায়ের তলায় কেমন কারিগরি ক'রেছে দেখ! বাহবা রে নাপিত দিদি!

রাধিকা।—বিশাখা! তোদের কথায় কামালেম আলৃতা পরলেম, সেই যথেষ্ট। তার উপর আবার কারিগরি কেন? কৈ দেখি—(পদতল দৃষ্টি করিয়া) একি—বৃন্দে! আমার পায়ে কৃষ্ণ-নাম লেখা হ'লো কেন? বুঝেছি, সেই কপট—সেই প্রতারক,—সেই নারী-ঘাতককে তোরাই নরসুন্দরী সাজিয়ে এনেছিস্। নইলে এত চাতুরী, এত ছলনা আর কে জানে? এমন ক'রে, অমৃত ব'লে বিষ খাওয়াতে,—এমন ধারা রত্নহার ব'লে কাল-ভুজঙ্গ কণ্ঠে জড়িয়ে দিতে কে জানে? আগে আদর ক'রে

আকাশের চাঁদ হাতে দিব ব'লে, শেষে কুম্ভকারের মৃত্তিকার মত মাথায় করে এনে পদে দলিত ক'র্‌তে কে জানে! সখি! আমি জান্‌তেম, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণাধিক ধন পেয়েছি; কপ-টের মায়া বুঝ্‌তে না পেরে, ভাব্‌তেম, বিধাতা কেন আমাদের দেহ ভেদ ক'রেছেন, যেমন ছুটী প্রাণে একটী হ'য়েছে, তেম্‌নি কেন ছুটী দেহ মিলে একটী হ'ল না! যেমন ভাব্‌তেম, তেমনিই দেখ্‌তেম। সেই কপট প্রেমের ফাঁদে প'ড়েই লোক-নিন্দা, গুরুগঞ্জনা, সব বুক পেতে স'য়ে, কুল মান সব ছেড়ে কুল-ত্যাগিনী হ'লেম! কপটের হৃদয় যে এমন কালকূটে ভরা, তা' যদি আগে জানতেম, তা' যদি সখি, আগে বুঝ্‌তেম, তা'হ'লে কি এমন ধারা পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতেম! তোরা বল্‌ছিস্, আমি মান ক'রেছি; হা সখি! আমার কি আর মান আছে? আমি কুলবালা হ'য়ে যেদিন রাখালের হাতে কুলমান সঁপে দিয়েছি, সেই দিনেই সখি আমি সকল মান হারিয়েছি। অবশিষ্ট কেবল—যাতনাময় প্রাণটা ছিল, তাও তোরা রাখ্‌তে দিবি নে,—তাতেও তোরা বাদী হ'লি! এখনও তোদের পায় ধ'রে বল্‌ছি, ও কপট—ও লম্পট—ও শঠ-শিরোমণিকে আমার কুঞ্জ হ'তে বিদায় ক'রে দে। নৈলে এখনই তোদের সম্মুখে আত্মঘাতিনী হ'ব।

বৃন্দা।—(জনান্তিকে কৃষ্ণের প্রতি) হ'লনা ভাই, হিতে বিপরীত ঘটল! এ মন্ত্রে ত বিষ নাব্‌ল না! এখন যা ভাল বোঝ, তাই কর।

নরসুন্দরী।—তবে সখি আমি বিদায় হ'লেম! এ জীবনের মতই চল্লেম! এই বিদায়ই আমার শেষ বিদায়! তবে সখি! যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই, তোমাদের প্রিয় সখি রাধিকাকে ব'লো, এ জীবনে বোধ হয় আর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'বে না। যদি পারি—জন্মান্তরে তাঁর ঋণ পরিশোধ ক'র্‌ব!

আর সখি! তোমাদেরও একটী কথা বলি, যদি কখনও কোন অপরাধ ক'রে থাকি, অনুগত বলে ক্ষমা কর। আজ আমি জঘন্য দাসত্ব-জীবিনী নরসুন্দর-রমণী-রূপে যে অলক্তক দ্বারায় রাধাপদে কৃষ্ণনাম লিখেছি, সে অলক্তক আমার হৃদয়ের হৃদয়ের শোণিত, আমি হৃদয়-শোণিত দ্বারা, রাধাপদে কৃষ্ণনাম লিখেছি। সে লিখন—যুগ-যুগান্তেও লয় হ'বে না। হয় ত, আমি লয় হ'ব,—শত সহস্রবার লয় হ'ব, কিন্তু এই রাধাপদে অঙ্কিত কৃষ্ণনাম কখনও লয় হ'বে না। এখন সখি চল্লেম, যাবার সময় কেঁদে চল্লেম; কিন্তু এই রোদনের ভাগী একদিন তোমাদের সখীকেও হ'তে হ'বে।

বৃন্দা।—যা'হ'ক্ মেনে,—ধন্যা রাধে! ধন্য তোর কঠিন প্রাণ! মান অভিমান—অনেক দেখেছি বটে! কিন্তু এমন সৃষ্টি-ছাড়া মান ত কখনও দেখি নাই। হা শ্রীমতী! যাকে পাবার জন্য মাসাবধি সঙ্কল্প ক'রে, কাত্যায়নী ব্রত ক'র্‌লি, যার জন্য কুল মান সব ছাড়্‌লি, যাকে চক্ষুর পলকে হারাতিস্, আজ চ'ল্লো—তোর সেই হৃদয়ভরা ধন কেঁদে চ'ল্লো!

রাধিকা।—কেন বৃন্দে আমাকে বিনা দোষে গঞ্জনা দিচ্ছিস্? যে দোষী, তাকে নির্দ্দোষ কর্‌লি, আর নিরপরাধিনী হয়েও আমি তোদের তিরস্কারের পাত্রী হলেম; বল্ দেখি বৃন্দে! যার হাতে জীবন, যৌবন, জাতি, কুল, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা যায়, যাকে প্রাণা-পেক্ষা ভালবাসার ধন—জীবনের সর্ব্বস্ব জেনে, যার জন্য কুল, মান, ছেড়ে, লোকনিন্দা, গুরুগঞ্জনা বুক পেতে সহ্য করা যায়, সে যদি কপটতা করে, সে যদি অন্যে রত হয়, তা হলে কি সখি সে মর্ম্মযাতনা রাখ্‌বার স্থান থাকে? এখন সখি! তোদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, আমাকেও ঐ সঙ্গে বিদায় দে, আমারও এ জীবনের সকল সুখের—সকল সাধের শেষ হয়েছে,আর এ যাতনা-

ময় জীবন রাখ্‌ব না ! আমার ননদী শাশুড়ীকে বলিস্, তোমাদের কথা না শুনে—তোমাদের নির্ম্মল কুলে কালী দিয়ে, রাধা যেমন কপট কালার প্রেমে প্রাণ সঁপে ছিল, আজ তার প্রকৃত প্রতিফল পেয়েছে; যাকে অমূল্য নিলমণি-হার ভেবে কণ্ঠে ধরেছিল, সেই কণ্ঠহারই আজ কাল ভুজঙ্গ হয়ে তার বক্ষে দংশন করেছে, যেমন পাপ তেমনই প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে ! এখন তোরা আমায় জন্মের মত বিদায় দে, আমি যমুনার কাল জলের কাল তরঙ্গে এ কালভুজঙ্গের দারুণ বিষের জ্বালা শান্তি করিগে।

নরসুন্দরী।—(স্বগত) না আর এ প্রচ্ছন্ন বেশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণাধিকা রাধিকার কাতরোক্তি শুন্‌তে পারিনে, এ প্রচ্ছন্ন বেশ পরিত্যাগ করে, সেই বেশে—আমার যে বেশে ব্রজবাসী মুগ্ধ। বৃকভানু কুমারী আমার যে বেশ ভাল বাসেন, সেই ধড়া চূড়াধর, রাখাল বেশে প্রাণাধিকার পদে ধরে মানভিক্ষা করিগে—(নরসুন্দরী বেশ পরিত্যাগ করিয়া রাধিকার পদ ধারণ পূর্ব্বক) প্রাণাধিকে ! জীবিত-সর্ব্বস্বে ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ! আমি তোমার চিরদাস, এই বৃন্দাবনে গোচারণ, মস্তকে বাধা ধারণ, কখন কদম্বমূলে, কখন যমুনাকূলে, কখন বনে, কখন গোবর্দ্ধনে রাধা রাধা ব'লে বংশীবাদন, সকলই যে রাধে তোমারই জন্য ! তুমি আমার দেহের শক্তি, আত্মায় আত্মা, জগতের সার, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ! দুগ্ধের সঙ্গে—ধবলতা, জলের সঙ্গে—শীতলতা, অনলের সঙ্গে—তেজের যেরূপ অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, তোমার সঙ্গেও যে আমার সেই সম্বন্ধ রাধে ! তুমি আধার আমি আধেয়। তাই বলি আর যন্ত্রণা দিও না, দাস ব'লে—রাধাপদের চির-সেবক—রাধা-মন্ত্রের চির উপাসক ব'লে প্রসন্ন হও। একটীবার কথা কও—একটীবার মুখ তুলে চাও—তোমার বদনচন্দ্রকে মানরাহু মুক্ত দেখে আমার চিত্ত চকোর চরিতার্থ হ'ক্।

বৃন্দা।—এইত মান-ভঙ্গের শেষ উপায়! যার বাড়া নাই—পায় ধরা পর্য্যন্ত হল! তবু কি রাধে! মান গেল না? পাষাণ হৃদয় কি সত্যই পাষাণে বাঁধ্‌লি? পর্ব্বতের শিলাময় অঙ্গ হ'তেও কোমল লতার উৎপত্তি হয়, সেই কঠিন শিলা হ'তেও নির্ঝর বারি পতিত হয়, তোর হৃদয়ে কি মমতা-লতা অঙ্কুরিতও হ'ল না? দয়া নির্ঝরিণী হ'তে কি, বিন্দুপাতও হ'ল না? তোর হৃদয় কি পাষাণ হ'তেও কঠিন! তোর কমলে জন্ম; লোকেও তোকে কমলিনী বলে, কমলিনী যে এত কোমল, তা আগে জানৃতেমনা, এখন বুঝ্‌লেম, কোমল ধুম-স্তুপময় মেঘমণ্ডল হ'তেই বজ্রপাত হ'য়ে থাকে, রত্নখনিতেই কাল সর্প বাস করে, রত্নাকর সাগর-গর্ভেই হাঙ্গর কুম্ভীরের বাস! তবে, আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, মহতের দোষ গুণ বিচারে আমাদের অধিকার নাই। সহস্র হাঙ্গর নক্র থাক্‌লেও সমুদ্রকে কেউ রত্নাকর ভিন্ন কুম্ভীরালয় ব'ল্‌বে না, কোটী কোটী কালসর্প থাক্‌লেও মণিখনিকে কেউ ফণী মন্দির বল্‌বেনা আর পাষাণ হ'তেও পাষাণ-হৃদয়া হ'লেও রাধে! তোমাকে কমলিনী না ব'লে কেউ পাষাণী ব'ল্‌তে পার্‌বে না। তুমি কমলিনী কমলিনীই থাক, মানিনী মান' নিয়েই থাক, আমাদের এখন মানে মানে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু রাধে! সর্ব্বস্ব তরণীতে বোঝাই ক'রে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে সাধ ক'রে নৌকা ডুবালে যে তরিই ডোবে তা' নয়, আরোহীকেও ডুব্‌তে হয়, যদিও কোন গতিকে সাঁতার দিলে পারে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু যা কিছু বোঝাই থাকে তা' আর পায়না। তুই যে তরিতে জাতি, কুল, মান্, শীল জীবন, যৌবন যথা-সর্ব্বস্ব বোঝাই দিয়ে, পারে যা'ব ব'লে অকুলে তরি ভাসিয়েছিলি, আজ মাঝ গাঙ্গে এসে সাধ ক'রে সে তরি ডুবালি! তোর বোঝাই মাল ত পয়মাল! শেষে প্রাণ নিয়ে সামাল সামাল প'ড়্‌বে! পর পারে যাবার ত আশাই নাই, যদি কোন গতিকে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কুলে উঠ্‌তে পারিস,

তা'হ'লেও কুল, শীল, মান, সব হারিয়ে শেষে ঐ পোড়া মানের বোঝা মাথায় ক'রে দুয়ারে দুয়ারে ফির্‌তে হ'বে। তখন আর কমলিনী ব'লে কেউ ফিরে চাবে না। একের অভাবে সব হারাবি রাধে—সব হারাবি! তোকে অধিক আর কি ব'ল্‌ব, তোকে ধিক্! তোর মানে ধিক্! তোর কঠিন প্রাণকেও ধিক্!! অধিক বাড়াবাড়ি কিছু ভাল নয় রাই—কিছু ভাল নয়!

গীত।

সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্ (অধিক কিছু ভাল নয় রাই)
অতি দর্পে হতা লঙ্কা, রাবণ বংশ নিধন।
অতি দানে বদ্ধ বলি পাতালেতে গমন॥
(অধিক কিছু ভাল নয় রাই)—তাই বলি রাই——
তোরে ধিক্‌লো রাধে!
তোরে ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ লো তোরে ধিক্‌লো রাধে!
ছার মানে অতুল ধনে ধরালি পায় সাধে সাধে॥
ক'রে কত কঠিন ব্রত যে ধন পেলি হৃদে!
(ব্রজে ক'রে কাত্যায়নীর সাধন) যে ধন পেলি হৃদে।
(সে দিন মনে কি তোর নাই লো ধনি) যে ধন পলি হৃদে।
কোন্ পরাণে অযতনে সে রতনে ঠেল্‌লি পদে॥
যতন ক'রে হৃদে ধ'রে রাখ্‌লি যে শ্যাম চাঁদে।
(যে চাঁদ জগৎ আলো ক'রেছিল)
(হ'লি কলঙ্কিনী যার তরে রাই)
চেয়ে দেখ্ তোর সেই নীলরতন চরণ ধ'রে সাধে॥
করিস্‌না রাই গুরু দণ্ড লঘু অপরাধে।
(ছি ছি এমন পাষাণ হ'স্ না ধনি)
(ও রাই এমন দিন ত তোরও আছে)
কাঁদালে কাঁদিতে হয় রাই এত ব্যক্ত নিগম বেদে॥

বৃন্দা।—কৈ রাধে! এখনও মান গেলনা, ভাল তোমার মান নিয়েই তুমি থাক! (কৃষ্ণের প্রতি) ওহে কালাচাঁদ! আর কেন ভাই মান ভাঙ্গ্‌তে এসে নিজের মান হারাও! মেয়ে মানুষের পায়ে ধরা কি তোমার শোভা পায়? লোকে শুনূলে বল্‌বে কি? লোকের কাছে যে মুখ দেখান ভার হ'বে!

কৃষ্ণ।—সখি বৃন্দে! রাধার পায় ধর্‌তে আমার লজ্জা কি? তুমি বল্‌ছ, লোকের কাছে আমার মুখ দেখান ভার হ'বে, কিন্তু আমি ত জানি, রাধার পদে ধরাতে আমার মুখ আরও উজ্জ্বল হ'বে।

বৃন্দা।—ওমা! কি বলে গো! এমন মেয়েমুখো পিরীত-কাঙ্গলা পুরুষ ত কখনও দেখি নাই। এস আমার সঙ্গে এস (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) দেখ আর রাধার কুঞ্জে এসনা—আর রাধা নাম ক'রনা—রাধা ব'লে ব্রজে কেউ ছিল, তা আর মনে ক'র' না—রাধা নাম একবারে ভূলে যাও। তুমি পুরুষ মানুষ, বেঁচে থাক্‌লে অমন রাধা কত মিল্‌বে। এখন যে দিকে দুটী চক্ষু যায়, সেই দিকে যাও, আর মান হারাতে থেকনা। ওকি, অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলে যে, যাওনা—

কৃষ্ণ।—কোথায় যাব বৃন্দে! রাধা ছাড়া হ'য়ে, পদ যে আর পদ মাত্র গমনে সমর্থ হচ্চে না।

বৃন্দা।—কেন? গায়ে কি শক্তি নাই? তবে এত কাল লোকের ভাঁড় ভেঙ্গে ক্ষীর সর্ ছানা ননী খেলে কেন?

কৃষ্ণ।—চ'লে যাবার শক্তি আর কৈ আছে বৃন্দে! আমার সর্ব্বশক্তিময়ী রাধাশক্তি অভাবে আমি যে শক্তি-সামর্থহীন জড়-পদার্থ মাত্র, তাকি তোমরা জাননা সখি?

বৃন্দা।—ওসব ছেঁদো কথা এখন রেখে দাও! তোমার ও পায় ধরা মন্ত্রে বিষ নাম্‌বে না। দেখ্‌ছ না, মানের বিষ মাথায়

উঠেছে! (স্বগত) এখন আমার ওষুধের গুণ ধরে কিনা দেখি! (প্রকাশ্যে) কৈ, এখনও গেলেনা? দেখ, যেচে মান আর কেঁদে প্রেম, কোন কাজেই লাগেনা। ও রাজার মেয়ে—রাই ধনী, ও তোমার মত রাখালের সঙ্গে প্রেম ক'র্‌বে কেন? যদি না বুঝে এক সময় এক কাজ ক'রেই থাকে, তাই কি চিরকালই ক'র্‌তে হ'বে? ও যদি প্রেম না করে, তুমি কি জোর ক'রে প্রেম করাবে নাকি? যাও,—আর প্রেম ক'র্‌তে হ'বে না, যা করেছ যথেষ্ট হ'য়েছে, এখন যাও (হস্তধারণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া) দেখ, এইখানে চুপ্ ক'রে ব'সে থাক, আমি না ডাক্‌লে যেও না!

কৃষ্ণ।—বৃন্দে! তুমি কখন্ ডাক্‌বে?

বৃন্দা।—ওঃ, খ্যাঁচ্‌কা দেখ! চুপ্‌টী ক'রে ব'সে থাক, আমি না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যেও না। দে'খ যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হ'য়ো না, চুপ্ ক'রে ব'সে থাক।

(কৃষ্ণকে লুকাইয়া রাখিয়া বৃন্দার পুনঃ প্রবেশ)

চিত্রলেখা।—বৃন্দে! আমাদের কালাচাঁদ কি অভিমান ক'রে চলে' গেলেন।

বৃন্দা।—গেলেন বৈ কি? আমি কত বল্লেম, কত বুঝালেম;— বল্‌লেম, অত অধীর হও না, দুদিন একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক, কিন্তু তা শুন্‌লেন কৈ—

চিত্রলেখা।—যাবার সময় তোমাকে কোন কথা ব'লে গেলেন না?

বৃন্দা।—বেশী কথা কিছুই নয়, কেবল আমার দুটী হাত ধরে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কাঁদ্‌লেন, তার পর কি যেন বল্‌ব বল্‌ব মনে ক'রে আমার মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু বলা হ'লো না; মুখের কথা মুখেই থাক্‌ল। কি যেন কেমন হ'য়ে কণ্ঠ রোধ হ'য়ে

এলো, আস্তে আস্তে হাতদুটী ছেড়ে দিয়ে কতক দূর চ'লে গেলেন। আবার ফিরে এসে, অতি কষ্টে—যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে, অতি আস্তে আস্তে এই ক-টী কথা বল্‌লেন, "সখি বৃন্দে! আশা বড় মধুর-ভাষিণী; আশাই জীবের জীবন, আশাই মৃত্যু-সঞ্জীবনী মহা-মন্ত্র! আমার আশার শেষ হ'য়েছে, আমি চল্লেম, আর বৃন্দাবনে আস্‌ব না—আর সুখের আশা ক'রে এ জীবনে এ হৃদয়ে অন্য কাউকে স্থান দেবনা। যত দিন বাঁচ্‌ব, তত দিন এ হৃদয়-মন্দিরে আমার চিরপ্রতিষ্ঠিত প্রেমময়ী রাধা-মূর্ত্তিই বিরাজ ক'র্‌বে, চির দিন চক্ষুর জলে সেই মূর্ত্তিরই পূজা ক'র্‌ব, আর জীবনের অবশিষ্ট দিন ক-টা বনে বনে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে শেষ-জীবনে বৃন্দাবনে এসে রাধা-কুঞ্জের দ্বারে রাধা রাধা ব'লে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌ব।" এই ক-টী কথা ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যমুনা পার হ'য়ে চলে' গেলেন! যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি চল্‌লো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দে'খ্‌লেম। তার পর দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের গোকুলের চাঁদ, অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়্‌লেন! আর এ আঁধার গোকুলে—এ শূন্য বৃন্দাবনে কাজ্ কি, সখি! চল আমাদের যে দিকে দুটি চক্ষু যায়, সেই দিকে চ'লে যাই।

রাধিকা।—(স্বগত) হায়! আমি ক'র্‌লেম কি? আমি পিশাচী না রাক্ষসী, ছার মানের জন্য আজ প্রাণের ধনকে পায় ধরালেম, শেষে কাঁদিয়ে বিদায় করলেম! যাবার সময় বৃন্দা সখীর হাতে ধরে কেঁদে গিয়েছেন, "আজ হ'তে আমার সকল—সুখের শেষ হলো—এ হৃদয়ে আমার চির-প্রতিষ্ঠিত রাধা-মূর্ত্তি চিরদিন বিরাজ ক'র্‌বে, চক্ষুর জলে সেই মূর্ত্তির পূজা ক'র্‌ব, শেষ জীবনে আর একটী বার বৃন্দাবনে এসে রাধাকুঞ্জের দ্বারে রাধা রাধা ব'লে প্রাণ ত্যাগ ক'র্‌ব" এ কথা শুনলে কি আর অভিমান থাকে? কেন আমার এ কুমতি হ'লো, কেন আমি সেই রাধাগত-

জীবন—জীবন-সর্ব্বস্ব ধনকে অন্যে রত ভেবে অভিমানে কথা কৈলেম না। যে রাধা নামে পাগল, যার রাধা ধ্যান, রাধা জ্ঞান, সে কি অন্যে রত? যে আমার পায় ধ'রে সেধেছে—বৃন্দাসখীর করে ধ'রে কেঁদেছে, সে কি অন্যে রত? "এ হৃদয়ে আর কেউ স্থান পাবে না, এ মন্দিরে আমার চির-প্রতিষ্ঠিত রাধা-মূর্ত্তিই চিরদিন বিরাজ ক'র্বে," যে এ কথা ব'লেছে, যে আমার অনাদরে সংসার-ত্যাগী হ'তে প্রস্তুত, চিরদিন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে, অন্তিম জীবনে একটীবার বৃন্দাবনে এসে রাধাকুঞ্জের দ্বারে রাধা রাধা ব'লে প্রাণত্যাগ ক'র্ব ব'লে যে বৃন্দাবন হ'তে চির বিদায় হ'য়েছে, আমি সেই রাধাগত-জীবন শ্যামসুন্দরকে অন্যে রত ভেবে, অভিমানে অনাদর ক'রেছি! পায় ধ'রে সেধেছে, তবু কথা কই নাই? শেষে কি না কাঁদিয়ে বিদায় ক'রেছি! সখীরা আমাকে কত বুঝিয়েছে, ওদের কথাতেও কর্ণপাত করি নাই! এখন যে প্রাণ যায়, একথা কার কাছে বলি? অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে সখীদেরও কত অপমান ক'রেছি, আর কি ওরা আমার কথা শুনবে? আর কি কান্তকে আমার ফিরায়ে আন্‌তে যাবে? বলি—একটীবার বৃন্দাকে বলি, ক্ষমা চাইব—মিনতি ক'রে সাধ্‌ব! শেষে পায় ধ'রে কাঁদব, তবু কি দয়া হ'বে না, (প্রকাশ্যে) বৃন্দে! ও বৃন্দে! সখি! প্রাণাধিকে!

বৃন্দা।—(স্বগত) ধরেছে ওষুধের গুণ ধ'রেছে! (প্রকাশ্যে) কে গা? কে কা'কে প্রাণাধিকে ব'লে ডাক্‌ছে গা? রাধিকে? শ্রীমতি রাধিকে? কাকে প্রাণাধিকে বল্‌ছ গা?

রাধিকা।—যাকে চিরকাল ব'লে আস্‌ছি, সেই প্রাণাধিকা সখী বৃন্দাকে বল্‌ছি!

বৃন্দা।—বলি, ওটা আদর করা হ'চ্চে, না গা'ল দেওয়া হ'চ্চে? কথাটা যে ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লেম না?

রাধিকা।—কেন বৃন্দে! প্রাণাধিকা ব'ল্‌লে কি গা'ল দেওয়া হয়?

বৃন্দা।—গা'ল ব'লে গা'ল, গুরুতর গা'ল! অন্যে ব'ল্‌লে অবশ্য আদর করাই বুঝায়, কিন্তু তুমি প্রাণাধিকে ব'লে ডাক্‌লে বড়ই অপমান করা ব'লে বোধ হয়। যে প্রাণের অধিক, তাকেই ত প্রাণাধিক বলে? একে ত তোমার প্রাণই পাষাণে গড়া, তাতে দয়া নাই—মায়া নাই—স্নেহ নাই—মমতা নাই—অনুরাগ নাই, ক্ষমা নাই! যা' যা' ভাল, তার কিছুই নাই, যা' যা' মন্দ, তার সবগুলিই আছে। আমরা কি তোমার সে প্রাণ হ'তেও অধিক! একি গা'ল দেওয়া নয়?

রাধিকা।—আমায় ক্ষমা কর বৃন্দে! সত্যই আমার মতিচ্ছন্ন ঘ'টেছিল। আমি নিতান্ত প্রেত-পিশাচীর মত কাজ ক'রেছি। আমি অপরাধিনী, আমাকে যা ব'ল্‌বি, নীরবে সহ্য ক'র্‌তে হ'বে। আমি তোকে প্রাণাধিকা ব'ল্লেম, আমার সময়-দোষে সেকথা দুর্ব্বাক্যে পরিণত হ'ল! আমি ত তোকে আমার প্রাণের অপেক্ষা নিষ্ঠুর, পাষাণ, কি কঠিন বলি নাই; প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তাই প্রাণাধিকা ব'লে ডেকেছি।

বৃন্দা।—এ যে আরও গুরুতর কথা হ'লো রাধে! তোমার প্রাণাধিক হওয়ার পরিণাম ত এই হাতে হাতেই দেখ্‌লেম;—তুমি যাকে সংসারের সার—দেহের জীবন—জীবনের সর্ব্বস্ব ভেবেছ, প্রাণাধিক ত সামান্য কথা, যে প্রাণাধিক হ'তেও তোমার আদরের বস্তু ছিল, সেই প্রাণাধিকাধিক ধনের আজ কি দুর্গতি ক'র্‌লে বল দেখি! পায়ে ধরালে—কাঁদালে—শেষে অনাথের মত বৃন্দাবন হ'তে বিদায় ক'র্‌লে! জানি, আপনার বস্তু অন্যে অধিকার ক'র্‌লে,—সেরূপ স্থলে, রাগ, অভিমান হ'তে পারে, কিন্তু সে রাগে কি পূর্ব্বরাগ পর্য্যন্ত লোপ হয়? রাগের কি আর শান্তি নাই?

অপরাধের কি রাধে ক্ষমা নাই? বলি, চন্দ্রোদয়ে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, সেই সঙ্গে কহ্লার, রজনীগন্ধা, সন্ধ্যামনী, এমন কি ঝিঙ্গের ফুল পর্য্যন্ত ফুটে থাকে, আর চাঁদও তাদের সকলকে সমান ভাবে বুকভরা সুধা দিয়ে মুখভরা হাসি হাস্‌তে থাকে, কিন্তু কৈ, তা' বলে ত কেউ চাঁদকে কুমুদনাথ না ব'লে, ঝিঙ্গের ফুল-নাথ বলেনা। কুমুদনাথ যদি ঝিঙ্গের-ফুল-নাথ না হয়, তা' হ'লে, রাধানাথও চন্দ্রাবলী-নাথ হ'বে না। বলে "গোপ্তা পিরীত ফাকে ফাকে, যার বস্তু তারই থাকে" এসব ক্ষুদ্র কথা, আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীতেই বোঝে! তোমাদের বড় প্রাণের বড় ভালবাসা, সুতরাং তার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। তোমার ভালবাসার পাত্র হওয়া আর নদীকূলের বৃক্ষ হওয়া, সমান কথা! সময়ে বুক ফুলিয়ে মূলে জলসেক ক'রে ভালবাসা দেখাতেও যেমন, আবার কুটীল স্রোতে ডালেমূলে ভেঙ্গে অকূলে ভাসিয়ে দিতেও তেম্‌নি! তাই বলি রাধিকে! আর প্রাণাধিকে ব'লে ভয় দেখিও না, এখন বিদায় দাও—সময়ে সুপথ দেখি, সুপথ পা'ব ব'লেই তোমার শরণ নিয়েছিলেম, কিন্তু তুমিই যখন পথ হারালে, তখন আর উপায় কি? পথ-দর্শক যদি পথ হারায়, তা' হ'লে তার সঙ্গীরা যে পথ হারাবে, সে কি বিচিত্র কথা?

রাধিকা।—বৃন্দে! অমি কি তোদের পথ দেখিয়ে আন্‌তে আন্‌তে পথ ভুলে বিপথে এনে বিপদে ফেলেছি? কিন্তু বল্ দেখি বৃন্দে! এ পথ কে দেখিয়েছিল? সেই বাঁকা রূপ আঁকা চিত্রপট যদি চিত্রলেখা না দেখা'ত, তা'হ'লে কি এ ফাঁদে পড়্‌তেম? এ প্রেমের পথ কি তোরাই দেখাস্ নাই?

বৃন্দা।—হাঁ পথটা দেখান আগে আমাদেরই বটে! ভেবে-ছিলেম, তোমা হ'তে আমাদের পথের বিপদ বিনাশ হ'বে, তুমি আমাদের পথের কণ্টক দূর ক'রে অগ্রে অগ্রে গমন ক'র্‌বে, আর

আমরা নব রঙ্গিনীর সঙ্গিনী হয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ক'র্‌ব। যদি বল, যে পথ দেখাতে জানে, সে কি পথ চেনে না? তা রাধে! আমরা পথ চিনি বটে, কিন্তু একাকী সে পথে যাবার সাধ্য নাই! কারণ, সে পথে বড়ই বিঘ্ন বাধা! সেই বাধা-নাশের জন্যই রাধা-পদে শরণ-গ্রহণ! বলি, অযোধ্যা হ'তে মিথিলা-গমনের পথ কি, বিশ্বামিত্র চিন্‌তেন না? তিনি সরল পথটীও চিন্‌তেন, বক্র পথটীও চিন্‌তেন; কিন্তু সরল পথটী বিপদসঙ্কুল ব'লেই তিনি রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে ল'য়ে সেই দুর্গম তাড়কাশ্রমের পথে গমন ক'রে-ছিলেন, রাম লক্ষ্মণও তাঁর পথের কণ্টক তাড়কা রাক্ষসীকে বিনাশ ক'রে সে পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়েছিলেন। আমরাও যে রাধে! সেই আশাতেই তোকে পথ দেখিয়ে পাছে পাছে যাচ্ছি-লেম, কিন্তু তোমার যে এমন ভুলো লাগবে তা ভুলেও ভাবি নাই। তা বুঝ্‌তে পার্‌লে তোকে অগ্রে ক'রে এমন ধারা কুলের বা'র হ'তেম না। কিন্তু রাধে, আমরা ত তুফানে প'ড়ে ভেসে চল্লেম, তোমাকেও একদিন দিশে ছাড়লে দেশে দেশে ভেসে বেড়াতে হ'বে।

রাধিকা।—আর কেন গঞ্জনা দিস্ সখি! কান্তকে আমার ফিরিয়ে আন। তোদের কাছে ক্ষমা চাচ্চি, পায়ে ধর্‌ছি!

বৃন্দা।—বস্! সোজা কথা বল্‌লেন আর কি! "কান্তকে আমার ফিরিয়ে আন" একেই বলে "গোড়া কেটে আগায় জল।" দেখ, একটা জিনিষ, গ'ড়ে পিটে ঠিক করাই কঠিন! ভাঙ্গ্‌তে অনেকেই পারে! এসব যোগাযোগের মূলই ত আমরা! তা চিত্র-লেখার চিত্রপটের গুণই হ'ক, বা বৃন্দার ব্রহ্মবাক্যের গুণই হ'ক্, ঘটনার মূলত আমরাই! কত কথা বলিয়ে—কত ক'রে কলিয়ে—আদর দিয়ে গলিয়ে—প্রেমের ছাঁচে ঢালিয়ে—রসের রসান ফলিয়ে, পিরীত দিলেম গ'ড়ে! এখন মানও নেই, যশও নেই, আম-রাই থাকলেম প'ড়ে। আর, মান মহাশয় এসে—বুকের মাঝে ব'সে,

রস কস সব চুষে—বাঁধ্‌লেন বুক ঠেসে—পিরীত গেলেন কেঁসে। মান মহাশয়ের যশে—উঠ্‌ল ভুবন ভেসে—এখন তিনিই হ'লেন বুকের মাণিক আমরা পড়ি খ'সে! আয়না লো বিশাখা, দুটকথা যোগান দিসে। ওকি ফ্যাল ফ্যালিয়ে চাও কেন রাই ভেঙ্গেছে কি দিশে? তা বেশ, যে গড়া জিনিষ ভেঙ্গে দিলে, তার নাম হলো মান, আর যারা গড়ে' পিটে ঠিক ক'রে দুটী প্রাণে এক ক'রে দিলে, তাদের হ'লো অপমান! এ ত কালের মতই কাজ ক'রেছ রাধে! এতে আর দুঃখ কি? আমরা হ'য়েছি তোমার কাঁথা-শিঙ্গান স্ুঁচ, সে যেমন আপন পাছায় ছিদ্র করে, নিজের পাছায় দড়ি দিয়ে পরের ছেঁড়া জোড়া দিয়ে মরে, আমরাও তেমুনি, নিজের কুলে ছিদ্র ক'রে, কলঙ্কের দড়ি পাছায় দিয়ে, তোমাদের ছেঁড়া পিরীত জোড়া দিয়ে বেড়াচ্চি, তার পুরস্কার—এই তিরস্কার! এ কার দোষ রাধে! কপাল! সব আমাদের কপাল!

রাধিকা।—এখনও কি তোর রাগ যায় নাই বৃন্দে! আর যে সয়না, কান্ত আমার কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এতক্ষণ হয় ত কতদূর চ'লে গিয়েছে!

বৃন্দা।—এতক্ষণ? এতক্ষণ কতদূর! হাঁট্‌ছে কি কম! (জনান্তিকে) বসে ত ওঠেনা, পিছয় ত এগোয় না, এক পা এগোয় ত সাত পা পিছয়! হন্‌ হন্‌ ক'রে চল্‌ছে।

রাধিকা।—তবে সখি! আর বিলম্ব করিস্‌নে; প্রাণ বড় জ্বল্‌ছে! আমার মাথার দিব্বি, রাগ ত্যাগ কর্‌, আমি তোদের পায়ে ধ'র্‌ছি—দাঁতে তৃণ ক'র্‌ছি—আমায় ক্ষমা কর্‌। আর কিছু বলিস্‌নে, যত শীঘ্র পারিস্‌ কান্তকে আমার ফিরা!

গীত।

ফিরাগো সজনী আমার, হৃদয়-মণি রাখাল-রাজে।
হ'লে কৃষ্ণ বৈমুখ, এ পোড়া মুখ কেমনে দেখা'ব ব্রজে॥

যার জন্য অভাগিনী, ব্রজে কলঙ্ক-ভাগিনী,
সাধনা ক'রে গিরিজায়, পেয়েছিলে হৃদয়-রাজায়,
সে অন্ধ কেঁদে যায়,—
আমি কুল মান সব সঁপেছি যায়, তার উপর মান কি সাজে।

বৃন্দা।—নিতান্তই ফিরাতে হ'বে? গিয়েছে যাক্! আর কেন? দু'দিন মনকে একটু বুঝিয়ে রাখ,তারপর আপনিই সব ভুলে যাবে!

রাধিকা।—তোরা না আমার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী! তবে সখি! আজ আমার প্রাণের যাতনা কেন বুঝ্‌ছিস্‌নে?

বৃন্দা।—আমরা বুঝে আর কি ক'র্‌ব; তুমি আপনি যা বোঝ সেই ভাল। আমরা দাসী বাঁদীর সামিল, কেবল হুকুম তামিল্ ক'র্‌তেই আছি। বিদায় ক'রে দেবার হুকুম হ'লো, বিদায় ক'রে দিলেম, আবার ফিরিয়ে আন্‌বার হুকুম হ'চ্চে—ফিরাতেই হ'বে। তবে বল্‌ছিলেম কি, আজ না গেলে কি, হবে না? একে ত বেলা গিয়েছে, যেতেও হ'বে অনেকদূর। মধ্যে আবার একটা পারের ভাবনা র'য়েছে। সেই জন্য একটু ইতস্ততঃ ক'র্‌ছি, বলি, দুচার দিন পরে গেলে চল্‌বেনা কি?।

রাধিকা।—না বৃন্দে! এখনও সময় আছে, এই বেলা যদি বেলায় বেলায় পারটা হ'য়ে থাক্‌তে পারিস্, তা হ'লেও মঙ্গল!

বৃন্দা।—হাঁ, বেলায় বেলায় পার হ'তে পার্‌লে মঙ্গল বটে। কিন্তু পার ক'র্‌বে কে রাধে! যার কাছে পার হ'তে যাব, সেই কর্ণধারই যে আজ তরণী হারিয়ে অকূলে প'ড়ে ভাস্‌ছে! যাক্, এখন যেতে হ'লে পথের সম্বল ত কিছু সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। একে আমি সম্বল-হীন, তা'তে অসময়, নদীর ধারে গিয়ে পাছে পারের কড়ির অভাবে কূলে বসে' কাঁদ্‌তে হয়!

রাধিকা।—বৃন্দে! বৃন্দাবনে কি আমাদের মান-সম্ভ্রম কিছুই

নাই, কাণ্ডারীর কাছে গিয়ে আমার নাম করলে কি, পার ক'রে দেবেনা ?

বৃন্দা।—হাঁ, পার-ঘাটে উপস্থিত হ'য়ে তোমার নাম করলে সুধু আমি কেন, যে কূলে দাঁড়ায়ে তোমার নাম করবে, সেই পার পাবে। কিন্তু রাধে! বড় ভয় হচ্চে, একে আমি মেয়ে মানুষ অবলা, তাতে অবেলা, পারের বেলা পাছে ভয়ে তোমার নাম করতে ভুলে যাই; তাই বলি, কিছু অর্থ সম্বল রাখা কর্ত্তব্য নয় কি ?

রাধিকা।—তবে আমার এই মুক্তার মালা গাছটী নাও, নাবিককে দিও, তা হ'লেই পার ক'রে দেবে।

বৃন্দা।—মুক্তার মালা ? ও রাধে! ও সোনা দানা, মাণিক মুক্তার কাজ নয়। রূপা সোনা দিয়ে হাজার হাজার বৎসর উপাসনা করলেও সে কথা শোনা তার রীতি নাই! বরং মুক্তার কথা শুনলে মুখ তার ভার হ'য়ে উঠবে। মুক্তা মাণিকে যদি সে দানীকে ভুলাতে পারতেম, তা'হ'লে আর ভাবনা কি ছিল ? কোন্ কালে পার হ'য়ে যেতেম!

রাধিকা।—তবে উপায় কি বৃন্দে! কি দিলে পার পাবি বল্, তাই দিচ্চি।

বৃন্দা।—যা দিলে পার হ'তে পারব, তা' দেবে ত ? দে'খো ?

রাধিকা।—তোমাকে অদেয় কি আছে সখি! যা ইচ্ছা, তাই নিতে পার।

বৃন্দা।—তবে নিতে পারি ?

রাধিকা।—তোর্ যা ইচ্ছা হয়, তাই নে বৃন্দে! আর বিলম্ব করিস্নে, ক্রমে সময় যায়।

বৃন্দা।—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হ'বে না, আমি সনন্দ নিয়ে কূলে গিয়ে দাঁড়ালে, সময়ে হ'ক্, অসময়ে হ'ক্, পার করতেই হ'বে।

রাধিকা।—তবে আর কেন বিলম্ব কর্‌ছিস্ সখি! তোর যা ইচ্ছা তাই নে।

বৃন্দা।—তবে নিতে পারি! (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) না, কাছে যেতেও যে সাহস হ'চ্ছে না!

রাধিকা।—কেন সখি! আমার কাছে আস্‌তে ভয় কি?

বৃন্দা।—ভয় ছিল না বটে, কিন্তু আর যে, সাহস হ'চ্চে না! সৌদামিনী মেঘচ্যুত হ'লেই লোকে তাকে বজ্রপাত ব'লে থাকে। কা'ল যে সৌদামিনী কালো মেঘের কোল আলো ক'রেছিল,আজ যে-সে মেঘচ্যুত, কাছে গেলে পাছে মাথায় পড়ে!

রাধিকা।—এখনও সেই কথা বৃন্দে! বুঝ্‌লেম, সব আমার কপালের দোষ (চক্ষুতে অঞ্চল প্রদান পূর্ব্বক রোদন)—

বৃন্দা।— (স্বগত) হ'য়েছে,—এতক্ষণে নয়ন গলেছে; যা'ক, আর কাঁদান ভাল দেখায় না (প্রকাশ্যে) ওমা! ও কি? চ'কে আঁচল দিয়ে কাঁদ্‌তে বস্‌লে নাকি? যা চাই, তা দিতে মায়া হ'চ্চে বুঝি?

রাধিকা।—যা ইচ্ছা, তুমি আপন হাতে নাও—

বৃন্দা।—এই হাত পাত্‌লেম, দাও। (রাধিকার পদধূলি গ্রহণ।)

(গীত)

পদরজ দেগো রাধিকে! ওগো গোবিন্দ-আরাধিকে।
হ'য়ে বিদায় পদপ্রান্তে, যাইগো আন্‌তে গুণনিধিকে॥
তব-পদ-রজ-গুণে, ফিরায়ে ব্রজ ভুবনে,
যদি পারে আন্‌তে পারি প্যারী তোর্ প্রাণাধিকে॥
ঘাটে যদি ঘটে দ্বন্দ্ব, নাবিক ঘটালে বিবন্ধ
তখন দেখ্‌লে রাইপদের সনন্দ, হবে প্রতিবাদী কে?

বৃন্দা ।—তবে চল্লেম ! কিন্তু দে'খ, ফিরিয়ে আন্‌লে, তখন যেন আবার মুখ বাঁকিয়ে কেঁচে ব'সনা ! (কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক) ওহে কালাচাঁদ, আর কেন ব'সে ব'সে বেলা ঘুচাচ্চ ?

কৃষ্ণ ।—বৃন্দে এসেছ ? আমি তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দে ?

বৃন্দা ।—ও ভারি খ্যাঁচ্‌কা যে ! কাঙ্গ্‌লা ভাত খাবি, না, হাত ধোব কোথা ?

কৃষ্ণ ।—বৃন্দে ! বল বল, আমার প্রাণাধিকা রাধিকার কি মান গিয়েছে ?

বৃন্দা ।—রাধিকার আর মান গিয়েছে কই ? যেতে তোমারই মান গিয়েছে, রাধিকার যেমন মান, তেমনই আছে ।

কৃষ্ণ ।—আমাকে কুঞ্জে প্রবেশ কর্‌তে দিতে কি সম্মত হ'য়েছেন ?

বৃন্দা ।—সম্পূর্ণ সম্মত নন্‌,তবে কতকটা নিমরাজী গোছ বটে । ভাল যদি কোন গতিকে ঘটিয়ে দিতে পারি, তা'হ'লে কি দেবে বল দেখি ?

কৃষ্ণ ।—যা চাইবে, তাই দেব । তোমাকে অদেয় কি আছে ?

বৃন্দা ।—ভাল তাই হ'বে । তবে ভাই হুকুমটা কিছু ক'ড়া, একটা বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা ভিন্ন মিট্‌ছে না । একখানা ঋণ-পত্র লিখে দিতে হ'বে ।

কৃষ্ণ ।—কিসের ঋণ-পত্র বৃন্দে ?

বৃন্দা ।—পিরীতের ! প্রেমের ঋণ-পত্র—প্রেমখৎ ।

কৃষ্ণ ।—প্রেমের আবার ঋণ-পত্র কি বৃন্দে ? কথাটা যে ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লেম না । ভাল বৃন্দে, সে ঋণ-পত্রে কি লেখা থাক্‌বে ?

বৃন্দা ।—তাতে মোটামুটী এই কটা সর্ত্ত থাক্‌বে,—রাধা ছাড়া হ'য়ে কোথাও যাবনা, রাধারাণীর প্রজা হ'য়ে নিয়ত আজ্ঞাবহ থাকব, আর ঋণের মাতব্বরী স্বরূপ আপন দেহ মন আবদ্ধ রাখ্‌ব ।

আর সুদের অঙ্কটা নগত না দিতে পার, মধ্যে মধ্যে পায়ে ধরে সোধ দিও, সেটা নয় আমরা ব'লে ক'য়ে মিটিয়ে দেব।

কৃষ্ণ।—বৃন্দে! আমি ত কখনও কাহারও কাছে ঋণ গ্রহণ করি নাই,—কখন খৎ ও লিখি নাই,—কি ব'লে লিখ্‌তে হয়, তাও জানিনে।

বৃন্দা।—খৎ লিখ্‌তে জাননা? কেবল বনে গিয়ে বাঁশী বাজাতে আর লোকের জাতি কুল মজাতে শিখেছ! লেখ, আমি ব'লে দেই, দেগো চিত্রলেখা দোয়াতটা আগিয়ে দে! ধর—কলম ধর; লেখ—"মহামহিমা ব্রজেশ্বরী শ্রীমতি রাধারাণী শ্রীশ্রীচরণেষু। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, পিতা শ্রীনন্দ ঘোষ, জাতি গোয়ালা; পেষা—পেষাটা কি লিখ্‌বে? দধি দুগ্ধ বিক্রয় লিখ্‌বে? না, লোকের জাতি-কুল-মজান লিখ্‌বে? লেখ—পৈতৃকটাই লেখ,—পেষা দধি-দুগ্ধাদি বিক্রয়, কস্য প্রেম-ঋণ-পত্র [illegible]র্য্যনঞ্চাগে, আমি আপনার নিকট প্রেম-ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক অ[illegible] করিতেছি যে, চির দিন আজ্ঞাধীন দাস হ'য়ে থাকৃব। এই ঋণের প্রতিভু স্বরূপ দেহ, মন, প্রাণ, সমস্তআবদ্ধ রাখ্‌লেম। সুদের অঙ্ক নগত দিতে না পারি, মাঝে মাঝে পায়ে ধ'রে শোধ দিব ইতি।—আর বেশী কথা লিখ্‌তে হ'বে না। এখন শীঘ্র শীঘ্র লিখে ফেল্।

কৃষ্ণ।—আমি ত ভাল লিখ্‌তে জানিনে বৃন্দে! যা জানি, তাও বাঁকা-চোরা. আমার লেখা ত কেউ পড়্‌তে পারবে না!

বৃন্দা।—সে আর বল্‌তে হ'বে কেন? তোমার বাঁকা হাতের বাঁকা লেখা, সে লেখা যে সোজা নয়, তাও জানি। আর সে লেখা যে পড়্‌বার সাধ্য কারও নাই, তাও জানি। তোমার লেখা কেউ দেখ্‌তেই পায় না, তা, পড়া ত পরের কথা! কিন্তু ভাই! যা' লেখ, তা' যে একবারে অকাট্য, তার উপর যে আর নিজেও কলম চালাতে পার না। যাক্, এখন যো সো ক'রে নিজের

নামটা সহি কর দেখি—হ'য়ে উঠবে না বটে ? বুঝেছি । থাক্, এখন একটা টেঁরা সই কর দেখি ! (কৃষ্ণের কম্পিত হস্তে অতি কষ্টে সহি করণ) এখন এই খানি হাতে ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে চল ! (রাধিকার নিকট গমন) কৈ গো মহাজন কৈ ? এই ত খাতক উপস্থিত ।

রাধিকা ।—কিসের খাতক বৃন্দে ?

বৃন্দা ।—তোমার প্রেমের খাতক । এবার আর আল্‌গা পিরীত চ'ল্‌ছে না, একটা বাঁধাবাঁধি বন্দোবস্ত হওয়া ভাল । (কৃষ্ণের প্রতি) দাওনা হে, মহাজনের হাতে হাতে দাও ।

রাধিকা ।—ও কি বৃন্দে ?

বৃন্দা ।—প্রেমের ঋণ পত্র—দাসখৎ ! দাও হে,দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহাজনের হাতে দাও, ব'সে দিলে ঋণ শোধ যায় না ।

কৃষ্ণ ।—(স্বগত) ঋণ-পত্র ব'সেই দেই বা দাঁড়িয়েই দেই, রাধার ঋণ আমার এ জন্মে শোধ হ'বে না । আজ বৃন্দা সখীর কথায় সামান্য ঋণ-পত্র লিখ্‌লেম মাত্র, কিন্তু রাধাপদে ঋণ-পত্র আমি অনেক দিন লিখে দিয়েছি ।

বৃন্দা ।—ও, কি নীরব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে যে ? খত্ খানা মহাজনের হাতে দাও !

কৃষ্ণ ।—প্রাণাধিকে কমলিনি ! আমি তোমার পদে অনন্ত ঋণে ঋণ-গ্রস্ত ! এজন্মে সমস্ত পরিশোধ কর্‌তে পার্‌লেম না, তাই আজ ঋণ-পত্র লিখ্‌তে হ'লো । ধর ! শশধর-মুখি ! এই ঋণ-পত্র গ্রহণ কর ।

বৃন্দা ।—হাঁ ! আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি, যখন মাঝে পড়ে সাক্ষী হ'তে হ'লো, তখন সকল কথা গুলো জেনে রাখাই ভাল ! বলি, ঋণটা কোন্ সময় শোধ হ'বে,সেটা আমাদের মহাজনের কাছে ব'লে রাখ, আমরাও শুনে রাখি ।

কৃষ্ণ।—প্রিয়তমে! তোমার প্রেমের ঋণ আমি এজন্মে শোধ কর্‌তে পার্‌লেম না। যদি পারি তবে সেই দিনে——

(গীত)

জে'ন স্থির, মনে, প্রিয়ে হে সেই দিনে,
তব প্রেম ঋণে, মুক্ত হব প্যারী।
ব্রজের খেলা ত্যজে, পথের কাঙ্গাল সে'জে,
রাধা ব'লে যে দিন দিব গড়াগড়ি॥
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে হ'ব হে প্রকাশ, ব্রহ্মা হ'বেন যে দিন ব্রহ্ম হরিদাস,
নারদ হ'বেন যে দিন ভক্ত শ্রীনিবাস,
ত্যজে বাস যে দিন হ'ব দণ্ডধারী॥
দ্বাপরের সখা প্রাণাধিক শ্রীদাম, গৌর লীলায় হ'বেন স্বামী অভিরাম,
কলির জীবে দিতে দুর্ল্লভ হরিনাম,
(হ'ব) শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাঝে অবতরি॥
পিতা বসুদেব ত্যজে কলেবর, গৌর-লীলায় হবেন মিশ্র পুরন্দর,
দেবকী মা তথা, হ'বেন শচী মাতা,
ভাবি তথ্য কথা শুনহে সুন্দরী॥
তব অঙ্গে করি শ্যামাঙ্গ গোপন, কর্‌ব রাই প্রেমের ব্রত উদ্যাপন,
ভূষণের হৃদে শ্রীপদ অর্পণ,
সেই দিনেতে যেন ক'র গৌর হরি॥

রাধিকা।—প্রাণ সখা, হৃদয় বান্ধব, মাধব! তুমি আমার কাছে প্রেমের জন্য ঋণী? দেহান্তরে রাধা রাধা ব'লে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে—জগতে প্রেম বিতরণ ক'রে, আমার ঋণ পরিশোধ কর্‌বে? আমি, যে অঙ্গে চন্দন লেপন কর্‌তে কোমলাঙ্গে বেদনা হ'বে বোধ করতেম, কুসুম মালা পরাতে কুসুম বৃন্তের কঠিনতায় কোমল দেহে কষ্ট পা'বে ভেবে, বোঁটা গুলি কেটে কুসুম মালা রচনা কর্‌তেম, সেই অঙ্গ আমার জন্য ধূলায় গড়াগড়ি যাবে! তা' ত প্রাণে স'বে না হরি! আমার প্রেমের জন্য—আমার ঋণ

পরিশোধের জন্ত যদি আবার তোমাকে জন্মান্তর পরিগ্রহ ক'রে এই নীল-কমল-কান্তি কোমল দেহ ধূলায় ধূসরিত করতে হয়, তা'হ'লে আমিও প্রতিজ্ঞা করছি,ও অঙ্গ ধরা স্পর্শ করতে দেবনা, নিজ অঙ্গে শ্যামাঙ্গ আচ্ছাদিত রাখ্‌ব, এজন্মে হৃদয়ে রেখে আশার তৃপ্তি হ'ল না! জন্মান্তরে আর দেহান্তর থাকবে না, উভয়ে মিলে এক দেহ হব!

বৃন্দা।—ভাল সব কথাইত মিট্‌ল; এখন একবার আমাদের সাধ পূর্ণ কর দেখি! একবার যুগল বেশে দাঁড়াও আমরা দেখে নয়ন মন চরিতার্থ করি। (উভয়ের যুগল বেশে দণ্ডায়মান)

বৃন্দা।—এখন প্রতিশ্রুত পুরস্কারটা হুকুম হ'লে ভাল হয় না?

কৃষ্ণ।—প্রিয়সখী বৃন্দে! এ পরমানন্দের—এসুখ সম্মিলনের মূলই তুমি। এ ব্রজের মাঝে তুমিই ধন্যা!

বৃন্দা।—(ব্যঙ্গস্বরে) আজ্ঞে ও ছেঁদো কথা গুলো বাদ দিতে আজ্ঞা হ'ক! সুধু ধন্যবাদে পেট ভর্‌বে না,—কিছু পুরস্কার!

কৃষ্ণ।—কি পুরস্কার বল, ধনরত্ন চাও? তাই দেব!

বৃন্দা।—আজ্ঞে ঐ ধন সম্পদ্‌ আপদ বিপদ গুলো ছাড়া— দাসীর এই প্রার্থনা।—

(গীত)

তব অনুগতা দাসী বৃন্দে, ফেল না ধন্দে, এমায়া বিবন্ধে।
দিও না সম্পদ, ত্যজে সে বিপদ, সেবি পদ যেন পরমানন্দে॥
যে পতন করেছে হরি সেবিকায়, অন্তপদে সেকি হরিষে বিকায়
তোমার পরিহরি হরি সেবি কায়, রেখো সেবিকায় পদার-বিন্দে॥
যুগল রূপেতে মিলাইয়ে ব্রজে, করি এই কামনা শ্রীপদ-পঙ্কজে,
এমনিধারা যেন হৃদয়-সরোজে, সদা দেখি শ্রীরাধা গোবিন্দে॥

(সকলের প্রস্থান)

—————



চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—গোকুল-রাজান্তপুর।

(নেপথ্যে শৃঙ্গ-ধ্বনি)

কৃষ্ণ।—(স্বগত) ঐ ত দাদা বলরামের শিঙ্গাধ্বনি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। আমাকে গোষ্ঠে যাবার জন্য আহ্বান কর্‌ছেন। আজ আমার শেষ গোষ্ঠ-লীলা! দাদা বলরামেরও আমাকে গোষ্ঠে আহ্বান-সূচক শিঙ্গাধ্বনির শেষ। সরসী-সলিলে সরোজিনী সারা রজনী মুদিতা থেকে আবার বিকশিত হ'চ্চে, কিন্তু আমার হৃদয়-আলো-করা রাধা পদ্মিনী এ বৃন্দাবন-সরোবরে আর বিকশিতা হ'বে না! এই তার শেষ-বিকাশ! আমারও রাই-সম্মিলনের শেষ, ব্রজ রাখালগণের সঙ্গে গোচারণের শেষ, পিতা নন্দের বাধা বহনের শেষ, মাতা যশোদার অঞ্চল ধ'রে নবনী ভক্ষণের শেষ, এত দিন আমার সাধের বৃন্দাবন-লীলার শেষ হ'লো! শ্রীদামের অভিশাপে একা রাধিকাকেই যে শত বর্ষ বিরহ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'বে, তা' নয়, আমার বিরহে পিতা নন্দ কেঁদে কেঁদে অন্ধপ্রায় হ'বেন, গোপাল-গত প্রাণা মাতা যশোদার—কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপাঙ্গনা-গণের, কানাই-গত-জীবন

রাখালগণের, যে কি গতি হ'বে! এই আনন্দময় বৃন্দাবনের সে ভাবী অবস্থার কথা ভাব্‌তেও প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌ছে!

(অধোবদনে উপবেশন)

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম।—একি কানাই! কেন ভাই আজ এমন ধারা অধোবদনে ধরাসনে বসে নয়ন-ধারা বর্ষণ ক'র্‌ছ? তোমার মুখে ত কখনও বিষাদের চিহ্ন দেখি নাই? কি জাগ্রতে, কি সুপ্তাবস্থায়, যশোদা মার কোমল অঙ্কে, কি গোষ্ঠ-প্রান্তরের কঠিন মৃত্তিকায়, সুখে, দুঃখে যখন যে অবস্থায় দেখি, তখনই দেখি, মুখখানি যেন চির-আনন্দময়! কখন যেন ও মুখে বিষাদের ছায়াও স্পর্শ করে নাই! ও মুখ যেন সুখ-দুঃখময় পৃথিবীর নয়, জগৎ-স্রষ্টার সৃষ্ট পদার্থ নয়, ও মুখ এসংসার ছাড়া, যেন কোন্ পবিত্র নিত্যানন্দ-ময়-ধাম হ'তে নন্দগৃহে উদয় হ'য়েছে! আজ সেই চিরানন্দময় চন্দ্র-বদনে বিষাদের চিহ্ন? কেন কানাই? কি হ'য়েছে, বলনা ভাই?

কৃষ্ণ।—দাদা গত যামিনীর শেষভাগে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মন বড় চঞ্চল হ'য়েছে তাই নির্জ্জনে ব'সে ভাব্‌ছিলেম!

বলরাম।—কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ কানাই?

কৃষ্ণ।—শেষ-নিশিতে স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন আমরা দুটী ভাই কোথায় চ'লে যাচ্চি, মা যশোদা, পিতা নন্দ, আমাদের ব্রজ-সখা রাখালগণ, হাহাকার ক'রে কাঁদ্‌ছে, ব্রজবালাগণ আমাদের গমন পথ রোধ ক'রে ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্চে। সাধের বৃন্দাবন যেন নিরানন্দ-ময় শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে!

বলরাম।—এইজন্য এত বিষণ্ণ? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? চল, দুটী ভায়ে একটু যমুনার কূলে বেড়াই গে, তার পর সকলের সঙ্গে গোষ্ঠে যাব!

কৃষ্ণ।—চল দাদা! দুজনে গলা ধরাধরি ক'রে, যমুনার কূলে তরু মূলে দাঁড়াইগে, তাতে মন অনেকটা সুস্থ হ'তে পারে।

বলরাম।—চল ভাই—তাই চল!

(উভয়ের প্রস্থান)—





পঞ্চম অঙ্ক।

স্থান—বৃন্দাবন যমুনা-কূলস্থ গোষ্ঠ-ভূমি

(অক্রূরের প্রবেশ।)

অক্রূর।—এই ত সেই পবিত্র ধাম বৃন্দাবন! শত শত সাধু মহাত্মাগণ, যে বৃন্দাবনকে গোলোকধাম হ'তেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান ক'রেছেন, আমি সেই নিত্যানন্দময়-ধাম বৃন্দাবনকে নমস্কার করি! কংশ যখন ব্রজবাসীগণকে যজ্ঞ দর্শনার্থে নিমন্ত্রণ ক'রে, রামকৃষ্ণকে মথুরায় ল'য়ে যাবার জন্য আমাকে রথ সহ বৃন্দাবন ধামে প্রেরণ করেছিল. তখন তার পাপময় হৃদয় দুরভিসন্ধি পূর্ণ জেনে, মনে মনে তাকে কতই দুর্ব্বাক্য বলেছি—কতই ধিক্কার দিয়েছি! কিন্তু এই পবিত্র ধামের ধূলি-কণাস্পর্শেই আমার সে ধারণা তিরোহিত হ'য়েছে, এখন বোধ হচ্চে কংশের হৃদয় দুরভিসন্ধি পূর্ণ নয়, তার হৃদয়ে পাপের স্বত্বা স্পর্শ করে নাই; তার হৃদয় প্রশস্ত—তার হৃদয় পবিত্র—তার হৃদয় অনন্ত শান্তির আধার! সাগর গর্ভে হাঙ্গর নক্রাদি বহু হিংস্রক জীবের বাস সত্য, কিন্তু সেই সাগর গর্ভে অমূল্য রত্ন সকলও নিহীত আছে, যে মেঘের জলে জগৎ পরিতৃপ্ত, তার হৃদয়েও বজ্র আছে! আমরা নিতান্ত অদূরদর্শী। তাই কোন কার্য্যের পরিণাম পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না ক'রে, তার বর্ত্তমান

অবস্থার বিচারেই ব্যস্ত হই। সেই যুক্তির ফলেই আজ কংশ আমাদের বিচারে পাপাত্মা! রাবণ যখন রামচন্দ্রের সীতা হরণ করেছিল, তখন প্রায় সকলেই ভাব্‌ত যে, রাবণ সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে, জঘন্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যই, এরূপ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু যে রাবণ সাধারণের চক্ষে ইন্দ্রিয়-দাস, পরদারাপহারী পাপাত্মা, সেই বারণই যখন বলেছে, "জানামি সীতা জগৎ প্রসূতা,॥" তখনই তার হৃদয়ের পবিত্র নিগুঢ় তত্ত্ব প্রকাশ হয়েছে, আর সেই সীতা হরণের পরিণামে আশাতীত ফল,—মৃত্যু কালে সেই পদ্মযোনীর আরাধ্যধন রাম-পাদপদ্ম দর্শন করতে করতে, নিত্যধাম গমনের পবিত্র পথ পরিষ্কার করেছে! তাই বলি ধন্য ভক্ত, ধন্য ভক্তের গুঢ় সাধনা! আর হে অনন্ত লীলাময় হরি! তোমার লীলাকেও ধন্য? আজ আমি তোমাকে কংশ যজ্ঞে ল'য়ে যাবার জন্য রথ সহ বৃন্দাবনে এসেছি, এখন এ রথ আরোহণের পূর্ব্বে যেন দাসের মনোরথ পূর্ণ ক'র্‌তে বিস্মরণ হওনা, হরিহে! বড় আশা করে বৃন্দাবনে এসেছি।

(গীত)

বড় আশায় ব্রজের ধন হে আসা বৃন্দাবনে আমার,
দে'খ অন্তর্য্যামী হরি, হয় যেন আজ আশার সুসার।
কৃষ্ণ হে আজ গোষ্ঠ মাঝে, তরুমূলে রাখাল সাজে,
তরুণ রাখাল রাজে, দেখিতে এসেছি ব্রজে—
কাঙ্গালের কামনায় কৃষ্ণ কর কর্ণপাত এবার॥

(কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ ও পরস্পর কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান।)

অক্রূর।—এই জন্যই জগতের লোকে তোমায় বাঞ্ছাকল্পতরু ব'লে থাকে, আমি কংশালয় হ'তে বিদায় হ'য়ে পর্য্যন্ত, মনে মনে আশা ক'রে আস্‌ছি, আনন্দময় নন্দ ধামে গমন ক'রে, জগদাভি-

রামকে, রাম সহ একাসনে দর্শনে জীবন নয়ন চরিতার্থ করব, তা হয়েছে, বাঞ্ছা-কল্পতরু আমার সে বাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন, আজ ধন্য হলেম! একে বৃন্দাবনের এই অতুল শোভা! তার উপর বৃন্দাবন-চন্দ্রের এই ভুবন-মোহন গোষ্ঠবেশ! এ হ'তে আর শোভার আধার আনন্দধাম কোথায়? বৃন্দাবনের এই মধুর শোভায় মুগ্ধ হ'য়েই, বোধ হয় মহাত্মারা ব'লেছেন, "বৃন্দাবন মহাতীর্থ গরিষ্ঠ গোলোকাদপি"—আহা! ধন্য বৃন্দাবন! ধন্য বৃন্দাবন বাসীগণ! তোমরা ধন্য! তোমাদের আনন্দময় বৃন্দাবনের পশু পক্ষ্যাদিও ধন্য! তোমরা ভূলোকে বাস ক'রেও পূলকের সহিত গোলোকের সম্পদ সম্ভোগ করছ! গোলোকের সেই শ্রীদামাদি দ্বাদশ পারিষদ্, বৃন্দাবনধামে দ্বাদশ গোপাল রূপে হরির বাল্য লীলার সহচর! গোলোকের বিরজা ব্রজধামে যমুনা রূপে বিরাজিতা! যে রাধা-সম্মিলিত দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্যাম-সুন্দর মূর্ত্তিতে হরি গোলোকধামে বিরাজিত, বৃন্দাবনেও সেই শ্রীরাধা শোভিত শ্যাম সুন্দর মূরলীধর বেশ। গোলোকের সকল সম্পদই বৃন্দাবনে উদয়। কিন্তু বৃন্দাবনের সম্পদ গোলোকধামে নাই, গোলোকে কেবল হরির দ্বিভূজ মূরলীধর বেশ, বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর মূর্ত্তি. কিন্তু গোলোকের ধড়া চূড়া মূরলীধর মূর্ত্তি, আর বৈকুণ্ঠের ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সঙ্খ চক্র গদাম্বুজধর চতুর্ভূজ মূর্ত্তি উভয় মূর্ত্তিই রামকৃষ্ণ রূপে ব্রজধামে বিরাজিত! তাই বলি ধন্য বৃন্দাবন, ধন্য ব্রজবাসীগণ! আমি তোমাদের পদে কোটী কোটী নমস্কার ক'রে, এই প্রার্থনা করি, যদি পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করতে হয়, তাহ'লে যেন তোমাদের কৃপায় এই নিত্য তীর্থ বৃন্দাবন ধামের একটী কীট পতঙ্গ হয়েও জন্মগ্রহণ ক'রতে পারি! দীননাথ! তুমি অন্তর্য্যামী! দে'খ, দাসের এ ক্ষুদ্র কামনায় কর্ণপাত ক'রতে কাতর হও না।

বলরাম।—ভাই কানাই! দেখ ভাই! একটী মহাত্মা আপন মনে কি যেন ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আর উদ্দেশে যেন কোন অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই দিকে আগমন ক'র্‌ছেন! ভাই কৃষ্ণ! তোমার গুণে এই বৃন্দাবনে কত মহাত্মা আগমন করেন, দেখ দেখি ভাই! এ মহাত্মাকে কি কখন বৃন্দাবনে দেখেছ?

কৃষ্ণ।—দাদা! ইনি যে কোন্ মহাত্মা, তা কেমন ক'রে চিন্‌ব? আমাদের দেখ্‌বার জন্য, অনেক সময় অনেক মহাত্মা আগমন ক'রে থাকেন। বোধ হয় ইনিও আমাদের উভয় ভ্রাতাকে দেখ্‌বার জন্য আগমন ক'রেছেন, এখনি জিজ্ঞাসা কল্লেই সব জান্‌তে পার্‌ব। (অক্রূরের প্রতি) মহাশয়! আপ্‌নি কে? আপনাকে'ত কখনও দেখি নাই।

অক্রুর।—তা দেখ্‌বে কেন? তোমার যদি সেই দৃষ্টিই থাক্‌বে, তা হ'লে কি আর আমাদের এত কষ্ট ভোগ করতে হ'ত।

কৃষ্ণ।—আপনি কোথা হ'তে আস্‌ছেন্! কোথায় যাবেন?

অক্রূর।—কোথা হ'তে আস্‌ছি তাও জানি না, কোথায় যে যে'তে হবে তাও জানিনা! কেবল চক্রাবর্ত্তের ন্যায় নিয়তই ঘুর্‌ছি, এ আবর্ত্তনের শেষ যে কবে হবে তাও বুঝতে পার্‌ছিনে।

বলরাম।—তবে বোধ হয় আপনি আর কখন বৃন্দাবনে আসেন নাই! তাই অপরিচিত স্থানে পড়ে পথ ভুলেছেন, ভাল আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্চি।

অক্রূর।—তোমরা আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে? হাহে! তোমরা যদি একটী বার আমার পথ দর্শক হ'তে; তাহ'লে কি আর বারে বারে এসে, দিশে হারা হ'য়ে এমন ধারা ঘুরে বেড়াতেম! এখন সত্য বল দেখি, আমার পথ দর্শক হ'বে কি?

বলরাম।—অগ্রে আপনার পরিচয় দেন, কি নাম, কোথায় ধাম, বলুন তার পর আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব!

অক্রূর।—আমার নাম বল্‌লে কি চিন্‌তে পার্‌বে? তা চিন্‌তে পারলেও পার্‌তে পার! কারণ কেউ সৎকার্য্যে খ্যাতি লাভ করে, কেউবা অসৎকার্য্যের জন্য বিখ্যাত হয়, আমিও একজন শেষোক্ত কার্য্যের জন্য বিখ্যাত! কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মভূমী পুণ্য-ক্ষেত্র মথুরাধামে অক্রূর নামে এক পাপাত্মার নাম শুনেছ কি? আমিই সেই পাপাত্মা অক্রূর!

কৃষ্ণ।—কে? অক্রূর! আমাদের পিতৃব্যদেব অক্রূর! খুল্লতাত মহাশয়! এ হতভাগ্যের জন্মের পরেই যে আপনারা আমাদের মায়া ত্যাগ করেছেন। যে পিতা মাতার কৃপায় জগৎ দর্শন কল্লেম, জন্মে কখনও সেই পরম পূজ্য পিতাও মাতার চরণ দর্শন পর্য্যন্ত ভাগ্যে ঘটে নাই! এক্ষণে আমাদের পিতা মাতা কেমন আছেন বলুন! পাপাত্মা কংশের পীড়নে তাঁরা প্রাণে বেঁচে আছেন ত?

বলরাম।—আর কেন কৃষ্ণ! তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? পুত্র হ'য়ে পিতা মাতার প্রতি যা কর্ত্তব্য তা'ত যথেষ্টই করা হয়েছে। এখন তাঁদের মায়া বিস্মরণ হ'য়ে বৃন্দাবনে সুখে বাস কর! তাঁদের ভাগ্যে যা আছে তাই হ'ক্। হায় রে! জগতের লোকে যাঁকে রত্ন প্রসবিনী ব'লে থাকে! সেই রত্ন-প্রসূতী সতীর ভাগ্যে শেষে এত দুর্গতি ঘট্‌বে, সে যে স্বপ্নের অগোচর রে কৃষ্ণ! ধিক্ আমাদের জন্মে! ধিক নির্ম্মম কংশের পাপ হৃদয়কে।—

অক্রূর।—ওকি? ধিক্কার কেন, সুখের বিষয়ে ধিক্কার কেন? তোমরা রত্ন, আর দেবকী রত্নপ্রসবিনী, তা, রত্নের আবার ধিক্কার কিসে? রত্ন'ত যত্নের বস্তু, তবে রত্ন প্রসূতির যে, দুর্গতি সে'ত চিরকালই হ'য়ে আস্‌ছে, সে জন্যই বা দুঃখ কেন? রত্নকে যে প্রসব করে, সেই'ত "রত্নপ্রসবিনী"? রত্নকে প্রসব করে কে?

অগাধ সমুদ্র গর্ভস্থ স্থক্তি। স্থক্তির বক্ষেই মুক্তার উৎপত্তি। আর যারা সেই মুক্তা উদ্ধার ব্যবসায়ী, তারা করে কি, সেই অতল জলে নিমগ্ন হ'য়ে স্থক্তিকে উত্তোলন ক'রে তার বক্ষ বিদারণ—তারপর মুক্তারত্ন গ্রহণ পুর্ব্বক প্রস্থান করে,আর সেই মুক্তারত্ন হারা বিদীর্ণ-বক্ষা স্থক্তি, তখন অকুল সিন্ধুকূলে পড়ে গড়াগড়ি যায়, তখন আর কেউ তাকে কুশাগ্রেও স্পর্শ করে না। কিন্তু তার গর্ভজাত রত্নের অনাদর কোথায়? দেবকীরূপা স্থক্তির গর্ভে এই অমূল্য মুক্তারত্ন জন্মেছিল ব'লেই, সে স্থক্তি আজ শূন্য হৃদয়ে অকুল-দুঃখ-সিন্ধু-কূলে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্চে, আর তার গর্ভজাত রত্ন, আজ ব্রজবাসীর কণ্ঠরত্ন হ'য়ে বিরাজ ক'র্‌ছে। রত্নের আদর, আর রত্ন প্রসূতি স্থক্তির অনাদর এ ত চিরকালই হ'য়ে আস্‌ছে; এতে আর আত্ম জীবনে ধিক্কার কেন, কংশের প্রতিই বা দোষারোপ কেন? স্থক্তির গর্ভে অমূল্য মুক্তা জন্মেছে জান্‌তে পার্‌লে, জগতে কে না তা লাভের জন্য লালায়িত হয়? প্রাপ্তির আশা সকলেই ক'রে থাকে, কিন্তু রত্নলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, অথচ স্থক্তির বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে রত্ন অন্বেষণ সকলেই ক'রে থাকে। করি-কুম্ভ বিদীর্ণ না ক'ল্লে গজমতি লাভ হয় না, সমুদ্রকে মন্থন না ক'ল্লে সুধালাভ হয় না, আর স্থক্তির বক্ষ বিদীর্ণ না ক'র্‌লে মুক্তা লাভও হয় না, এতে আর কংশের প্রতি দোষারোপ কেন?

বলরাম।—সে রত্ন লাভ কি কংশের ভাগ্যে ঘটেছে?

অক্রূর।—ঘটে নাই সত্য, তবে স্থক্তির গর্ভে অমূল্য রত্ন জন্মেছে জেনে, পাছে সে রত্ন অন্যে হরণ করে, সেই আশঙ্কাতেই কংশ তাকে, অন্যের অগম্যস্থানে অতি সতর্কভাবে সাবধানে রেখেছিল। তথাপি সে রত্ন লাভ তার ভাগ্যে ঘট্‌ল না। বসু-দেব সে রত্ন হরণ ক'রে, অন্যের করে অর্পণ ক'রে গিয়েছেন।

বলরাম ।—সেই জন্যই কি পিতার প্রতি এত পীড়ন ? তিনি হরণ ক'রে থাকেন, অন্যের হস্তে অর্পণ ক'রে থাকেন, আপন বস্তুই যদৃচ্ছা ব্যবহার ক'রেছেন। তিনি কি আত্মধনে অনধিকারী ? আত্মজ পদার্থে স্বত্বহীন ?

অক্রূর ।—না, আত্মধনে অনধিকারী বা আত্মজ পদার্থে নিঃস্বত্ব হওয়া সকল স্থলে সঙ্গত নয় ; কিন্তু বল দেখি, লোকে যে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে, সে কি কেবল আপন পিপাসা নিবারণের জন্য ? বৃক্ষ লতাদিতে যে ফল ধারণ করে, সে ফল কি সেই বৃক্ষ-লতারই উদর পূরণ ক'রে থাকে ? আর শুধু সেই জন্যই যে বসুদেবের প্রতি পীড়ন, তা'ও নয়। তারও অন্য কারণ আছে। লোকে যে বৃক্ষাদি রোপণ ক'রে যত্নের সহিত পালন ক'রে থাকে, সে কি ফলপ্রাপ্তির আশায় নয় ? কিন্তু সে যদি সেই বৃক্ষ হ'তে সময়ে ফললাভে বঞ্চিত হয়, তা'হ'লে কি, আর বৃক্ষের প্রতি যত্ন ক'রে থাকে ? লোকে বলে, হরিতকী বৃক্ষে যত ফল ধারণ করে, তার সকল গুলিই অপক্ক অবস্থায় বৃক্ষচ্যুত হ'য়ে ভূতলে পতিত হয়, কেবল একটীমাত্র ফল সুপক্ক হয়, আর সেই ফলটী যে ভক্ষণ করতে পায়, তার আর জরা-মৃত্যুর ভয় থাকে না। তবে সে সুপক্ক ফলটী প্রায় কারু ভাগ্যে ঘটে না। এ কথা জেনেও দুরাশা-মুগ্ধ কংশরাজ, "যেরূপে হ'ক্ সে ফল লাভ করব", এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বসুদেব-রূপ হরিতকী বৃক্ষকে যত্নের সহিত রক্ষা ক'রেছিল, কিন্তু ফল ধারণ কালে যে গুলি অপক্ক ফল বৃক্ষচ্যুত হ'য়ে পতিত হ'ল, কংশ সেই গুলি মাত্র প্রাপ্ত হ'য়েছিল ! যে ফল লাভ করতে পারলে তার জীবন সফল হ'বে, সে জরা-মৃত্যু-হর হরিতকী ফলটী তার ভাগ্যে ঘট্‌ল না।

বলরাম ।—সে ফলটী কি হ'ল।

অক্রূর ।—সে সুপক্ক হরিতকী ফলটী একবারে নন্দালয়ে এসে

পতিত হ'ল! এক্ষণে ফল-প্রাপ্তির আশায় হতাশ হ'য়েছে, কাজেই কংশের আর সে বসুদেব-বৃক্ষের প্রতি যত্ন নাই।

বলরাম।—যত্ন না করুক, কিন্তু বৃক্ষকে ধরা-শায়ী কর্‌বার তাৎপর্য্য কি?

অক্রূর।—তার ইচ্ছা ছিল না যে, বৃক্ষকে ভূতলশায়ী করি; কিন্তু সে বৃক্ষ হ'তে যখন ফললাভের আশায় সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হ'লো, তখন সে বৃক্ষের আশা পরিত্যাগ ক'রে, বৃক্ষাশ্রিতা লতা যদি ফলদান করে, সেই আশায় লতাকে বৃক্ষচ্যুত ক'রে স্থানান্তরে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল।

বলরাম।—কেন, লতাকে বৃক্ষাশ্রয়-চ্যুত ক'রে স্থানান্তরে রাখ্‌বার কারণ কি?

অক্রূর।—কারণ, লতা মাত্রের ধর্ম্ম যে, বৃক্ষাদির আশ্রয় প্রাপ্ত হ'লে সে ক্রমেই ঊর্দ্ধগামী হ'তে থাকে, আর সেই বৃক্ষাশ্রয়ে থেকে ঊর্দ্ধদেশেই ফল প্রসব করে। সুতরাং বৃক্ষারোহণ অপটু ব্যক্তিগণ আর সে ফললাভে সমর্থ হয় না। দেবকী-রূপা কল্পলতা বসুদেব-বৃক্ষের আশ্রয়ে ঊর্দ্ধগামিনী হ'য়ে পাছে ঊর্দ্ধদেশে ফল প্রসব করে, এই জন্যই সে লতাকে, বৃক্ষের নিকট হ'তে স্থানান্তরে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল; কিন্তু যখন দেখ্‌লে যে, লতা-বৃক্ষে এত দৃঢ়রূপে জড়িত যে, লতাকে বৃক্ষচ্যুত কর্‌তে হ'লে লতা নিশ্চয়ই জীবিত থাকবে না, ফল-লাভের আশাতেও বঞ্চিত হ'তে হ'বে, তখন ভাব্‌লে, বৃক্ষকে ভূতলশায়ী করাই কর্ত্তব্য। তা' হ'লে লতা আর ঊর্দ্ধগামিনী হ'তে পারবে না, ঊর্দ্ধদেশে ফল প্রসবও করবে না, বৃক্ষারোহণ-অপটু ব্যক্তিগণও ফল-লাভে বঞ্চিত হ'বে না। বৃক্ষ ভূতলশায়ী হ'লে আশ্রিতা লতাও ভূতলশায়িনী হবে—ভূতলেই ফল প্রসব করবে, আর আমার বৃক্ষারোহণ-অপটু মথুরা-বাসীগণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সেই কল্পলতা হ'তে আশাতীত

ফললাভ ক'রে জীবন সফল করবে, সেই জন্যই বৃক্ষকে ভূতলশায়ী করা।

বলরাম।—ভাল, তা'ই হ'লো, কিন্তু লতার প্রতি নির্য্যাতন কেন? ফল-লাভের আশায় বৃক্ষ-লতাদি রোপণ ক'রে, তা'তে যত্নের সহিত সময়ে জলসেক করাই উচিত; নির্য্যাতনে বা অযত্নে লতায় কি ফল ধারণ করে?

অক্রূর।—কেন জলসেক ত হ'চ্চে! আর স্থানান্তর হ'তে জল এনে, জলসেক করতে হয় না, নিয়তই সে লতার যুগল নেত্র-পত্র হ'তে শত ধারা পতিত হ'চ্চে, আর সেই জলেই তার জলসেক কার্য্য সমাধা হ'চ্চে! আরও ব'লছ যে লতার প্রতি পীড়ন কেন? তারও কারণ বলি। অনেক স্থলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, অনেক লতা, বৃক্ষাদি যথা সময়ে ফল ধারণ না করলে, উদ্ভিদ্‌তত্ব-বিদ্‌দিগের ব্যবস্থানুসারে সেই লতা বা বৃক্ষের শাখা পত্রাদি ছেদন ক'রে দিতে হয়, প্রকারান্তরে তাকে পীড়ন করাই ব্যবস্থা। দেবকী-লতায় যে ফল প্রসব ক'রেছিল, সে ফল কেবল বৃন্দাবন-বাসীগণেরই জীবন সফল ক'রেছে। কিন্তু আর সে লতায় সেরূপ ফল ধারণ করলে না, দেখে; কংশ, দেবকী-লতার প্রতি নির্য্যাতন ক'রেছিল। আমি কংশালয় হ'তে বিদায় হ'য়ে বৃন্দাবন যাত্রা কালে একবার সেই অন্ধকারময় কারাগৃহে তোমার জনকজননীকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।

কৃষ্ণ।—খুল্লতাত মহাশয়! যথেষ্ট হ'য়েছে, আর শ্লেষপূর্ণ ভর্ৎসনা করবেন না। বলুন বলুন, আমাদের পিতা মাতা সেই অন্ধকারময় কারাগারে দুরাত্মা কংশের দারুণ পীড়নে প্রাণে বেঁচে আছেন ত? আপনি বৃন্দাবনে আসবেন শুনে, এ হতভাগ্যদের নাম ক'রে কিছু ব'লে দিয়েছেন কি? বলুন বলন. তাঁরা কি ভাবে কাল যাপন করছেন, বলুন।

অক্রূর।—সে বর্ণনাতীত দুঃখের কথা আর কি শুনবে? আমি কারাগৃহে প্রবেশ ক'রেই দেখ্‌লেম, বসুদেবের হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, জীর্ণ ধটী মাত্র কটীর আবরণ! তৈলাভাবে কেশ শ্মশ্রু তাম্রবর্ণ! অনাহারে দেহযষ্টি কঙ্কাল-সার, তৈল-বিহীন দীপের ন্যায় তাঁদের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ-প্রায়! জীবনের শেষ চিহ্ন স্বরূপ শ্বাস মাত্র অনুভূত হ'চ্চে, দেবী দেবকীর দশাও ততোঽধিক। ছিন্ন হেমলতা ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্চে, সেই অস্থি-চর্ম্ম-সার, শীর্ণ-দেহে নির্দ্দয় প্রহরীগণ সবলে বেত্র প্রহার কর্‌ছে, আর হত-ভাগিনী 'দেবকী কৃষ্ণরে কোথায় আছিস্' ব'লে কেঁদে উঠ্‌ছেন। যুগল চক্ষুতে দরদরিত ধারা পতিত হ'য়ে কর্ণমূল প্লাবিত ক'রে ধরাকে কর্দ্দমাকার কর্‌ছে! আর কি ব'লব কৃষ্ণ! তোমার পিতা-মাতার দুঃখের কথা বল্‌তেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়॥

(গীত)

দেখ্‌লেম সেই পতি-প্রাণা দেবকী,
পতিসহ সতী পতিতা ভূতলে।
শীর্ণ হেমলতা, ধূলি-ধূসরিতা,
জীবনের শেষ শ্বাস মাত্র বাকী।
"কোথা প্রাণ-কৃষ্ণ দেখা দে রে" ব'লে,
ভাসিছেন সতী সদা অশ্রুজলে,
বারেক নয়নে সে দশা হেরিলে,
দুঃখে কাঁদে পশু পাখী——
প্রহারে যত প্রহরী সবলে,
তত সতী কাঁদেন "কোথা কৃষ্ণ" ব'লে,
আশা বায়ু বলে, সে জীর্ণ কঙ্কালে
প্রাণ মাত্র কেবল আছে কমল-আঁখি॥

কৃষ্ণ।—তারপর কি আর পিতার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'ল না? আর কি আপনাকে কোন কথা ব'লে দিতে পার্‌লেন না?

বলরাম।—আর কেন কৃষ্ণ! তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্, শুন্‌তে কি বড়ই মিষ্ট বোধ হচ্ছে? এত শুনেও তোর্ পাষাণ-হৃদয়ে দয়া হ'ল না! হাঁরে! যার পিতা মাতা কারাবদ্ধ, অনাহারে অনিদ্রায়, কেঁদে কেঁদে দিনপাত কর্‌ছেন, সে কিনা পরের অন্নে পালিত হ'য়ে, ক্ষীর, সর, নবনী খেয়ে পরের মাকে মা ব'লে, নিশ্চিন্ত-প্রাণে সব ভুলে আছে? ধিক্ কৃষ্ণ! ধিক্ তোকে! ধিক্ তোর মায়া-মমতা-হীন কঠিন হৃদয়কে! কিন্তু শোন্ কৃষ্ণ! আর আমি তোর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে বৃন্দাবনে থাক্‌বনা, এই বৃন্দাবন পরিত্যাগ কল্লেম! আমি এখনই মথুরায় যাব, দেখ্‌ব পাপাত্মা কংশ, কেমন ক'রে, আর আমাদের পিতা, মাতাকে যন্ত্রণা দেয়! থাক্ ভাই!—থাক্ তোর্ বৃন্দাবন নিয়ে! আমি তোর্ সাহায্য চাইনে! দেখ্—আজ একা বলরামের কোপানলে এক কংশ কি—কোটী কংশ অনলে পতঙ্গ বৎ ধ্বংস হয় কি না?

কৃষ্ণ।—দাদা! উতলা হ'য়োনা, আর কিছু কাল অপেক্ষা কর। নিরূপিত কাল প্রায় পূর্ণ হ'য়ে এসেছে। সে পাপাত্মা আপন নরকের পথ আপনিই পরিষ্কার কর্‌ছে।

অক্রূর।—কি? কংশ নরকের পথ পরিষ্কার কর্‌ছে—না পরলোকের জন্য পরম পবিত্র নূতন পথ আবিষ্কার কর্‌ছে? এখন, ছলনার কথা পরিত্যাগ ক'রে, মথুরা-যাত্রায় প্রস্তুত হও। কংশ এ ভবের ব্যাপার সমাধা ক'রে, সপরিবারে প্রস্তুত হ'য়ে, যাত্রা ক'রে, কূলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কর্ণধার নিতে এসেছি, এই নিমন্ত্রণের পত্র গ্রহণ কর (পত্র প্রদান) আর বিলম্ব ক'র' না, কর্ণধার! শীঘ্র তরণী ল'য়ে চল।

(গীত)

ব্রজরাজ, চল আজ, কংশে করিতে উদ্ধার।
হয়েছে তার সময়, ভবের খেলা সমাধার।
জন্মের মত যাত্রা ক'রে, ভবার্ণবে পারের তরে,
ব'সে আছে ভবের ধারে, সপরিবারে—
তরি ল'য়ে ত্বরায় ক'রে চল কর্ণধার॥

কৃষ্ণ।—(পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ)

সচ্চরিত্রবর শ্রীযুক্ত নন্দ ঘোষ গোপ মণ্ডলেশ্বর সমীপেষু।—আমি ধনুর্ম্ময় নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি, উপস্থিত যজ্ঞ দর্শনার্থ গোকুলস্থ সমস্ত গোপ-মণ্ডলের সহিত তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হইল। যথারীতি বাৎসরিক রাজকর এবং যজ্ঞের ব্যয় জন্য প্রচুর পরিমাণে দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক, গোকুল-বাসী গোপবৃন্দ সহ মথুরার রাজ-ভবনে উপস্থিত হইয়া আরব্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবে। প্রেরিত রথে, মহাত্মা অক্রূরের সহিত তোমার পুত্রদ্বয় রাম-কৃষ্ণকে মথুরাধামে প্রেরণ করিয়া রাজ-সন্তোষ বিধানে ত্রুটী না হয়। জ্ঞাপন মিতি—এ ত যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্র! আপনি এই পত্র ল'য়ে পিতার নিকট গমন করুন। তাঁর মত হ'লে, কল্য প্রভাতেই যজ্ঞ-দর্শনে যাত্রা করা হ'বে।

বলরাম।—আবার মতামতের কথারে কৃষ্ণ! থাক্ তুই পিতার মতামত নিতে, আমি চল্লেম,— (গমনোদ্যত)

কৃষ্ণ।—(বলরামের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) দাদা উতলা হ'য়ো না, পিতার অবশ্যই মত হ'বে। মথুরা-গমনে কোন বাধা-বিঘ্ন ঘট্‌বে না। এক্ষণে চলুন, পিতার নিকট যাই——

(সকলের প্রস্থান)





ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নন্দরাজের অন্তঃপুর।

যশোদা—(স্বগত) দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী, মা! এমন কুস্বপ্ন কেন দেখ্‌লেম। লোকে বলে, শেষ নিশির স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। তার প্রত্যক্ষ ফল ত সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। শেষ নিশিতে স্বপ্ন দেখে আতঙ্কের সঙ্গে নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল, ভয়ে প্রাণ কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, মনে মনে, বিপদের বন্ধু মধুসূদনকে কত ডাক্‌লেম্‌! কৈ, মধুসূদনও ত, হতভাগিনী যশোদার কথায় কর্ণপাত কর্‌লেন না! স্বপ্নের ফল যে আমার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ হ'ল, ত্রিরাত্রিও গত হ'ল না! সঙ্গে সঙ্গেই যে নিমন্ত্রণের পত্র নিয়ে একবারে আমার গোপালকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্যে. অক্রূর বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হ'ল! তবে কি সত্যই আমি গোপালকে হারাব! স্বপ্নের ঘটনা এখনও যেন চক্ষুর উপর দেখ্‌তে পাচ্ছি! গত রজনীর শেষভাগে স্বপ্নে দেখ্‌লেম, আমার গোপাল যেন গোষ্ঠেরবেশ পরিত্যাগ ক'রে, রাজবেশ প'রেছে; গলায় দিব্য শ্বেত পুষ্পের হার, তার সঙ্গে মুক্তার মালা, চূড়ার পরিবর্ত্তে মাথায় দিব্য রাজ-মুকুট; বলরামেরও যেন সেই বেশ। দুটী ভাইয়ে

হাস্‌তে হাস্‌তে, যেন একটা নদীর ধারে উপস্থিত হ'ল! দেখ্‌লেম্ সে নদীতে তরণী নাই—কাণ্ডারী নাই—কোন পার-ঘাট নাই! কেবল তরঙ্গ, আর মাঝে মাঝে ঘূর্ণিত জলের ভয়ঙ্কর শব্দ! কৃষ্ণ বলরাম আমার, সেই নদীর কূলে গিয়ে, তরণীর অপেক্ষা কর্‌লেনা—কাণ্ডারীকে ডাক্‌লে না—কেমন দুটী ভাইয়ে হাত ধরাধরি ক'রে সেই তরঙ্গের উপর দিয়ে পার হ'য়ে চ'লে গেল। দেখ্‌লেম, নদীর পর পারে একটা উচু পর্ব্বত, দুই ভাইয়ে সেই পর্ব্বতের উপর উঠ্‌তে লাগল। আমি বাছাদের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেলেম! পার হ'তে পার্‌লেম না, কূলে দাড়িয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেম, "গোপালরে ফিরে আয়! বলরামরে যাস্‌নে" ব'লে কত ডাক্‌লেম। গোপাল আমার কথা শুন্‌লেনা, একটিবার ফিরেও চাইলে না। তার পরেই দেখ্‌লেম, একটা ভয়ঙ্কর দৈত্য এসে যেন দুটী ভাইকে গ্রাস কর্‌তে উদ্যত হ'ল! তার পরক্ষণেই আবার দেখ্‌লেম, সেই ভীষণাকার দৈত্য-দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে! কে যেন সিংহাসনে ব'সে গোপালকে আমার কত স্তব মিনতি কর্‌ছে। একটী শুক্ল-বস্ত্র-পরিহিতা, বিধবাবালা গোপালের পায়ের কাছে ব'সে কাঁদ্‌ছে! একধারে মহারাজ যেন ব্রজ-রাখালগণকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদন কর্‌ছেন! তার পরক্ষণেই দেখি যেন আমি উন্মাদিনী হ'য়েছি। ব্রজরাজ—ব্রজ-রাখালগণ পাগলের মত হ'য়ে গোপাল গোপাল ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একটা জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে যাচ্চে! আমিও যেমন সেই জ্বলন্ত চিতায় পড়্‌তে যাব, অম্নি নিদ্রাভঙ্গ হ'ল! এমন কুস্বপ্ন কেন দেখ্‌লেম! হে বিপদের বন্ধু মধুসূদন! শুনেছি, দুঃস্বপ্ন দেখে, তোমার মধুসূদন নাম স্মরণ করলে আর কোন বিপদ ঘটে না, তাই কায়মনে তোমাকে ডাক্‌ছি, বিপদের বন্ধু! দাসীর কথায় কর্ণপাত কর।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ ।—যশোদে ! আর কেন বিলম্ব করূছ ; শীঘ্র গোপালকে সাজিয়ে দাও;বৃন্দাবনের বাল-বৃদ্ধ সকলেই প্রস্তুত হ'য়েছে, তোমার আর সাজিয়ে দেওয়া হ'চ্চে না, সকল-কার্য্যে এত দীর্ঘ-সূত্র হওয়া কি ভাল দেখায় ?

যশোদা ।—এ'ত সকল কাজের সঙ্গে উপমারকাজ নয় মহা-রাজ ! আমি কবে তোমার কোন্ কথা পালন ক'র্‌তে ইতস্ততঃ ক'রেছি ! যখন যা' ব'লেছ, সহস্রকর্ম্ম ত্যাগ ক'রে তোমারই আদেশ পালন ক'রেছি । এ'ত সে-কাজ নয় মহারাজ ! তুমি যদি একখান তীক্ষ্ণধার অসি এনে বল "যশোদে তোর্ হৃদ্‌পিণ্ড ছেদন ক'রে আমার হাতে দে", আমি যদি তা'তে ইতস্ততঃ করি, তা' হ'লে আমাকে অবাধ্য বা দীর্ঘসূত্র যা' বল, শোভা পেত ! এ ত তেমন সহজ কথা নয় মহারাজ ; এ যে গোপালকে মথুরায় পাঠানর কথা ! ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জাতি, কুল, মান, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সম্পদ, সংসারের যা কিছু, সবই যে আমার ঐ সবে ধন একটীকে নিয়ে ! সেই সর্ব্বস্ব-ধন গোপালকে আমি কেমন ক'রে সে শত্রুপুরীতে পাঠা'ব মহারাজ ? তুমি গোপালের পিতা, তাই তা'কে সেই পূর্ণ শত্রুর হাতে সঁপে দিতে ব্যস্ত হ'চ্চ, কিন্তু মা হ'লে একথা মুখে আন্‌তে পার্‌তে না, আমার হৃদয়ের ব্যথাও বুঝ্‌তে পার্‌তে,—

(গীত)

প্রাণ-কান্ত হে প্রাণ কাঁদ্‌ত তবে জান্‌তে মরমের বেদনা ।
যদি চিতে বুঝিতে হে নাথ, গর্ভে ধরা কি যন্ত্রণা ॥
চরণে ধরিয়ে সাধি, সিঞ্চিয়ে সুখের বারিধি—
শত্রুকরে সঁপ' না হে অমূল্য নিধি—
জীবন ধন গোপাল ল'য়ে, যেওনা নাথ কংশালয়ে,
ভিক্ষা দাও দুঃখিনীর তনয়ে,
বক্ষে আর বজ্র হেননা ॥

নন্দ।—দেখ যশোদে! স্ত্রীজাতির হৃদয় নিয়ত শঙ্কাকুল; বিশেষ স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে পুত্রের কু-আশঙ্কা ভিন্ন, সুচিন্তা স্থান পায় না। তোমার হৃদয় নাকি নিয়ত শঙ্কাকুল, তাই স্বপনে, জাগ্রতে, কেবল গোপালের অমঙ্গলই দেখ্‌তে পাও! আর তা-ই যদি ঘটে, সে-ত বিধি-লিপি! কে তা'র খণ্ডন কর্‌বে? বজ্রপাতে বা সর্প-দংশনে মৃত্যু যদি ভাগ্যপটে লেখা থাকে, তা'হ'লে অতল জলধি জলে নিমগ্ন হ'য়ে থাক্‌লেও, সে বজ্রাঘাত রক্ষা হ'বেনা,—শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রে, গরুড়কে দ্বার-রক্ষক রেখে, স্বয়ং ধন্বন্তরীর বক্ষে লুক্কায়িত থাক্‌লেও সে সর্প-দংশন রক্ষা হ'বেনা, সে মৃত্যু অনিবার্য্য।

যশোদা।—দেখ অমন ধারা, পণ্ডিতের মত পরকে বুঝাতে সকলেই পারে, কিন্তু সে টুকু নিজে বোঝা বড় কঠিন!

নন্দ।—কেন এ সম্বন্ধে আত্ম পর আর কি আছে? গোপাল তোমারই পুত্র, তোমার স্নেহের ধন; আমার কি কেউ নয়?

যশোদা।—তা'ত আমি বলি নাই, গোপাল তোমারই,—তোমার প্রসাদেই আমার। কিন্তু মায়ের প্রাণ আর পিতার প্রাণে অনেক পৃথক্। যদি এক পুত্রের মা হ'তে, যদি সন্তান গর্ভে ধরার যন্ত্রণা বুঝ্‌তে, তা'হ'লে জান্‌তে পারতে যে, সে পুত্রকে কোল-ছাড়া ক'রে শত্রুপুরীতে পাঠাতে, মায়ের প্রাণে কি যন্ত্রণা হয়!—কি শক্তিশেল বাজে!

নন্দ।—তুমিও যদি এক পুত্রের পিতা হ'তে, তা' হ'লে বুঝ্‌তে যে, সে পুত্রকে কোন লোক-সমাজে না পাঠা'য়ে, ঘরে মূর্খ ক'রে রাখা, কত যন্ত্রণা,—মূর্খ পুত্রের পিতা হওয়া কত ঘৃণার কথা!

(কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ।—এই ত বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে। আমাকেই এ যুদ্ধের সন্ধি কর্‌তে হ'বে। (প্রকাশ্যে) মা! আমাকে মথুরায় পাঠাতে এত কাতর হ'চ্চিস্ কেন? আমি দুদিন না থাক্‌লে কি আর তোর

গরু চরবে না? দেখ্ দেখি! পাঁচনি ধ'রে ধ'রে হাত দু'টি কেমন হ'য়েছে, দুদিন একটু জুড়াব, কি কোথাও যা'ব, তা'ও দিবিনে।

যশোদা।—কেন গোপাল, তুই গরু চরাবি? আমি ত প্রতিদিনই বলি, গোপাল! গোষ্ঠে যাস্‌নে, তুই যে থাকৃতে পারিস্‌নে। শ্রীদাম, সুদাম, সুবোল, মধুমঙ্গলকে দেখ্‌লেই যে তোর গোষ্ঠের আমোদ বাড়ে। ভাল আজ হ'তে আর তুই গোষ্ঠে যাস্‌নে, আমার ঘরে ব'সে খেলা কর, যা' চাইবি, তা'ই দেব।

কৃষ্ণ।—আমি যা' চাইব, তাই দিবি?

যশোদা।—আমার ঘরে কিসের অভাব গোপাল? আমার প্রাণ চা'স্, তা'ই দেব!

কৃষ্ণ।—তোকে কিছুই দিতে হ'বেনা, আমাকে বাবার সঙ্গে পাঠিয়ে দে। শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, মধুমঙ্গল সবাই যাচ্চে, আমি কি ওদের ছেড়ে থাকৃতে পারি? ক'টা দিন বৈ ত নয় মা! তুই ভাবিস্‌নে।

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম।—হারে কানাই! তুই ত বড় মা-পাগ্‌লা রে! তোরই মা আছে? আর কি কারও মা নেই? যেতে মন না থাকে, স্পষ্ট বল্‌না কেন? সকলের সাজা গোজা হ'য়ে গেল, তোর আর হ'চ্চে না, আর কেউ ত মার কোলে মুখ লুকিয়ে বসে' নাই, তা'দেরও ত মা আছে। তা'রাও ত মায়ের ছেলে?

কৃষ্ণ।—(স্বগত) তারাও মায়ের ছেলে, আমিও মায়ের ছেলে; কিন্তু তারা আবার আস্‌বে, আবার মায়ের কোলে উঠ্‌বে। আমি যে আর আস্‌বনা,—আর যে এজন্মে এমন ধারা মায়ের কোলে উঠ্‌তে পা'ব না। আমি যদিও, মা ছেড়ে মা পা'ব, কিন্তু মা যশোদা যে আর গোপাল ছেড়ে গোপাল পা'বেনা! আমি সে মায়ের দুঃখ মোচন কর্‌তে চল্লেম্, কিন্তু এ মায়ের চক্ষের

জলে দুঃখের স্রোত যে চিরদিনের জন্য প্রবাহিত হ'তে চল্লো। সে পিতার বন্ধন মোচন হ'বে, কিন্তু পিতা নন্দ যে এই নিরানন্দময় অন্ধকার-ভবনে পড়ে' কেবল গোপাল গোপাল বলে' কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'বেন, কৃষ্ণময়-প্রাণা গোপাঙ্গনাগণের সহিত আমার হৃদয়-সরোবরের হেম-সরোজিনী কমলিনী যে হিমানিসিক্ত পদ্মিনীর ন্যায় ক্রমে অস্থিসার-দেহে ধূলায় ধূসরিতা হবেন! এই হ'তেই যে, আমার ব্রজলীলার শেষ! যে বৃন্দাবনের মায়ায় এতদিন মুগ্ধ ছিলেম, যে ব্রজের মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, পিতা নন্দের বাধা বহন ক'রেছি, রাখালদের সঙ্গে গোচারণ ক'রেছি, সেই আমার বড় সাধের বৃন্দাবনের মায়া আজ চিরদিনের মত ভুল্‌তে হ'বে, এই চিন্তাতেই এত বিলম্ব। (যশোদার বসনাঞ্চলে অশ্রু মোচন)।

বলরাম।—কানাই! মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে চুপ্‌টী ক'রে থাক্‌লি যে, যা'বিনে নাকি?

কৃষ্ণ।—যা'ব বৈ কি দাদা!

বলরাম।—তবে চুপ ক'রে থাক্‌লি যে? কি ভাব্‌ছিস্‌?

কৃষ্ণ।—সেখানে গিয়ে কি কি কর্‌ব, তাই ভাব্‌ছি।

বলরাম।—সে যা' কর্‌তে হয়,সেখানে গিয়ে ব'লে দেব তখন।

যশোদা।—হাঁরে গোপাল! সেখানে গিয়ে কি কর্‌বি, সত্য বল্‌ দেখি?

কৃষ্ণ।—কর্‌ব আর কি,—হাতি মার্‌ব, ঘোড়া মার্‌ব, রাজা মার্‌ব, রাজা কর্‌ব, আর কর্‌ব কি মা?

যশোদা।—হাতি ঘোড়া মার্‌ব, রাজা মার্‌ব, রাজা কর্‌ব, ও সব কি কথা রে গোপাল?

কৃষ্ণ।—কাজেই, তোমার যেমন জিজ্ঞাসা! কর্‌ব আর কি? খেলা করব—খেলা করব! বলাই দাদাকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে খেলা কর্‌ব।

যশোদা।—কি খেলা করবি রে গোপাল?

কৃষ্ণ।—যে খেলা আমি চির দিন ক'রে আস্‌ছি, সেই খেলা! এখানেও যে খেলা, সেখানেও সেই খেলা।

নন্দ।—যাক্, এখন ওসব কথা থাক গোপালকে সাজিয়ে দাও। সময় যায়, আমি সঙ্গে যাচ্চি, চিন্তা কি?

যশোদা।—তুমি বল্‌ছ বটে মহারাজ! কিন্তু আমার মনে হ'চ্চে, যেন আর গোপাল আমার বৃন্দাবনে আস্‌বে না।

কৃষ্ণ।—আস্‌ব মা আস্‌ব।

যশোদা।—গোপাল! আমি সকলের কথাই ঠেল্‌তে পারি, কিন্তু মহারাজের কথা কেমন ক'রে অবহেলা করব? তাই বাপ্, আজ পাষাণে প্রাণ বেঁধে তোকে বিদায় দিচ্চি। মহারাজ সঙ্গে যাচ্চেন, তুই আস্‌ব ব'লে,আশা দিচ্ছিস্; কিন্তু আমাব মনে হ'চ্চে, আর তুই বৃন্দাবনে আস্‌বিনে। আমি মনকে যতই স্থির করতে যা'চ্চি, যতই প্রবোধ দিচ্চি, ততই কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বল্‌ছে,"যশোদে! আজ হ'তে তোর গোপালের মা হওয়ার শেষ! আর গোপাল তোর বৃন্দাবনে আস্‌বে না।" এমন কেন হ'চ্চে গোপাল! তবে কি সত্যই আর তুই বৃন্দাবনে আস্‌বিনে, আর কি মা ব'লে ডাক্‌বিনে? এই হ'তেই কি বাপ্, তোর বৃন্দাবনের খেলা শেষ হ'ল!

(গীত)

গোপাল আজ কি বাপ, ব্রজের খেলা, জনমের মতন।
হ'ল সাঙ্গ রে তোর্ নীল-রতন।
ধ'রে যশোদার অঞ্চলে,　　"মা মোরে ননী দে" ব'লে,
আর আস্‌বিনে কোলে?—
চির-শোক-সিন্ধু জলে, আমায় ভাসালিরে ও কৃষ্ণধন॥

(কৃষ্ণকে কোলে লইয়া যশোদার ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান)



ষষ্ঠ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বৃন্দাবন রাজপথ।

(জনৈক ঘোষণা-প্রচারক ও ভেরী-বাদকের প্রবেশ)

ঘোষণা প্রচারক।—শুনহে বৃন্দাবন-বাসীগণ! মহারাজ নন্দের আদেশ, সকলে অবিলম্বে পূর্ব্ব আদেশ মত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, যে যতদূর সংগ্রহ করতে পেরেছ, সমস্ত সঙ্গে ল'য়ে মথুরায় যজ্ঞ-দর্শনে চল। (ভেরী বাদন)

(গীত)

কংশ-যজ্ঞ দরশনে, ভূষিত হ'য়ে ভুষণে,
সানন্দে সাজিল যত গোকুল-বাসী গণে॥
চলে নন্দ উপানন্দ, শ্রীদামাদি রাখাল বৃন্দ,
দেবগণ পরমানন্দ, অমর ভুবনে॥

(ভেরীবাদক ও ঘোষণা-প্রচারকের প্রস্থান)

(কুটীলার প্রবেশ)

কুটীলা।—বলি, গেল? যাক্, খুব গেল—বাঁচা গেল—ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল! পোড়া-কপালির বেটা যেন দেশ্‌টা তোল্‌পাড়

ক'রে তুলেছিল! তা' আর ক'দিন? বলে—দস্থির দশদিন! বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়, বলে, "অতি বাড় বেড়না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে, অতি ছোট হইওনা ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।" এত বাড়াবাড়ি ধর্ম্মে সইবে কেন? তা বেশ হ'য়েচে, বেশ যজ্ঞি খেতে গিয়েছেন! আগে কালো পাঁটা বলিদান হ'বে, তার পর ক'টা পাঁটার গদ্দানে কোপ পড়্বে। এবারে আর ফিরে আসতে হ'বে না। বেচে থাকুক কংশ রাজা, একশ বচ্ছর পেরমাই হ'ক্, মাথার যত চুল, তত পেরমাই হ'ক্। রেতের প্রাতঃবাক্যে পরাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তেরাত্তিরে ফল্‌বে, সতী লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ, তেরাত্তিরে ফল্‌বে। আহা! ঠাকুর করেন, যদি ঐ আঁটকুড়ির বেটা কটা পাঁটা বলা ঘাটে পড়াকে,জীয়ন্তে ছাল খুলে দগ্‌দে দগ্‌দে মারে, তা'হ'লে মনের কালী যায়। কালা কালামুখো লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌ত, আর কোন কথা বল্‌তে গেলে কটা বেটা সেই কটা চকে কেমন কট্‌মটীয়ে চাইত, দেখে আত্মারাম শুকিয়ে উঠ্‌ত! দোষ দেখে বলবার যো ছিলনা, গাঁ সুদ্দু মিলে যেন খেতে আস্‌ত। যাক্, গা মেলে বেড়িয়ে বাচ্‌লেম! আহা! নাগর গিয়েছেন শুনে, বৌ পোড়ামুখীর দুঃখের সাগর উথলে উঠেছে;—বেশ ছেড়েছেন, অলঙ্কার ছেড়েছেন, খাওয়া ছেড়েছেন, এখন প্রাণটা ছাড়্‌বে, সেই চেষ্টায় আছেন। তা' ভালই হ'য়েছে, আহার ছেড়েছেন, গোটা কতক উপ'স হ'ক, তা'হ'লেইসব রস আপনি শুকিয়ে আস্‌বে। রসস্থ হ'য়ে জ্বর হ'লে যেমন উপ'স ভিন্ন সে রসের পরিপাক হয় না, তেমনি আমাদের বৌ পোড়ার-মুখীরও রসস্থ হ'য়ে এখন বিচ্ছেদের জ্বরে ছট্‌ফট্ কর্‌ছেন, রসে নাড়ী টব টব কর্‌ছে, উপ'স নইলে কি এ রস মরে? রসরাজ ত গা তুল্লেন,রসও শুকিয়ে এল, এখন রসবতীকে নিয়ে টানাটানি! আমি বৌ পোড়ার-মুখীকে তখনি বলে'ছিলেম, "ওলো দমে প'ড়ে কুল মজাস্‌নে। পিরীতের

শেষ থাকেনা লো শেষ থাকেনা। এই বয়সে অনেক পিরীত দেখ্‌লেম। আলো চা'ল দেখে ভেড়ার মুখ চুল্‌কে উঠেছে ব'লে এমন ধারা গুদম্ সুদ্ধ উজুম ক'রে বস্তা খুলে দিস্‌নে—অত সস্তা হ'স নে—শেষ পস্তাতে হ'বে।" তখন পোড়ার-মুখী সে কথায় কাণ দিলেন না, এখন যেমন কর্ম্ম তার মত হ'লো। বলে "তখন শুন্‌লেনা যৌবনের ভরে, এখন যাদু কাঁদ্‌তে হবে কচুবনে প'ড়ে।" আমার এমন সোণার দাদা, দেখতে শুন্‌তেই বা মন্দ কি? আমরা যে আমরা, আমাদেরও চকে ধরে, কালামুখীর তা'তে মন উঠ্‌ল না। পিরীত কর্‌লেন কি না একটা মুখপোড়া বানরের সঙ্গে! আহা নাগরের রূপ ত নয়, যেন ছুত হাঁড়ির তলা! মা বাপের ধন দৌলৎ না থাক্‌লে কেউ কাটী করে ছুঁতনা। ঐ ছেলেকে আবার আদর ক'রে বলেন—কুলের তিলক! আঃরে! আমার কুলের তিলক! পোড়া কপালির বেটা ছিল—গোকুলে কুলের পোকা। এমন কুল নাই, যে কুলে ও পোকা লাগেনি। মিষ্টি কুল দেখেছে, কি, ছিষ্টিছাড়া পোকা তাতেই বিঁধ করে ব'সেছে! এই সব দেখে শুনেই আমরা কুলের হাঁড়ির ঢাকন খুল্‌তেম না, পাছে বৌ পোড়ামুখীর কাল পোকা এসে কুলের হাঁড়িতে ঢোকে! যাক্, এখন আপদ্ গেল, বালাই গেল—কুলের পোকা গেল!!

(গীত।)

কে বলে কুলের তিলক তায়, কুলের পোকা গেছে।
দম দিয়ে এ গোকুলের সকল কুলে বিঁধ ক'রেছে।
এ পোকা লাগেনি কুলে, এমন কুল নাই গোকুলে,
বসে' যমুনার কূলে, গোকুলের দুকুল খেয়েছে।





সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(স্থান—মথুরার রাজ-পথ)

জনৈক সেনাপতি দণ্ডায়মান, দ্রুতপদে একজন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক।—(শশব্যস্তে) ঠিক গো ঠিক! ঐ কথাই ঠিক! এ চিত্রগুপ্তের খাতার ঠিক! এঠিক কি বেঠিক হ'বার যো আছে?

সেনাপতি!—কোন্ কথা ঠিক!

সৈনিক!—ঐ, হা-মা-কা, হাতে মাথা কাটে গো, তারা হাতে মাথা কাটে! বেটার কি ইস্পাতের হাত গো! একবারে সান দিয়ে চু'কিয়ে নিয়ে এসেছিল! হেতেরের কাজ হাতেই চুকিয়ে দিলে! বাবা! এ গরিবকেও বগল-দাবা করে'ছিল আর কি! যেই বড় আড়িমাপা বরাৎ—তাই ফড়াৎ করে' ফুক্‌লে পালিয়ে এসেছি! কাজ নাই বাবা চাকরিতে, পালাই চল!

সেনাপতি।—স্থির হও, ঘটনা কি স্পষ্ট বল,—ব'স ব'স!

সৈনিক।—আর ব'স্‌ব কি বাবা, ছোঁড়া দুটোর কাজ দেখে, একেবারে ব'সে গিয়েছি! আর ব'সে কাজ নাই, চল, খ'সে পড়ি বাবা! ঐ গো ঐ এক বেটা পালিয়ে আস্‌ছে?

(দ্রুতবেগে হস্তিরক্ষকের প্রবেশ)

হস্তিরক্ষক।—(দ্রুতবেগে আসিতে আসিতে পদস্খলিত

হইয়া পতন ও পুনরুত্থান পূর্ব্বক)—দূর্ শালার পা, এই বুঝি তোর হোঁচট খাবার সময়? এবার বাঁচা বাবা—! খুব লম্বা দে! বেঁচে থাক্‌লে কত হোঁচট্ খেতে পাবি। পালা—পালা—মার দৌড় টেনে—

সেনাপতি।—কে তুই ভীরু?

হস্তিরক্ষক।—আমি ভীরু নৈ বাবা, আমি ভীরুকে চিনিনা, আমি হাতীর পালা কাটা বাবা!

সেনাপতি।—পলাচ্ছিস্ কেন? পলায়ন ক'ল্লে, এখনি মস্তক ছেদন করব জানিস্!

হস্তিরক্ষক।—তবে বল, গরিবকে মাথাটী নিয়ে বাড়ী পৌঁছাতে দেবেনা। সেখান হ'তে কোন গতিকে মাথাটা বাঁচিয়ে আন্‌লেম, শেষে আবার তোমার হাতে দিয়ে যেতে হ'বে? আমার মাথাটার উপর তোমাদের সাত গোষ্ঠীর লোভ, কেন বল দেখি? হাতীর মাথায় মাণিক মুক্ত থাকে, আমি হাতীর পালা কাটা বলে' কি আমারও মাথাতে মাণিক মুক্ত আছে মনে করে'ছ? ছেড়ে দাও বাবা! খ'সে পড়ি—

সেনাপতি!—কোন চিন্তা নাই,স্থির হও, পলালেই সর্ব্বনাশ—

হস্তিরক্ষক।—পালাইনি গো! কোন্ শালা পালাচ্চে? আমার আগে এক শালা পালিয়েছে, তাকে খুঁজ্‌তে যাচ্চি!!

সেনাপতি।—মিথ্যা কথা!

হস্তিরক্ষক।—মাইরি গো, কোন্ শালা ভাঁড়াচ্চে!

সেনাপতি।—কে তোর্ আগে পালিয়েছে?

হস্তিরক্ষক।—আমার আত্মা-পুরুষ গো—আত্মা-পুরুষ! ছেড়ে-দাও বাবা! খুঁজে নিয়ে আসি, (গমনোদ্যত)—

সেনাপতি।—(বাধা প্রদান পূর্ব্বক)—সাবধান! পালালেই শিরশ্ছেদন—

হস্তিরক্ষক।—আঃ ভারি বীর! এ পালাকাটা শালার গলাটা প্যাকা কলাটার মত সবাই কাট্‌তে পারে! যাওনা সেই কুঁদের কাছে।

সেনাপতি!—তুই না কুবলয়াপীড় নামক রাজহস্তীর জনৈক রক্ষক!

হস্তিরক্ষক।—আজ্ঞে! ধর্ম্ম অবতার!

সেনাপতি।—ভাল; সিংহদ্বার রক্ষার জন্য যে কুবলয়াপীড় মত্ত হস্তীকে নিযুক্ত করা হ'য়েছিল, তার সংবাদ কি?

হস্তিরক্ষক।—আর বাবা কোবলাপীড়! পীর প্যাগম্বর সব এক গাড়ে গেড়েছে! পীর ত পীর, পীরের আস্তানা পর্য্যন্ত ওকম্ম।

সেনাপতি।—কি? তেমন মত্ত হস্তী বিনাশ ক'রেছে! কিরূপে বিনাশ কর্‌লে?

হস্তিরক্ষক।—সেই হত্ত মস্তী ত, যিনি দুয়রে ছিলেন? এক হ্যাঁচকা টানেই তাঁর ওকম্ম হ'য়েছে! শুঁড়টা ধর্‌লে কালা, ল্যাজটা ধর্‌লে বলা, হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে, ল্যাজটা ফেল্‌লে ছিড়ে! মাটীতে ভ'রে দাঁত, নেদে মুতে হাতী মশায় কল্লেন কুপকাৎ! বেটা হাতী যেন জয়পালের জোলাপ নিয়ে বসেছিল, একটানেই বিশমন নেদে ফেলেছে।

সেনাপতি।—মাহুতের কি হ'লো?

হস্তিরক্ষক।—মাহুত? তিনি বহুৎ আ৷

সেনাপতি।—বহুৎ আগে কি?

হস্তিরক্ষক।—ফউৎ।

সেনাপতি।—ফউৎ কি?

হস্তিরক্ষক।—মোউৎ—

সেনাপতি।—হস্তী, হস্তি-রক্ষক সব বিনষ্ট হয়েছে? সেনাপতি চাণুর—মুষ্টিক যে সাজ সজ্জা করে' গিয়েছেন, তাঁদের সংবাদ?

হস্তিরক্ষক।—চানুর মুষ্টিক ত? তাঁরা অনেকক্ষণ রওনা হ'য়েছেন!

সেনাপতি!—কোথায়?

হস্তিরক্ষক।—ঠিকানায়!

সেনাপতি।—কোন্ ঠিকানায়! ঠিক বলূনা?

হস্তিরক্ষক।—যমের বাড়ি গো—যমের বাড়ি! বাবা বাঘে যেমন শিকার ধরে, তেমনি ধারা ছোঁড়া দুট' বাঘের বাচ্ছার মত লফাৎ করে লাফ দিয়ে পড়ে, মানুরকে ধর্‌লে বলা, আর চুষ্টিক-কে ধর্‌লে কালা; চুলের মুটী' ধরে ছিঁড়ে ফেল্‌লে মুড়ি, আর বাছার পাছা দিয়ে বেরিয়ে প'ল বত্রিশ হাত নাড়ি,—

সেনাপতি!—কি সর্ব্বনাশ! অমন মহাবীর চানুর মুষ্টিক পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়েছে! ঐই জন্যই কি মহারাজার মহাযজ্ঞের আয়োজন! এই জন্যই কি আরাধনা করে' পাপিষ্ঠ দু'টকে মথুরায় আন্‌লেন?

হস্তিরক্ষক।—বাবা। তখন না বুঝে, সাধ্য সাধনা আরাধন করে' আন্‌লে! এখন যে তুলোধোনা করে' তুল্‌ছে! কেন বাবা সাধ করে' খাল কেটে জল ঢুকুলে, এখন যে বাস্তু বৃক্ষ পর্য্যন্ত যায়!

(গীত।)

কেন জল আন্‌লে খাল কেটে,—
আপৎ ব্রজে ছিল।
ডুবালে দুকুল ভেঙ্গে, বৃক্ষ শুদ্ধ বাস্তু ভিটে॥
শুনেছে কেবা কোথা, এ বড় আজব কথা,
হাতেতে কাটে মাথা, হাতী মারে লাথির চোটে॥

হস্তিরক্ষক,।—ঐ গো আবার কিসের গোল হ'চ্চে, বুঝি সেই দু শালা আস্‌ছে?

সেনাপতি।—চল দেখি, মহারাজের কোন বিপদ ঘটল কি না দেখিগে।

হস্তিরক্ষক।—আজ্ঞে আপনি আগে চলুন। (স্বগত) তোমাকেও যমে খেলা দিচ্চে, তা' ঠিক্ বুঝেছি।

[সকলের প্রস্থান।





সপ্তম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কংসালয় তোরণ দ্বার।

নন্দের প্রবেশ—

নন্দ।—হৃদয়ের স্নেহ-প্রবণতাই আমার ভ্রান্তির একমাত্র মূল কারণ! নতুবা. গোপালের আমার আশৈশবের কার্য্য-পরম্পরা প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রেই কি আমার চৈতন্য হ'য়েছে! একদিন গর্গ মুনি আমাকে বলেছিলেন "ওহে গোপরাজ! গোপাল তোমার মানব নয়! স্বয়ং দানব-দর্পহারী হরি গোপাল রূপে তোমার গৃহে উদয় হ'য়েছেন!" আমিও অনেক সময় দেখেছি! দূরদেশাগত সিদ্ধ যোগী ঋষি মহাত্মাগণ, বৃন্দাবনধামে আগমন করে ইষ্টদেব জ্ঞানে আমার গোপালের পদে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রেছেন! তা দেখে, আমার চৈতন্য হওয়া দূরে থাক্, বরং তাঁ'দিগকে আমার গোপালের অকল্যাণকারী বলে, ভৎ'সনা করেছি এবং গোপালের মঙ্গলের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করে'ছি। যে কংসের ভয়ে সকলেই ভীত, এমন কি স্বর্গের দেবতারা পর্য্যন্ত সন্ত্রাসিত থাকৃত, আমার দ্বাদশবর্ষীয় গোপাল সেই কংসকে অনায়াসে বিনাশ পূর্ব্বক বৃদ্ধ উগ্রসেনকে রাজ্যভার অর্পণ ক'রে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলে! এই সকল দর্শন ক'রে মনে হয়, গোপাল আমার নিশ্চয়ই মানব নয়! সত্যই সেই দর্পহারী হরি গোপাল রূপে আমার গৃহে অবতীর্ণ হ'য়েছেন! আবার মনে হয়, তা' নয়, বোধ হয়,

জন্মের ক্ষণ মাহাত্ম্য প্রযুক্ত গোপাল আমার অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন হ'য়েছে। যাই হউক, গোপাল আমার মানবই হ'ক্ আর দেবতাই হ'ক্, আমার যে গোপাল সেই গোপাল—যে নন্দদুলাল সেই নন্দ-দুলাল! যা'ক্, আর অনর্থক চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে গোপালের অমঙ্গল কামনা কর্‌বনা। এখন যা'তে গোপালকে ল'য়ে বৃন্দাবনে যেতে পারি, তার চেষ্টা করি। কৈ, শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল এরা ত অনেক্ষণ গোপালকে ডাক্‌তে গিয়েছে! তারা এখনও আস্‌ছে না কেন? (রাখালগণকে দেখিয়া) এই যে সকলেই আসছে! কৈ এদের সঙ্গে ত গোপাল নাই! হাঁরে বসুদাম! তোরা এলি, আমার গোপাল কৈ? একবারে তা'কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলিনা কেন? ক্রমে সময় যাচ্ছে, বৃন্দাবনে যেতে হবে।

শ্রীদাম।—আর কি গোপাল তোমার সে গোপাল আছে, যে, দেখা হ'বে, আর হাত ধ'রে নিয়ে আস্‌ব? দুয়ারে প্রহরী প্রবেশ ক'ত্তেই দিলে না।

বসুদাম।—শ্রীদাম দাদা! তুমিত ঢুক্‌তেই পার্‌লে না! আমি কিন্তু এক ফিকির করে' ঢুকে পড়ে'ছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি, বাবা! তার ভিতর কি মুড় গলাবার যো আছে? কি করি, লোকের পায়ের ফাকে ফাকে দেখ্‌লাম,—একটি স্ত্রীলোক হাত জোড় ক'রে কানায়ের নিকট কি বল্‌ছে। মনে করলেম, যেই আমার দিকে তাকাবে, অমনি চোকটিপে ডাক্‌ব। তা তা'র দায়টি প'ড়েছে। এখন আর আমাদের সে কানাই—সে গরু-চরাণ রাখাল নাই, এখন তিনি রাজা হ'বার জোগাড়ে আছেন।

নন্দ।—হ্যাঁরে! তোরা কি বল্‌ছিস্ আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা তার বিলম্বে ত ভাল বলে বোধ হচ্ছে না! দেখি একবার চল্ যাই দেখি— (সকলের প্রস্থান।





অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মথুরা-রাজসভা।

কৃষ্ণ ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী।—কালচক্র অতিক্রম করা জীব মাত্রেরই সাধ্যাতীত, যখন যে কার্য্য যে নিয়মে সম্পন্ন হ'বে, ভগবান পূর্ব্ব হ'তেই তা' লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। সুতরাং সে বিষয়ে অনুতপ্ত হওয়া বৃথা মাত্র। এক্ষণে রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের এই অনুরোধ, আপনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

কৃষ্ণ।—শুন মন্ত্রি! সে বিষয়ে আমি তোমাদের সকলের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি। রাজ্যভার গ্রহণ, বিশেষতঃ আত্ম-নির্ব্বিশেষে প্রজারঞ্জন, অতীব গুরুতর ব্যাপার! অথচ মথুরার সিংহাসন গ্রহণ সম্বন্ধে আমার কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। সুতরাং আমাকে বারংবার অনুরোধ করা লজ্জা দেওয়া মাত্র।

মন্ত্রী।—তবে কি বৃদ্ধ উগ্রসেনের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করাই স্থির হ'ল?

কৃষ্ণ।—হাঁ, উপস্থিত তা'ই। মহাত্মা উগ্রসেনই এখন পরলোকগত পুত্রের রাজসিংহাসনের অধিকারী। তিনি রাজা, তুমি মন্ত্রী আমি পৃষ্ঠপোষকমাত্র

মন্ত্রী।—কংসের বিধবা পত্নীদের ব্যবস্থা কি হ'বে ?

কৃষ্ণ।—তাঁরা রাজসংসারে থেকে ইচ্ছামত দান-ব্রতাদি কর্‌তে পার্‌বেন। তাঁদের যাবতীয় ব্যয়ভার রাজকোষ থেকে নির্ব্বাহিত হবে।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত।—দেব! অভিবাদন করি! গোপ-রাজ নন্দ, কতকগুলি গোপ-বালক সঙ্গে করে' দ্বারদেশে দণ্ডায়মান! কি অনুমতি হয় ?

কৃষ্ণ।—যাও, সম্মানের সহিত সভায় লয়ে এস (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি! অন্যান্য সকলকে বিদায় দাও! এবং তুমিও বিদায় হ'তে পার।

মন্ত্রী।—যে আজ্ঞা।　　[মন্ত্রীর প্রস্থান।

নন্দ ও রাখালগণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—পিত! আসুন আসুন! গত যামিনীতে সকলে কুশলে ছিলেন ত ? ভাই শ্রীদাম! সুদাম! মধুমঙ্গল! তোরা সকলে ভাল-ছিলিত ?

নন্দ।—বাপ্ গোপাল! আমার কুশলাকুশল আর কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ? তোমাকে নিয়ে যেখানে থাকি,সেই খানেই আমার কুশল! এখন বল্‌ছিলেম কি ? কা'ল আস্‌ব ব'লে এসেছ, ক্রমে তিন দিন গত হ'তে চল্‌লো, এতেই হয়ত যশোদা ধরাসার করেছে। তাই বলছিলেম যে, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়, চল বৃন্দাবনে যাই।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) "আমি বৃন্দাবনে যাবনা—" বৃন্দাবনের খেলা এ জন্মের মত শেষ হয়েছে! পিতা নন্দের নিকট কেমন করে একথা বল্‌ব ? একথা পিতার কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌বামাত্রই হতচেতন হয়ে ভূতলশায়ী হবেন।

নন্দ।—হাঁরে গোপাল! নীরবে থাক্‌লি যে ? বৃন্দাবনে চল্।

কৃষ্ণ।—পিত!

নন্দ।—গোপাল! 'পিত!' বলেই যে অধোবদন হলি? তোর এই অপরিসমাপ্ত বাক্য যে, বজ্র-পতনের পূর্ব্বক্ষণের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হচ্চে! এ মেঘ হ'তে কি বজ্র পতন হবেরে গোপাল! বাপ! আর বিলম্ব করিস্‌নে, চল্ ব্রজে চল্;—

কৃষ্ণ।—পিত! আমার ব্রজের বাল্য-সখাগণকে সঙ্গে ল'য়ে বৃন্দাবনে যান, আর আমি বৃন্দাবনে—

নন্দ।—কি বল্লিরে গোপাল! আর বৃন্দাবনে যাবিনে? হাঁরে, পিতার সঙ্গে কি উপহাস! যশোদার বক্ষস্থল ভিন্ন যার নিদ্রা হ'ত না, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যার ক্ষুধা হ'ত, যার জন্য সদ্য-মথিত নবনী অঞ্চলে বন্ধন ক'রে রাখ্‌তে হ'ত! আমার সেই গোপাল বৃন্দাবনের মায়া পরিত্যাগ ক'রে, মথুরায় এসে ভুলে থাক্‌তে পার্‌বে! এ কথা কে বিশ্বাস কর্‌বে রে গোপাল! বাপ! আর ছলনা করোনা, চল বৃন্দাবনে চল।

(গীত)

প্রাণ গোপাল চল বাপ চল বৃন্দাবনে,
এ ভাব তোমার কি অভিমানে
রাখালে উচ্ছিষ্ট দিত, যশোদা করে বাঁধিতে (সে ত প্রাণের ভাল বাসারে)
অভিমান কি এত সেই কারণে।
দিবনা তোর ক্রিড়ায় বাধা, পাঠাবনা গোষ্ঠে সদা—
(আরত হৃদয় ছাড়া করবো না বাপ)
দিয়ে বাধা তারা সাধা ধনে।

কৃষ্ণ।—পিত! আর আমাকে বারম্বার বৃন্দাবনে যেতে অনুরোধ কর্‌বেন না, আমি বৃন্দাবনে যাব ব'লে মথুরায় আসি নাই! পিতা মাতার এ আদর চিরদিনের জন্য স্মরণ থাক্‌বে! আমার পিতা বসুদেব কংসের কঠিন পিড়নে পীড়িত হয়ে, আপনার ভবনে আমাকে রেখে এসে, মাতা দেবকীর সহিত কত কঠোর যন্ত্রণায়

কাল যাপন কর্‌ছেন, আপনি যদি যথার্থই আমার পিতা হতেন আমি যদি যথার্থই যশোদা মার গর্ভজাত পুত্র হতেম, তা হ'লে কি এত অনাদরে কাল যাপন কর্‌তে হ'ত ! তাই বলি আর আমার নবনীতে কাজ নাই, সামান্য নবনীর জন্য কে কোথায় পুত্রের কর বন্ধন করেছে ? হস্তে যতদিন দাগ থাক্‌বে, ততদিন বৃন্দাবনের কথা বিস্মরণ হবনা। এখন আমার মায়া মমতা ত্যাগ করে বৃন্দাবনে যান ! আর আমাকে বারম্বার বৃন্দাবনে যেতে অনুরোধ কর্‌বেন না।

(গীত)

আর ব্রজেতে কেন যেতে বল পিতা বারে বারে।
আমার ব্রজের খেলা, বাল্য লীলা, ফুরায়েছে জনমের তরে।
(পিতা ব্রজের ভালবাসা যত) (ওগো পিতা) ভাল মতে তা জেনেছিত।
(আর যেতে চাহে না চিত) (পেয়েছি ফল সমুচিত)
(ব্রজে আর যাওয়া নহে উচিত।) কদাচিত যাবনা ব্রজপুরে।
পিতা কারে কব এ মর্ম্মের ব্যথা, (ওগো পিতা) মা হয়ে বল কোথা—
সামান্য নবনীর তরে, বাঁধে পুত্রের করে করে (পিত এই কি জননীর মমতা)
(করে এখনও আছে সে ব্যথা) দেখ মনে পড়ে কি না পড়ে (পিতা গো)
তোমার নিদয় আচরণ তাতঃ (ওগো পিতা) ভাল মতে তা জেনেছিত
অতুল ধন থাকিতে ঘরে, গোষ্ঠে পাঠাইতে মোরে,
(মনে আছে তোমার সে বাদ সাধা) আমার মস্তকে বহাতে বাধা
বড় ব্যথা পেয়েছি অন্তরে। (পিতা গো)

নন্দ।—কি হলো ! আমি গোপালকে অযত্ন করেছি ! সেই অভিমানে গোপাল আমার বৃন্দাবনে যাবে না ? আজ এ কথাও শুনতে হলো ! আমার মথুরা আগমন কালে যশোদা যে আমাকে বারম্বার নিষেধ করেছিল, "ওহে গোপরাজ গোপালকে লয়ে মথুরায় যেওনা, গেলে আর গোপাল আমার বৃন্দাবনে আসবে না"

কেন আমি তখন সে হতভাগিনীর কথায় কর্ণপাত করলেম না। হায়! আমি করলেম কি! আমি ইচ্ছা করে আপন অঞ্চল-বদ্ধ মণি অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়ে চল্লেম! ইচ্ছা করে নিদাঘের মধ্যাহ্ন সময়ে আপন গৃহে অগ্নি প্রদান করলেম! আপন হস্তস্থিত কুঠার উত্তোলন করে আপন গলদেশে আপনি আঘাত করলেম! বাপ! আজ একি কথা বলছিস্‌রে গোপাল! সত্য সত্যই কি আর তুই বৃন্দাবনে জাবিনে! বাপ গোপাল আজ এ কি কথা শুনি! বুক্‌ যে ফেটে যায়! গোপাল রে (পতন ও মূর্চ্ছা)

শ্রীদাম।—ভাই কানাই দেখ্‌দেখি ভাই তোর কথা শুনে পিতা নন্দের, তোর ব্রজেব সখা রাখালগণের কি দশা হয়েছে। এ দেখেও কি তোর হৃদয়ে দয়া হচ্চেনা! বৃন্দাবনে তোর কিসের অভাব ভাই! তুই যে আমাদের হৃদয়-সিংহাসনের রাজা! ভাই রাখাল-রাজ রে! তোর দুটী করে ধ'রে বিনয় ক'রে বল্‌ছি, ব্রজের ধন! আমাদের সঙ্গে ব্রজে চল।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) আজ আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে বৃন্দাবনের মায়া পরিত্যাগ কর্‌তে হলো! কিন্তু এই সকল রাখালগণের করুণা-পূর্ণ হাহাকার শুনে ইচ্ছা হচ্চে না যে, বৃন্দাবনের মায়া পরিত্যাগ করে ভক্তের বাক্য রক্ষা করি! হা শ্রীদাম! কি অশুভক্ষণেই রাধিকাকে অভিসম্পাৎ করেছিলি! সে আগুনে রাধিকাকে দগ্ধ করলি—নিজে দগ্ধ হলি—আর আমাকেও সে যন্ত্রণার ভাগী কর্‌লি! না, আরনা আর এই সকল রাখালগণের করুণা পূর্ণ হাহাকার শুন্‌তে পারা যায় না! শীঘ্র এস্থান থেকে স্থানান্তরিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

শ্রীদাম।—কি হলো! কানাই আমাদের মায়া পরিত্যাগ করে চলে গেল,তবে চল্‌ ভাই বসুদাম, মধুমঙ্গল! সকলে মিলে যমুনায়

প্রাণ বিসর্জ্জন করিগে চল! ভাই কানাই রে। একবার সেই ভুবন-মোহন রাখালবেশে আমার সম্মুখে দাঁড়া, আমি সেই রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে জন্মের মত বিদায় হই।

(গীত।)

একবার দেখা দাও রে কৃষ্ণ ডাকি সকাতরে।
চক্ষের দেখা দেখে যাব জন্মের তরে সখা তোরে।
সম্মুখে দাঁড়াওরে হরি,　　দেখে জীবন পরিহরি
তরিতে ভব লহরী, দিও পদ তরী—
অন্তিমে কৃপা বিতরি, পার ক'র ভাই সে দুস্তরে॥

বসুদাম।—কৈ শ্রীদাম দাদা! কানাইকে এত ডাক্‌লে, কৈ কানাই ত এল না, তবে আর কেন! চল্‌—যমুনায় চল, কানাই কানাই ব'লে প্রাণ বিসর্জ্জন করিগে চল, (নন্দের প্রতি) পিত বৃন্দাবনে যান, আমার মাকে বল্‌বেন, যে পথে শ্যাম গিয়েছে, সেই পথে তোমার বসুদামও গিয়েছে।

মধুমঙ্গল।—আমার মাকেও বল্‌বেন, যে পথে ব্রজের মঙ্গল গিয়েছে, সেই পথে তোমার মধুমঙ্গলও গিয়েছে! (রাখালগণের গমন উদ্যম)

(কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ।—ভাই শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, মধুমঙ্গল! তোরাও কি আমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছিস্‌।

শ্রীদাম।—আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করলাম কিসে ভাই! তুমিই ত আমাদের পরিত্যাগ কর্‌ছ! নইলে যেমন হাস্‌তে হাস্‌তে এসেছিলেম, তেমনি হাস্‌তে হাস্‌তে যেতেম! এমন ধারা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যেতে হবে কেন ভাই!

কৃষ্ণ।—তা কি কর্‌বো ভাই! আমার দোষ নাই, তবে বৃন্দাবনে যেতে যদি দুদিন বিলম্ব হয়, সে জন্য দুঃখ ক'রনা, জন্মা-

স্বপ্নেও তোমাদিগকে ভুলে থাক্‌তে পার্‌ব না! এক্ষণে যা রে শ্রীদাম! গৃহে ফিরে যা! মাকে আমার মা ব'লে সুস্থ করিস্! মা যেন গোপাল গোপাল ব'লে কেঁদে কাতরা না হন, ভাই শ্রীদাম! আমি মথুরায় আসবার সময়, মা আদর ক'রে আমার মাথায় যে চূড়াটি বেঁধে দিয়ে ছিলেন, এই লও এই সেই চূড়াটি—মাকে দিও, আর আমার পদের নূপুর যুগল সখিদের দিও, জীবন সহচরী কিশোরীকে এই বাঁশরিটী দিয়ে ব'লো, "যথা সময়ে আবার মিলন হবে" (নন্দের প্রতি) পিত! আর ধরাসনে কেন বৃন্দাবন গমনে প্রস্তুত হন।

নন্দ।—কে ? কে—আমাকে বৃন্দাবনে যেতে অনুরোধ কর্‌ছে? এযে আমার গোপালের কণ্ঠস্বর! কৈ—কৈ আমার গোপাল কৈ? আয়—আয় বাপ তোকে কোলে করে বৃন্দাবন যাই আয়!

কৃষ্ণ।—পিত! আর আমাকে কোলে কোরে মায়া বৃদ্ধি কর্‌বেননা! মনে করুন গোপাল আমার পুত্র নয়; আমি যে অপুত্রক্ সেই অপুত্রকই আছি, এতদিন পরের ছেলেকে লালন পালন করেছিলেম, এই বলে মনকে প্রবোধ দিন্ আমি আপনার পুত্র নই, এ সংসারে পুত্র কলত্রাদি সম্বন্ধ ক্ষণিকের জন্য মাত্র। তার জন্য শোক করে অশান্তিকে অন্তরে স্থান দেবেন না। আমার মায়া মমতা পরিত্যাগ করে বৃন্দবনে যান, আর আমি বৃন্দাবনে যাব না।

শ্রীদাম।—আর কি গোপাল তোমার বৃন্দাবনে যাবে ব'লে আশা আছে মহারাজ! সে আশা পরিত্যাগ করুন, এই দেখুন ধড়া, চূড়া, বাঁশী, নূপুর সব ফিরে দিয়েছে, কেবল দিলেনা আমাদের মন আর প্রাণ! তা চিরদিনের জন্য কানাইয়ের কাছে রেখে শূন্য দেহ ল'য়ে যমুনার জলে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছি।

নন্দ।—কি কানাই সমস্ত ফিরে দিলে? আর কি তবে

বৃন্দাবনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবে না, বাপ গোপাল! তুই আমার পুত্র নস্, এই মর্ম্মভেদী কথায় কি হৃদয়কে প্রবোধ দিতে হবে! হ্যাঁরে সত্যই কি তোর বৃন্দাবনের খেলা আজ জন্মের মত শেষ হ'ল!

(গীত)

বৃন্দাবনের খেলা গোপাল হ'ল কি আজ সমাধারে।
স্বপনে জানিনেরে বাপ, ভাসাবি দুঃখের পাথারে।
তোমাধনে হারা হয়ে, ব্রজে যাব কি ধন লয়ে,
কি ব'লে বুঝাব গিয়ে, তোর জননী যশোদারে।

কৃষ্ণ।—কেন পিত! আপনি জ্ঞানবান হ'য়ে অলীক মায়া-মোহে মুগ্ধ হচ্ছেন! এ মেদ মাংস গঠিত অনিত্য দেহের সঙ্গে জীবনের ক্ষণিক সম্বন্ধ মাত্র; স্নেহ দয়া মমতা মায়া প্রভৃতির সঙ্গেও সেই ক্ষণিক সম্বন্ধ, এই ক্ষণস্থায়ী স্নেহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমার বিচ্ছেদ জন্য ব্যাকুল হচ্চেন কেন? এই স্নেহ—এই মায়া—এই ভালবাসা বিস্তার করা অভ্যাস করুণ ক্রমে এই স্নেহ ভালবাসা অনন্তে পরিণত হবে আমিও অনন্ত জীবনের জন্য অনন্ত ভালবাসায় বাধ্য থাকব, তাহলে কাছে থাকি, দূরে থাকি সর্ব্বদাই আপনি পবিত্র চক্ষুর উপর দেখ্‌তে পাবেন, আমি আপনার যে গোপাল সেই গোপাল! যে নন্দলাল—সেই নন্দলালই আছি! তখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন আমি কোন্ ভাল বাসায় বাঁধা পড়ে আপনার পদের বাধা মাথায় করে বহন করেছি, কোন্ সূত্রে বাধ্য হয়ে ননী চুরিসূত্রে সামান্য গোবন্ধন-সূত্রে যশোদার কাছে বন্ধনগ্রস্থ হয়েছি, তখন বুঝবেন কোন ভাল-বাসায় ভুলে যমুনার কুলে রাখাল সঙ্গে গোচারণ করেছি! এখন চলুন আমি সঙ্গে গিয়ে আপনাকে যমুনার পার করে দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।





অষ্টম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাধিকার বিলাস কুঞ্জ।

বিরহ-বিবসা রাধিকাকে লইয়া বৃন্দাদি সখীগণের প্রবেশ।

বৃন্দা।—কেন কমলিনি! হলি গো এমন,
দুদিন থাকলো ধৈর্য্য ধ'রে।
সখাগণ সনে, আসিবেন বঁধু
পাবিলো ত্বরায় বংশী ধরে॥

চিত্রলেখা।—জানি রাজবালা, হৃদয়ের জ্বালা,
না বুঝে সান্ত্বনা করিলো সবে।
কিন্তু সখি! সব, সময়ের ফের
ভাবিলে কাঁদিলে কি ফল হবে?

বৃন্দা।— বৃথা কেঁদে কেঁদে, কেন সাধে সাধে,
সোণার দেহ করো লো মাটী।
কাঁদিলে কি সখি! পাবিগো মাধবে,
হারাবি কেবল নয়ন দুটী॥

চিত্রলেখা।—দেখ্ দেখি রাধে! কি ছিলি কি হলি,
আর কি রাই তোর সেরূপ আছে?

অকলঙ্ক চাঁদে, পড়েছে কালিমা,
কনক-কমল শুকায়ে গেছে ॥

বিশাখা ।— এমন ক'রে আর বাঁচিবি ক দিন,
ক্রমে ক্রমে দেহ হলো যে কালী,
শেষে দেহ ল'য়ে, কালার বদলে,
কালের বদনে ধর্‌বি ডালি ?

রাধিকা ।— কি করিব সখি ! অবোধ পরাণ
কিছুতে প্রবোধ মানেনা আর ।
বললো সজনি ! কি দিবা রজনী
কত আর সহিব যাতনা ভার ?
হৃদয় চিরিয়া, দেখাবার হ'লে
দেখাতেম সখি, তোদের কাছে,
চিতানল সম, সদা হুহু ক'রে,
কি জ্বালা জ্বলিছে হৃদয় মাঝে ?
যা লো সহচরী, জ্বেলে দে লো চিতা,
করে ধ'রে সই বিনয়ে সাধি,
চিতের আগুন, সঁপি চিতানলে,
বিষে বিষে ফলে অমৃত যদি ।

বৃন্দা ।— বড় ব্যথা পাই, কেন কমলিনি !
কাতর বচনে কাঁদাও আর,
খুলে বল রাধে, মরমের কথা,
কি ব্যথা হৃদয়ে হ'লো তোমার ? ।

(গীত)

রাধিকা ।— কি কহব সখী, মরম যাতনা,
সকলি করম ফল,
করমেরি ফেরে, মরম সখীরে,
অমিয় গরল ভেল ।

(আমি) যার লাগি শীরে, কলঙ্ক পশরা,
আপনি লইনু তুলে,
যাহার লাগিয়ে, এ ব্রজ পুরী লো,
পূরিল কলঙ্ক রোলে।

(আমি) যারে না হেরিলে, রন্ধন শালে
ধূঁয়াচ্ছলে কাঁদিয়াছি,
(আজ) জনমের মত, সে কানু ছাড়ল,
তবুত জীয়ত আছি।

সো মোর ধরম, সো মোর করম,
সোহি মোর পরকাল,
সো-ই লাগি সখী, ধরম, করম,
লাজ সরম গেল ॥

(আমি) নিতু রোদই, সো কানু লাগিয়ে
দোনো আঁখি আঁধ ভেল,
কাঁদিয়ে আইনু, কাঁদিয়ে চলিনু
কেঁদে গোঁয়াইনু কাল,

(আমি) অমিয়া ভাবিয়ে, গরল ভখিনু,
অনল বাঁধিনু বাসে,
মণি লোভে সখি ! ফণি পাখড়িয়ে,
শেষেতে জ্বারল বিষে,
নব ঘন হেরে, নীর যাচিনু
বাজ পড়ল ভালে,
শীতল হইতে, সায়রে নাবিনু
দহল বাড়বানলে।
না কর গহিরি, যা লো সহচরী
জ্বাল জ্বাল চিতানল ;
এ দেহ তেয়াগি, যাই কানু পাশে,
সবে হরি হরি বল ॥

দেহ তেয়াগিয়ে, প্রাণ মিশাইয়ে,
মিলিব কানুর পদে,
যাচিছে ভূষণ, যুগল মাধুরী
(যেন) সেই দিনে পাই হৃদে ॥

(চূড়া, ধড়া, নূপুর, বাঁশী লইয়া উন্মাদ ভাবে শ্রীদামের প্রবেশ ।)

চিত্রলেখা ।—বৃথা কেন আর কাঁদ বিধুমুখি !
বসন্তের আগে কোকিল ডাকিল ।
শ্যাম আগমন জানাইতে ঐ—
প্রাণসখা তোর্ শ্রীদাম এলো ॥

রাধিকা ।— কৈ—কৈ—সৈ, শ্রীদাম কৈ ?
প্রাণের বঁধুর প্রাণের সখা !
ঐ কি সে শ্রীদাম ? সেই হাসি মুখ
কেন দেখি আজ বিষাদ মাখা ? ॥

শ্রীদাম ।—(উন্মাদ ভাবে)—
আমিই শ্রীদাম,— আমিই শ্রীদাম—
আমিই ছিলেম শ্যামের সখা—
আর হৃদে নাই, প্রাণের কানাই—
এই দেখ্ রাই, সকলি ফাঁকা ।
এই নে ধড়া, এই নে চূড়া
এই নে তার মোহন বাঁশী—
জুড়াবি যদি শ্যামের জ্বালা—
(এইনে)—গলায় দিগে ধড়ার ফাঁসি ; হা ! হা হা !—

[ধড়া চূড়া, বাঁশী, নূপুর রাধিকার নিকট নিক্ষেপ করিয়া উন্মাদভাবে প্রস্থান ।]

রাধিকা ।— একি শুনি সখি ! শ্যাম চাঁদ মম,
আর নাকি উদয় হবেনা ব্রজে ।
একি অকস্মাৎ ঘোর বজ্রাঘাৎ—
হানিলি শ্রীদাম হৃদয়-মাঝে ।

হা প্রাণ বান্ধব ! হৃদয় মাধব !
গোকুলের চাঁদ—প্রাণের হরি !
জনমের মত, ফাঁকি দিলে নাথ !
রাধার হৃদয় আঁধার করি ?
হায় ! কি নির্ঘাত, ঘোর বজ্রাপাত,
হইল হঠাৎ রাধার শিরে !
উহুঃ মরি ! মরি ! ধর সহচরি !
কোথা—হরি ! দেখা—দাও—দা—সি—রে—
(অবসন্ন ভাবে পতন ও মূর্চ্ছা)

বৃন্দা।—ও চিত্রলেখা ! একটু জল দে, বাতাস কর, বুঝি মূর্চ্ছা হ'লো (চক্ষুতে, মুখে, জল সেচন ব্যজন ইত্যাদি দ্বারা চৈতন্য সম্প্যাদন)

রাধিকা।—(উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে উঠিয়া)—
সখি ! কোথায় আনিলি মোরে নিশিথ সময় ?

বৃন্দা।—এ যে দিনমান !—শশি মুখি ! নিশি এ ত নয় !

রাধিকা।—(করস্থ নখর দৃষ্ট করিয়া)
ঐ যে উঠেছে শশী—বড়ই প্রখর !

বৃন্দা।—শশি মুখি ও যে তব করের নখর !

বিশাখা।—বিরহীর পক্ষে চাঁদ বড়ই গরল।
উলটীয়া বস রাই ! শ্রীকর যুগল ॥

রাধিকা।—(করতল দৃষ্টে) কেন সখি ! পদ্মবনে অনিলি আবার।

বৃন্দা।—কর পদ্মে পদ্মভ্রম হয়েছে তোমার।
"চক্ষুর সম্মুখে কর না পারি রাখিতে"

বৃন্দা।—দূরে রাখ কর, যদি না পার দেখিতে।

(করদ্বয়কে সম্মুখ হইতে পার্শ্বদেশে রাখিবার সময় করস্থ কঙ্কণ ধ্বনী।)

রাধিকা।—ওকি ! সখি ! হ'লো একি ভ্রমর ঝঙ্কার ?

বৃন্দা।—না সখি। কঙ্কণ ধ্বনী হয়েছে তোমার !

রাধিকা।—তা নয় সখিরে! ঐ ভ্রমর ঝঙ্কার—

হৃদয়ে পশিল যেন ধনুক টঙ্কার॥

(আর) নাপারি শুনিতে উহু উহু। (কর্ণে হস্ত প্রদান) একি হলো!

ওকি সখি! কুহুরবে কোকিল ডাকিল?

কোথায় হৃদয়-চাঁদ দুঃখের আঁধারে।

ঘুচাও যাতনা সখা, বাঁচাও—রাধারে—

(অবসন্ন ভাবে পতন)

বৃন্দা।—হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হলো! ও চিত্রে! শ্রীমতি পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হলেন। এখন আর চিত্রের পুতুলের মত দাঁড়য়ে থাক্‌বার সময় নয়, শীঘ্র জল নিয়ে আয়!

(বড়াইয়ের প্রবেশ)

বড়াই।—আহা! এমন সোনার বৃন্দাবন; দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্মশান হয়ে উঠ্‌ল! নন্দ যশোদা ধরা সার করেছে, ব্রজ রাখালেরা ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, কৃষ্ণ-ময়-প্রাণ শ্রীদাম যেন পাগলের মত হয়েছে। হায় রে! একের অভাবে সব গেল! কৈ বৃন্দে! আমাদের বৃন্দাবন-সরবরের কনক-কমলিনী শ্রীমতি কৈ—

বৃন্দা।—এ ব্রজ সরসে, ফুটে যে কমল, আলো ক'রেছিল সৈ। ছিন্ন-বৃন্ত প্রায়, ধুলায় লুটায়,———

(গীত)

সেই হেম কমলিনী ঐ—
বিচ্ছেদ তপন-তাপে শুকায়েছে॥
সখি, যারা সুহৃদ রয় সম্পদে
আবার বিপদে তারাই বাদ সাধে॥

বড়াই।—আহা! তাইত! তেমন সোনার কমল যেন শুকিয়ে গিয়েছে, এমন সর্ব্বনাশ কেন হলো বৃন্দে!

বৃন্দা।—(গীত) যারা সুসময়ে ধনীর সুহৃদ্ ছিল,
আজ তারাই রাধারে বধিল।

বড়াই।—সুসময়ে সুহৃদ্ থেকে, অসময়ে কে বাদ সাধলে বৃন্দে?

বৃন্দা।—(গীত) নিরখি নিজ কর নখর ধনী
চন্দ্রবদনী তাহে চন্দ্র অনুমানি
(কর উলটিল গো) (নখরে চাঁদ ভ্রমে ধনী) আর চাঁদ দেখ্‌বনা বলে)

বড়াই।—তাই বটে; সময়ে চাঁদের সুধাও গরল হয়। তারপর—

বৃন্দা।—(গীত) গরল রাশী শশী, শ্যাম বিরহে,
বিষম কিরণ বাণে রাই অঙ্গ দহেগো)
ভাল লাগেনা গো (আর চাঁদ ভাল লাগেনা গো) (গোকুল চাঁদে হারা হয়ে)

বড়াই।—তার পর কি হলো?

বৃন্দা।—(গীত)—হিতে বিপরীত ঘটে যারে বিধি লাগে,
তার অঙ্গ দহে অঙ্গরাগে (গো,) (বিধির বাদে গো)
(দারুণ বিধির বাদে গো) (অঙ্গের ভূষণ ভুজঙ্গ হয়)—

বড়াই।—তার আর সন্দেহ আছে, বিধাতার এম্‌নি বাদ-সাধাই বটে! তার পর!—তার পর!

বৃন্দা (গীত)—নখর ঢাকিতে ধনী কর উলটীল,
হেরে সে কর কমল প্রমাদ ঘটিল (গো)

বড়াই।—কর কমল দেখে, কি প্রমাদ ঘট্‌ল?

বৃন্দা।—(গীত) অতি সুকোমল, রাই করতল,
কনক কমল জিনি,
সেকর যুগল, হেরে শতদল,
পড়িল মনে অমনি
লয়ে সখিগণে, কমল কাননে,
প্রাণবঁধু সনে খেলা,
কমল চয়ন, কঙ্কণ রচন,
কমলে গাঁথনি মালা।
(মনে পড়িল গো) (পদ্ম বনের খেলা ধনির মনে পড়িল গো)
(বঁধুর সনে মধুর খেলা মনে পড়িল গো।

বড়াই।—আপনার কর-পদ্ম দেখে পদ্মবনের খেলা মনে পড়্‌ল ! তার পর।

বৃন্দা।—(গীত) তুলিতে কমল, শ্রীকরযুগল ক্ষেপণ করিল দূরে।
করের কঙ্কণ, বাজিল তখন, রুণু রুণু ঝুণু স্বরে,
শুনি সে সিঞ্জন, ভ্রমর গুঞ্জন, অমনি পড়িল মনে,
বাজের আঘাৎ বাজিল অমনি, বিরহিণী রাধার প্রাণে॥
(বুকে বাজিল গো) (সে ঝঙ্কার ধ্বনি ধনীর বুকে বাজিল গো)
(ধনুক টঙ্কার সম)

বড়াই।—আপনার কর পদ্মে পদ্ম ভ্রম হ'লো,তাতে পদ্ম বনের খেলা মনে পড়ে, বিরহিনীর বিরহ আগুণ জ্বলে উঠ্‌ল ! আবার, সে পদ্ম বনের খেলা ভুলবার জন্য, কর পদ্ম দুটী দূরে রাখ্‌তে, কঙ্কণ ধ্বনি হ'লো, সেই ধ্বনিতে ভ্রমর ঝঙ্কার মনে হওয়ায়, সে ঝঙ্কার ধনুক ঠঙ্কারের মত জ্ঞান হলো, ধন্য বিরহ ! তার পর।

বৃন্দা।—(গীত) যুগল করতলে আবরি শ্রুতি যুগ, উহু উহুঃ উহু করে ধনী।
সেই উহুঃ উহুঃ রবে, কোকিল কুহু রব, হইল যেন প্রতিধ্বনী।
(ধনীর ভ্রম হলো গো) (কোকিল কাকলী বলি)
(এমনি ধনীর মধুর ধনী)

বড়াই।—কঙ্কণ ঝঙ্কারে ভ্রমর গুঞ্জন ভ্রম হওয়ায় সে ভ্রমর গুঞ্জন অসহ্য বোধে দুটী হাতে শ্রুতিরোধ করে উহুঃ উহুঃ করে উঠল্, সেই উহুঃতে কুহুরব ভ্রম হলো ! ধন্য বিরহিনীর সঙ্গে বিধাতার বাদ সাধা ! তার পর !

বৃন্দা—(গীত)—আপন উহুরবে, কোকিল ঝুহরব, ভ্রম হইল ধনীর মনে।
মুদি আঁখি যুগল, রাই হেম কমল, অমনি লুটীল ধরাসনে॥
(কমল শুকায়ে গেল গো) (ফুটিতে ফুটিতে কমল)
(নবীন কোরকে কমল শুকায় গেল গো)

বড়াই।—বৃন্দে, বিশাখা, চিত্রে, চিত্রলেখা ! রাইকে কোলে করে আর এখানে ব'সে কাঁদুলে কি হবে, ভাগ্যের লেখা যা ছিল

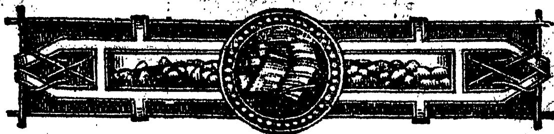
তাই ঘট্‌ছে, এখন ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে চল্‌, এ বিলাস-কুঞ্জ আর এখন কৃষ্ণ বিরহিনী রাধার যোগ্যস্থল নয়, পূর্ব্বস্মৃতি এখন বড়ই যাতনা দেবে। সবাই মিলে ধরাধরি করে কোলে তোল দেখি! (অবসন্ন দেহা রাধিকাকে বৃন্দার বক্ষে উত্তোলন ও রাধিকার মলিন মুখ দেখিয়া) হা কৃষ্ণ! হা দয়াল হরি! তোমার প্রেমের কি এই পরিণাম। রাই প্রেমের কি এই প্রতিদান বৃন্দাবন চন্দ্র! একবার এসে দেখে যাও তোমার সাধের ব্রজের আজ কি দশা হয়েছে! আর বৃন্দাবনে থাকতে বলবনা—আর আস্‌তে বল্‌ব না, একটী বার—কেবল একটীবার মাত্র, তোমার বড় আদরিণী তোমার জন্য কুলত্যাগিনী অভাগিনী রাধার অন্তিম জীবনে শেষের দেখা দিয়ে, জন্মের শোধ বিদায় দিয়ে যাও।

(গীত)

এসময়ে কোথায় ভুলে আছ বিশ্বময়!
দেখা দাওহে রাধাকান্ত, শ্রীরাধার প্রাণান্ত সময়।
তোমাবিনে জীবনাধার, বৃন্দাবন হয়েছে আঁধার
দেহে প্রাণ আর নাই যশোদার, রাধার অঙ্গ ধূলায় লুটায়।
প্রেম-তরঙ্গে দুলিত যে, সোহাগ-বাতাসে—
সে কমল আজ শুকায়েছে, বিচ্ছেদ হুতাশে—
তব প্রেম সাধিকারে, লয়হে সমন স্বাধিকারে
তোমা বৈ আর সাধি কারে, রাধিকারে বাঁচায় এদায়॥

(রাধিকার মূর্চ্ছিত দেহ লইয়া সকলের প্রস্থান)





নবম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—যমুনাতীর।

উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।—আহা! এই বৃন্দাবন এক দিন সত্য সত্যই আনন্দের ধাম ছিল, এক কৃষ্ণচন্দ্রের অভাবেই আজ এ দশা ঘটেছে! গোষ্ঠ-ভূমীর আর সে শোভা নাই! ব্রজবাসীগণ নিরানন্দ! গোবৎসাদিও ধরাসায়ী.. প্রবল ঝটিকান্তে বনভূমী যেমন শ্রীভ্রষ্ট হয়, এক কৃষ্ণচন্দ্র অভাবে বৃন্দাবনের দশাও তাই ঘটেছে।

(মৃণ্ময় কৃষ্ণমূর্ত্তি কোলে লইয়া পাগলের বেশে শ্রীদামের প্রবেশ)

উদ্ধব।—ওকে আসছে? একটী ব্রজ রাখাল নয়? আহা! একদিন এদের রূপেই ভুবন আলো হ'তো. আজ কৃষ্ণ-শোকে যেন পাগলের ন্যায় হয়েছে, সেরূপ, সে লাবণ্য সব যেন কোথায় চলে গিয়েছে! ধন্য হরি! ধন্য তোমার লীলা খেলা!

শ্রীদাম।—(মৃন্ময় কৃষ্ণের প্রতি) কানাই! আর তোকে কোলে হ'তে নাবাব না—আর কখন হৃদয় ছাড়া করব না।

(গীত।)

জনমের তরে, আর্ত ভাই তোরে,
দিবনা রে ছেড়ে, প্রাণের পাখী।
এই ত হৃদ্ মাঝারে, • রেখেছিরে, কেমনে আর দিবি ফাঁকি॥
(আর কি আঁখি পালটাব রে)
(আরত হৃদয় ছাড়া কর্‌ব না ভাই, কেমনে আর দিবি ফাঁকি॥

কে বলে কানাই বৃন্দাবনে নাই? এই যে, যে দিকে চাই সেই দিকেই কানাই! সবই যে কান্যই ময়!

(গীত)

কে বলে কানাই, ব্রজ ধামে নাই,
ছেড়ে গ্যাছে প্রাণ সখা॥
আমি যে দিকে নিরখি সেই দিকে দেখি
কানায়ের ছবি আঁকা॥
(সব যে কানাই মাখা)
(কানাই ছাড়া আর কিছু নাই)

ঐ যে কানাই, কদমতলায়—যমুনার কুলে—তমাল তলে, ঐ যে ঐ—

(গীত)

তমালে বকুলে, নব তৃণ দলে,
কোকিল কাকলি রোলে।
যমুনা তরঙ্গে, নিরধর অঙ্গে,
বিকচ কমল দলে॥
(সব যে কানাই মাখা)
(বাঁকা রূপে জগৎ ঢাকা)

হা! হা! হা! রাধাবলে, যশোদা বলে, বৃন্দাবনের সবই বলে, কানাই আমাদের সব নিয়ে গিয়েছে? কৈ সে কি নিয়ে গিয়েছে? তার যা ত্র৷ ছিল সবই ত দিয়ে গিয়েছে।

(গীত)

তামলে সঁপেছে সখা শ্যাম অঙ্গ ভাতি,
কুরঙ্গে অপাঙ্গ-লীলা, কুন্দে দন্ত পাঁতি।
সঁপেছে অধর রাগ, পক্ক বিম্ব ফলে,
কোটী দিল কেশরীরে বাশরী কোকিলে,
শিখীরে সঁপেছে চূড়া, গমন মাতঙ্গে,
মধুর নূপুর ধ্বনি, দিয়ে গেছে ভৃঙ্গে,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ছিল কৃষ্ণের পদে।
সেই বজ্র দিয়ে গেছে ব্রজ বাসীর হৃদে।

বেশ! বেশ! কানাই বেশ কাঁদালি! কাঁদা,—খুব কাঁদা, আমরা কাঁদি—তুই হাস! হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, এই নিয়েই ত সংসারের খেলা—

উদ্ধব।—(স্বগত) হা কৃষ্ণ! তোমার বড় সাধের বৃন্দাবন যে এমন মহা শ্মশানে পরিণত হবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই! হায় রে! যে শ্রীদামের কৃষ্ণ-গত প্রাণ, যে শ্রীদাম তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানৃত না, তার আজ এই দশা করলে! সে কিনা, আজ তোমার শোকে পাগল! চাঁচর চিকুর গুলি জটা বেঁধে গিয়েছে, কোটীর ধড়াবন্ধন শত গ্রন্থি জীর্ণ ধটি রূপে পরিণত হয়েছে! দেহের সংস্কার নাই।—সর্ব্বাঙ্গে ধুলি মাখা, কৃষ্ণ সখা শ্রীদাম আজ কৃষ্ণ শোকে উন্মাদ! একটী মৃন্ময় কৃষ্ণ-মূর্ত্তি বক্ষে করে, কখন হাসৃছে, কখন কাঁদছে, কখনও আদর কখন অভিমান করৃছে, প্রকৃতই উন্মাদ অবস্থা! হয়ত কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখ্‌লে বালকের প্রাণ প্রবোধ মানৃবে, তাই পিতা মাতায় মৃন্ময় কৃষ্ণ নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছে! কৃষ্ণময় পাগলের প্রাণ তাতেই ভুলে আছে!

শ্রীদাম।—কানাই! আজ তোকে একটী বারও কোলে হ'তে নাবাই নি। আর নাবাতে মনও হয় না, কৈ কেমন করে নাব্‌বি নাব্ দেখি? কেমন! নাব্‌তে পারৃলিনে ত? আয় এই গাছতলায় ব'সে তোকে দুট ফল খাইয়ে দেই; এখন এই ফলটী খাও, আবার এনে দেব, (মৃন্ময় কৃষ্ণের মুখে ফল দান) খেলিনে! বুঝি রাগ হয়েছে? আমার কোলে ব'সে খাবি? তাই খা (কোলে লয়ে পুনঃ ফল প্রদান) তবু খেলিনে? খাসৃনে, তুই থাক্ এই আমি রাগ কোরে চল্লেম! (কএক পদ গমন পূর্ব্বক) এঁ্যা আমি কি করৃছি! কানাইকে রেখে কোথায় যাচ্চি, না না যাই নাই ভাই যাই নাই, আয় কোলে আয়! কাঁদে উঠ্‌বি? (স্কন্ধে ধারণ)—

উদ্ধব।—লোকে বলে, মহা পাতক ভিন্ন উন্মাদ হয় না, উন্মাদ

হওয়া মহা পাপের ফল ভোগ মাত্র! কিন্তু আমি বলি, জগতে যদি কেউ পুণ্যাত্মা থাকে, তবে যেন, সে পুন্য ফল অন্য রূপে উপ-ভোগ না ক'রে, শ্রীদামের মত এম্‌নি উন্মাদ হয়ে, হরি প্রেমের মধুর রস সম্ভোগ করে, ধন্য শ্রীদাম! ধন্য প্রেমিক পাগল!! তোমার এ উন্মাদত্বও ভক্তের প্রার্থনীয়।

শ্রীদাম।—দেখ্ দেখি কানাই! কেমন মালা গেঁথেছি, ঐ মালা তোকে দেব না, আমি পরি, (আপন কণ্ঠে মালা ধারণ) দূর-দূর! এ ভাল হ'লো না,—মন উঠ্‌ল না! আয় তোর্ গলায় পরিয়ে দেই! (মৃন্ময় কৃষ্ণের কণ্ঠে অর্পন) দেখ্ দেখি ভাই, কেমন মানিয়েছে! আহা! কানাই! কি কল-ই করেছিস্, আপনি খেতে মন হয় না, আপনি পর্‌তে মন হয় না! তুই খেলে, তুই পরলেই যেন কত আনন্দ—কত তৃপ্তি! ভাল, যদি তাই হ'লো, তবে তোমার আমার দুটা ভিন্ন দেহ কেন? আয় না—দুজনে মিলে একটী হই, আর এ মালা ছড়াটাও তোকে পরিয়ে দেই। (আপনকার কণ্ঠে ধারণ)—চল! কাঁদে করে নিয়ে দুটি বন ফল তুলে খাইয়ে দেইগে!

[শ্রীদামের প্রস্থান।

উদ্ধব।—আহা! শ্রীদামের আর বাহ্য জ্ঞান নাই; একবারে তন্ময় চিত্ত! কানায়ের গলায় মালা দিতে—আপন গলায় দিচ্চে, আপন কণ্ঠে মালা পর্‌তে—কানায়ের কণ্ঠে অর্পণ কর্‌ছে। কোন্‌টী কানাই, কোন্‌টী আপনি, কিছুই ভেদ জ্ঞান নাই। আজ হরি ভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখে চল্লেম, আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়, এখন প্রকাশ হ'লে, বা পরিচয় দিলে, হয়ত এ ভাবের অভাব হবে, হয়ত পূর্ব্ব ভাবের অবির্ভাব হয়ে বিচ্ছেদ যাতনায় বালকের প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠ্‌বে, এখন একবার নন্দালয়ে গিয়ে দেখি, তাঁদের কি দশা হয়েছে!

[প্রস্থান।



নবম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নন্দালয়।

(নন্দ, যশোদার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া বসুদামের প্রবেশ)

(গীত)

বসুদাম।—একবার আয়রে জীবন কানাই
তোর্ ব্রজের দশা দেখে যা, ভাই ॥
কত যাতনা সহেছি সবাই, ভাইরে তোর শোকানল
কিসে নিবাই, (এ যে দিনে দিনে দ্বিগুণ জ্বলে)
(এত নেবেনা নেবেনা) (সদা হুঃ হুঃ করে)
বল্‌রে কোথায় গেলে জ্বালা যুড়াই।
(এ মর্ম্মের ব্যথা কে বুঝ্‌বেরে) আর যে, তো বিনে
অন্য গতি নাই ॥
তোর্ সাধেব ব্রজের নাই সে আকার,
আজ, তোর্ শোকে ভাই সব শবাকার—
(অন্ধ হয়েছে হয়েছে) তোর শোকে নন্দ অন্ধ হয়েছে
হয়েছে) আর যশোদার চক্ষে তারা নাই।
তারা সাধনের ধন হারা হয়ে)
শোকে উন্মাদিনী হয়েছে রাই ॥

নন্দ।—হাঁরে বসুদাম! এ কোথায় আন্‌লি বাপ!

বসুদাম।—পিতঃ! এইত আপনার সেই আনন্দময় নন্দধাম!

নন্দ।—এই আমার সেই আনন্দময় নন্দ ধাম! এই আমার সেই বৃন্দাবন? হাঁরে! এই যদি আমার আনন্দের নন্দধাম! তবে আমার সে নয়নানন্দধন গোপাল কৈ?

বসুদাম।—আমরা শুন্‌লেম, আপনার গোপাল শীঘ্রই আস্‌বে আপনাদের কুশল সংবাদ জান্‌বার জন্য, আপনার গোপাল মথুরা হ'তে কে একজনকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছে, পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারাই বল্লে—

নন্দ।—হাঁরে বসুদাম! আবার আমার গোপাল বৃন্দাবনে আস্‌বে? হাঁ'রে! আশা দিয়ে, আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখবি বাপ!

(উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব।—মা! আপনাকে প্রণাম করছি!

যশোদা।—কেরে! কে তুই! আমার গোপাল এলি? এ যে আমার গোপালের মত তেমনি মধুমাখা স্বর! গোপাল এলি বাপ? গোপাল রে! নিলমণিরে! দেখ্‌ দেখি বাপ! তোর্ অভাবে তোর পিতা মাতার কি দশা হয়েছে? আয় বাপ! অনেক দিনের পর—শত যুগযুগান্তের পর, তোকে কোলে করে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

(গীত)

আয় আয় গোপাল আয়; মা বলে চাঁদ মায়ের
কোলে আয়রে।
আমি অনেক দিন অবধি যে বাপ, হিয়ার নিধি
ধরি নাই হিয়ায় রে॥
যেদিনে গেলিরে গোপাল, সাধের গোকুল ত্যজে।

আনন্দের হাট ভেঙ্গেছে বাপ, সেই দিন হতে যে,
(আঁধার হয়েছে হয়েছে) (সুখের ভবন আমার)
(এমন ছিলনা ছিলনা) (একদিন গোকুল আলোছিল)
(চাঁদ চাইতাম নারে, (ভুবন আলো করা চাঁদ ঘরে ছিল)
পূর্ণভাবে পূর্ণিমা অমায় রে ॥ (চাঁদ উদয় যে ছিল)
হৃদয় আলো করা চাঁদ)
বসিয়ে যশোদার কোলে এই নন্দ অঙ্গনে,
(চাঁদ দে" বলে চাহিতে চাঁদ চাহিয়ে গগনে।
(দিতে পারি নাই পারি নাই) (গগনের চাঁদ ধরে দিতে তোরে)
(কত বেঁধেছি বেঁধেছি) (ছার ননীর তরে) (কত কেঁদেছ
গোপাল) (এই পাপিনী মার অনাদরে)
তাইতে কি বাপ ফাঁকি দিলি মায়রে ॥
(এজনমের মত বাপ) (পথের কাঙ্গালিনী করে)
কি বলে বা গেলি আর কি করিলি নিলমণি,
নিরানন্দ রাখাল বৃন্দ, রাই উন্মাদিনী—
(একবার দেখ্ রে গোপাল (তোর সাধের ব্রজের দশা)
গোপ গোপীকুল, সকলে আকুল, ব্যাকুল গোকুল তোর,
নবীন বাছুরী, নব তৃণ ছাড়ি, তুয়া লাগি গোকুল কাতর।
ব্রজের সব গেছে বাপ) (ব্রজেশ্বর রে তোর সনে)
প্রাণ মাত্র আছে ছার কায়ায় রে। (তোর আসার আশে)
(আবার গোপাল আসবে বলে)
প্রাণ মাত্র আছে ছার কায়ায় রে ॥

উদ্ধব।—আহা! কৃষ্ণময় প্রাণা যশোদা, সংসারের সম্বল, একমাত্র তারা সাধনের ধন কৃষ্ণধনে হারা হয়ে, কেঁদে কেঁদে তারা হারা হয়েছেন, আমাকে কৃষ্ণ জ্ঞানে "গোপাল এসেছিস্" বলে, কতই মর্ম্ম যাতনা প্রকাশ করছেন. মার শুষ্কপ্রায় জীবন-লতিকা আশা-বারি-সংযোগে কথঞ্চিত সজীব হয়েছে; এখন যদি বলি, "মা আমি তোমার কৃষ্ণ নৈ" তা হলে মার নির্ব্বাণপ্রায় জীবন-

দীপ এখনি নির্ব্বাণ হবে। হা কৃষ্ণ! এই সব ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন ক'রে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করতেই কি হতভাগ্য উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলে?

যশোদা।—হারে গোপাল! নিরবে রইলিযে? আয় বাপ! আয়—আমার কোলে আয়, আর যন্ত্রণা দিস্‌না, দেখ দেখি বাপ তোর জন্য বৃন্দাবনের কি দুর্গতি হয়েছে—আর যশোদার কাছে কেউ আসে না, গোপালের মা বলে আর কেউ ডাকে না।

(গীত)

ব্রজের দশা গোপাল দেখ রে নয়নে,
সবাকার, দেহ শবাকার, পূর্ণ হাহাকার,
অন্ধকার হয়েছে গোকুল কৃষ্ণ রে তো বিনে॥
পূর্ব্ব মত সিদ্ধযোগী আর ব্রজে না আসে,
গোপালের মা বলে আর কেহ না সম্ভাষে
অকূল দুঃখের সাগরে গোকুল ভাসে—
পড়েছে বিষাদের বজ্র সাধের বৃন্দাবনে॥

উদ্ধব।—মা! আপনি কাকে গোপাল বলে ডাকৃছেন! আপনার গোপাল নই আমি! আপনার গোপালের দাস—নাম উদ্ধব, আপনার গোপাল শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসৃবেন, তবে তাঁর অদর্শনে আপনারা ব্যাকুল হবেন বলে, আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার গোপাল কি বৃন্দাবনের মায়া পরিত্যাগ করৃতে পারেন, তবে কার্য্যানুরোধে দু দিন বিলম্ব হচ্ছে—শীঘ্রই আসবেন।

যশোদা।—কি বলৃলি তুই আমার গোপাল নস্, "গোপাল আমার আসৃরে" এই মন্ত্রে—এ মৃত্যু সঞ্জিবনী মন্ত্রে এখনও আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাস্, হা বাপ গোপাল রে! (পতন)।

উন্মাদিনীবেশে রাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা।—হাঃ হা হা! সবারই ঐ কথা, সবাই বলে, রাধা

পাগল হয়েছে! সত্যই কি রাধা পাগল হয়েছে? সে কি আপনি পাগল হয়েছে, না তাকে পাগল করেছে! তার দোষ কি? সে তার কি জানে, সে ত বনের লতা—বনেই ছিল, সে বনে যাওয়া কেন? সে লতাই বা ছিঁড়্লে কেন? ছিড়্লে—বেশ কর্‌লে, তাকে তেমন ক'রে পায়ে দলান কেন? দলালে—দলাও সে ত পায়েই জড়িয়েছিল! সে ত, সে পা বেশ বেঁধেছিল, সে বাঁধন খুলে দিলে কে? শ্রীদাম?—ঐ যে কে বল্‌ছে "শ্রীদাম" শ্রীদাম তুমি—? তুমিই রাধাকে পাগল করেছ! পাগল কর্‌লে তা নিজে পাগল হ'লে কেন? পরকে মজাতে গিয়ে আপনি মজ্‌লে কেন? বেশ আস্‌ছিলে—আঁধারে আলো জ্বেলে বেশ আস্‌ছিলে! সাধ করে সে আলো নিবায়ে, শেষে অন্ধকারে পড়ে ঘুরতে লাগ্‌লে, (করতালি দিয়া) হা! হা! হা! ক্ষেপেছে—রাই পোড়ার মুখী ক্ষেপেছে—পাগল হয়েছে! আমি তাকে পাগলের অষুধ দিই গে, সে এখনি ভাল হয়ে যাবে, কিসে পাগল ভাল হয় জানি, সে বেস অষুধ, তোরা শুন্‌বি—শিখ্‌বি? তোরাও যদি রাধার মত পাগল হস্‌, তাহলে এই অষুধে ভাল হবি, বিষ খেলে পাগল ভাল হয়, যমুনার জলে ডুবে মর্‌তে পার্‌লে পাগল ভাল হয়! (অদূরে ধরাশায়িনী যশোদাকে দেখিয়া) ও কে?—ও ধুলায় পড়ে কে? যশোদা মা? কেন, কেন মা তুমি ধুলায় পড়ে কেন? পাগল হয়েছ, তুমিও পাগল হয়েছ! তুমি পাগল, শ্রীদাম পাগল, হতভাগিনী রাধাও পাগল! গোকুলের সব পাগল রে—সব পাগল! হা হা হা বুঝেছি! পাগলী বেটী গোপালকে কোলে করে শুয়ে আছে; কৈ মা দেখি, তোর্ গোপাল—তোর্ বুকভরা চাঁদ—হৃদয় আলোকরা চাঁদ কৈ দেখি! কৈ চাঁদ কৈ? নাই? ডুবেছে? চাঁদ ডুবেছে? দেখি তোর্ বুকের ভিতর চাঁদ আছে কিনা—(বক্ষের নিকট গমন)—

যশোদা।—নাই মা সে চাঁদ নাই, এই দেখ্ হৃদয় আমার

আঁধার হ'য়েছে, গোপাল আমার হৃদয়ের চাঁদ, তোরা সেই চাঁদ-ঘেরা তারা, আয় মা তোরা আমার বুকে আয়!

রাধিকা।—যাব? হাঃ হাঃ হাঃ! কোথা যাব, তোর্ ঐ বুকে? তোর্ বুক যে শ্মশান, ঐ যে হুহু করে—ধূধূ করে চিতা জ্বল্‌ছে, যাবনা—যাবনা, ওখানে যাবনা; যাই, ঐ—ঐ দেখ্ তোর্ গোপাল ডাক্‌ছে।

যশোদা।—কৈ—কৈমা? আমার গোপাল কৈ? (চমকিত-ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্ট করিয়া) হা উন্মাদিনী ও যে তামাল!

রাধিকা।—তামাল? না না—ঐযে তোর্ বনমালী, কেন, কেন নাথ! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এস, কাছে এস—লজ্জা হয়েছে? লজ্জা? কিসের লজ্জা? দাসীর কাছে লজ্জা? এস, কাছে এস—এলে না, পায়ে ধরে না সাধ্‌লে আস্‌বে না? কেন, দাসী ত পায়ে ধরেই আছে, এস (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কে তুমি! আমার শ্যাম নও, তামাল? হা হতভাগিনী—তোর্ কপালদোষে শ্যাম যদি তামাল হলো, তাহলে হয় ত যমুনাও এতক্ষণ শুকিয়ে গিয়েছে! তুই মর্‌বি কোথায়? দেখ্ দেখি ঐ যমুনার কেমন কালো জল, সেই কালো জলে কেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠছে, ঐ তরঙ্গে ডুবে মর্‌তে কেমন সুখ! সেই কালো ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঐ কালোতে দেহ মিশাতে কেমন আনন্দ,—

আয় রে শ্রীদাম; আয় রে সুদাম,
মর্‌বি যদি আয় যশোদা,
এই দেখ আজ, গোকুল ছেড়ে—
জন্মের মত চল্‌লো রাধা।

(বেগে প্রস্থান)

যশোদা।—(ব্যাকুলভাবে উঠিয়া) যাস্‌নে মা যাস্‌নে, দাঁড়া দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে যাই! (প্রস্থান)

নন্দ।—যশোদে! উন্মাদিনি! কোথায় যাও (পশ্চাৎ গমন) হা! গোপাল—কি কর্‌লি বাপ!—　　(প্রস্থান)

উদ্ধব।—না আর এ ভীষণ দৃশ্য দেখা যায় না, এর অধিক আর কি দেখ্‌তে বৃন্দাবনে থাক্‌ব, এক্ষণে ব্রজবাসীদের উপর এঁদের সান্ত্বনার ভার দিয়ে, মথুরায় গমন করাই কর্ত্তব্য। ধন্য হরি! ধন্য তোমার লীলা, তোমার লীলা-ক্ষেত্র বৃন্দাবনে এসে শান্ত, দাস্য, সখ্য,বাৎসল্যাদি সকল ভাবেরই পূর্ণবিকাশ দর্শন করলেম।

(প্রস্থান)





দশম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মথুরা। কৃষ্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট।

(উদ্ধবের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ।—উদ্ধব! আমার সাধের বৃন্দাবন কি সত্য সত্যই শ্মশান হয়েছে।

উদ্ধব।—বৃন্দাবন শ্মশান হয়েছে, তাই বা কেমন করে বল্‌বো। বৃন্দাবনের যে দশা দেখলাম, তার কাছে শ্মশান ত স্বর্গধাম! শ্মশানক্ষেত্রে শবদেহই দাহ হয়ে থাকে, কিন্তু এ যে জীবিত দগ্ধ হচ্ছে দেখলাম—প্রভু! শ্মশানক্ষেত্রে পিশাচ পিশাচীরা শব-দেহেরই অস্থি চর্ব্বণ করে থাকে, কিন্তু স্মৃতি পিশাচী যে বিকট, বেশে বৃন্দাবনবাসীদের মর্ম্মাস্থি পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করছে! বৃন্দাবন-বাসীগণ তোমার পূর্ব্বকৃত কার্য্য সকল স্মরণ কর্‌ছে, আর, হা কৃষ্ণ!—হা রাখালরাজ! ইত্যাকার শব্দে হাহাকার কর্‌ছে। পুর্ব্বে যে শ্রীদামকে দেখ্‌লে, তোমার অভেদাঙ্গ ব'লে বোধ হতো; এখন সেই শ্রীদাম পূর্ণ উন্মাদ, দেহের সেই কান্তি—সেই নবীন নধর শ্যাম কলেবর হিমানীসিক্ত পদ্মীনির ন্যায় মলিন হয়েছে! তোমার প্রাণাধিকা রাধিকার দশাও ততোধিক; দেহের কান্তি নাই—হৃদয়ে শান্তি নাই—সর্ব্বাঙ্গ ধুলিমাখা—তার উপর আবার ভ্রান্তি এসে যোগ দিয়েছে! চৈতন্যে রোদন—আবার কখনও কখনও উন্মা-দিনীর ন্যায় উদাস হাস্য করছে, কখন ধুলায় ধুসর হচ্চে! দেখ্‌লে

বোধ হয় যেন প্রফুল্ল কনকপদ্মকে কে বৃন্তচ্যুত করে ফেলে গিয়েছে! তোমার পিতা মাতা নন্দ যশোদার দশাও ততোধিক! নন্দরাজ অন্ধপ্রায়! যশোদার চক্ষের তারা নাই—কেবল গোপাল গোপাল বলে রোদনকর্‌ছেন—আর যুগলচক্ষে তারা কারা ধারা পতিত হয়ে হৃদয়কে প্লাবিত কর্‌ছে! "গোপাল রে প্রাণ গেল" "ব্রজেশ্বরহে দেখা দাও"—ইত্যাকার হাহাকার শব্দ ভিন্ন বৃন্দাবনে আর অন্য শব্দ নাই—গাভীগণ অচির-প্রসূত বৎসের গাত্র লেহন করেনা,বৎস-গণও মাতৃস্তন্য পান ভুলে সকলে সতৃষ্ণ নয়নে মথুরার দিগে চেয়ে আছে! ভ্রমরের আর মধুর ঝঙ্কার নাই! যদিও কদাচিত কোকি-লের কুহু স্বর শুনা যায় বটে, কিন্তু সে কুহু কুহু কর্‌ছে—কি তোমার শোকে উহু উহু কর্‌ছে, তা কিছুই বোঝা যায় না। দয়াময় হে! বৃন্দাবনের বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্‌লে বোধ হয় যে, তোমার দয়াময় নামের মাহাত্ম সেই খানেই বিরাজ কর্‌ছে! তুমি তোমার পিতা মাতার বক্ষের পাষাণ মোচনের জন্য মথুরায় এলে,কিন্তু নন্দ যশোদার চিরদুঃখের-পাষাণ যে আর এজন্মে মোচন হবে না প্রভু! এই কি তোমার দয়াময় নামের মাহাত্ম্য? আমার বোধ হয়, তোমার দয়াময় নামটি কোন ভক্তের বক্রোক্তি মাত্র! কিম্বা পিতা মাতার সাধ করে রাখা! যেমন পিতা মাতায় অন্ধ পুত্রের ত্রিলোচন নাম, বিকলাঙ্গের মদন মোহন নাম রক্ষা করে, সেইরূপ পিতা মাতাতেই বোধ হয় তোমার ন্যায় নির্দ্দয় পুত্রের দয়াময় নাম রক্ষা করেছে! যদি জগত পদ্ধতির সুবিচার থাকৃত নাম নির্ব্বাচনের নিয়ম থাকত,তা হলে পাষাণ হৃদয় নির্দ্দয় নাম ভিন্ন জগতে তোমার দয়াময় নাম প্রচার হ'ত না। তাই বলি, জগতে নাম নির্ব্বাচনের নিয়ম নাই। লোকে ক্রূর কর্ম্মাকে খল বলে, আর বৈদ্যেরা যাতে ঔষধ পেষণ করে তাকেও খল বলে, কিন্তু এ খলের কার্য্য কিনা, নিজের হৃদয়কে পেষিত করে পরের উপকার

করে ! তারও নাম হলো খল ! আর তোমার ন্যায় নির্দ্দয়ের নাম হলো কিনা দয়াময় ! দয়াময়হে ! যে ব্রজরাখালগণের কৃষ্ণ-গত-প্রাণ ! যে সতী যশোমতী তোমা ভিন্ন আর কিছু জানে না ! যে নন্দের তুমিই একমাত্র বার্দ্ধক্যের সম্বল ! যে রাধার জগতশুদ্ধ কৃষ্ণময় ! দয়াময় হে ! আজ কিনা তাদের এত দুর্গতি কর্‌লে—

কৃষ্ণ।—উদ্ধব ! তুমি কি কর্ম্ম ফল স্বীকার কর না—

উদ্ধব।—হাঁ স্বীকার করি বটে ! সে কর্ম্ম বদ্ধ জীবের পক্ষে ! কিন্তু তোমার শ্রীদামাদি সখাগণ, কিম্বা সেই পরাশক্তি রাধা সতীর পক্ষে তা স্বীকার করিনা।

কৃষ্ণ।—উদ্ধব ! তুমি বৃন্দাবনের উপস্থিত দশা দর্শনে বড়ই মর্ম্মাহত হয়েছ ব'লে, আমাকে এত তিরস্কার কর্‌ছ। কিন্তু তোমার এ মর্ম্ম যাতনার লাঘব শুদ্ধ আমার কথাতে হবে না, তুমি স্থির জে'ন, যে রাধিকাকে উন্মাদিনী দেখে এসেছ ! তিনি স্বয়ং রাধা সতী ন'ন—রাধিকার অংশ রূপা ! আমার পক্ষেও তাই জেন, শুদ্ধ লোক শিক্ষার্থে আর লীলা বিস্তারার্থে এ লীলা দেহ ধারণ। নতুবা সেই রাধা শক্তি, কিম্বা সেই বৃন্দাদি সখী সকলেই গোলোকধামে আছে; আর আমিও সে গোলকধাম ছাড়া নই, আমাদের নিত্য গোলকের নিত্যরূপ নিত্য গোলকে অনন্তকালের জন্য বিরাজমান।

উদ্ধব।—প্রভু যদি আশাতীত দয়া প্রকাশ কর্‌লেন তা হ'লে দাসের আরও কিছু নিবেদন আছে।

কৃষ্ণ।—বল উদ্ধব ! তোমার নিকট কোন কথাই অপ্রকাশ রাখব না।

উদ্ধব।—এই বৃন্দাবন লীলা সমাধান্তে, সকলেই কি সেই সেই নিত্য দেহে লয় প্রাপ্ত হবে।

কৃষ্ণ।—না, এ লীলা সমাধার পর আর একবার দেহ ধারণ কর্‌তে হবে।

উদ্ধব।—সে কি রূপে, কোন্ স্থানে তা কি শুন্তে পাইনে ?

কৃষ্ণ।—আমাদের ভাবী দেহ ধারণের বৃত্তান্ত শুনবে উদ্ধব ! আমি দ্বাপরের শেষে এ দেহ পরিত্যাগ কর্‌ব; এবং কলির প্রথম সন্ধ্যাতেই শ্রীধাম নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হব, শ্রীদাম সখা অভিরাম গোস্বামী রূপে—বসুদাম মহেশ পণ্ডিত রূপে, মধুমঙ্গল মুকুন্দানন্দ ঠাকুর রূপে, এই রূপে স্থানে স্থানে জন্মগ্রহণ করে আমার গৌরাঙ্গলীলার সঙ্গি হবে ! কিন্তু সেও অংশ বা লীলা দেহধারণ মাত্র। নতুবা আমাদের নিত্য গোলকের নিত্যরূপ অনন্ত কালের জন্য নিত্যধামে বিরাজমান।

উদ্ধব।—প্রভু সেই নিত্য গোলকের রূপটী কি এ পাপ-চক্ষে দেখ্‌তে পাব না।

কৃষ্ণ !—উদ্ধব ! যাকে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত খুলে দেখাতে পারি, তাকে রূপ দেখাতে বাধা কি ? তুমি এখনি দেখ্‌তে পাবে। ঐ দেখ—

শূন্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি

শ্রীদামাদি রাখালগণ, বৃন্দাদি সখীগণ, ছত্র, চামর, ব্যজনাদি হস্তে দণ্ডায়মান।

(গীত)

মরি কি রূপ মাধুরি হেরি ধরাধামেরে।
ভুবন উজলি, স্থির বিজুলী শোভে নিরদ বামেরে ॥
কররে মন হরি দাস্য, থেকে পদাশ্রমে রে—
কি ফল অনিত্য সুখ ধর্ম্ম অর্থ কামে রে,—
(ও মন) হও নিষ্ঠ, জগদীষ্ট, রাধাকৃষ্ণ নামেরে ॥
পড়ে মায়া চক্রে কেন ভ্রম মায়া ভ্রমেরে,—
বার বার, কেন আর, আসা কর্ম্ম ভূমেরে—
(ও মন) সেবক হয়ে সাদরে সদা সেব শ্রীরাধা শ্যামেরে ॥

সমাপ্ত।